মুসলিম জাতি এবং বিশ্বমানবতার মূলশিক্ষায় ভুল ঢোকানোর গভীর ষড়যন্ত্র

গবেষণা সিরিজ-৩০

প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমান
FRCS (Glasgow)
চেয়ারম্যান
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
বিভাগীয় প্রধান (অব.), সার্জারি বিভাগ
ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রকাশক
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (৮ম তলা)
১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি
মগবাজার, রমনা, ঢাকা।
ফোন : ০২-৪১০৩১০১৩
E-mail : official@qrfbd.org
www.qrfbd.org
For Online Order : www.shop.qrfbd.org
ডোনেশনের জন্য : www.solab.qrfbd.org, www.zakat.qrfbd.org

যোগাযোগ
এডমিন : ০১৯৪৪৪১১৫৬০, ০১৭৫৫৩০৯৯০৭
দাওয়াহ : ০১৬১০১৯৪৬৯৮, ০১৯৪৪৪১১৫৫১
প্রকাশনা : ০১৯৭৭৩০১৫১০
তথ্য-প্রযুক্তি : ০১৪০৭০৬৩৪৩৪
বিক্রয় : ০১৯৭৭৩০১৫১১, ০১৯৪৪৪১১৫৫৮
কালচার এন্ড মিডিয়া : ০১৪০৭০৬৫৭৯৪

ISBN Number : 978-984-35-1351-9

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০০৯
ষষ্ঠ সংস্করণ : মে ২০২৫

নির্ধারিত মূল্য : ৫০ টাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাই
হাসনা অ্যাডভার্টাইজিং
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ৪র্থ তলা, ঢাকা-১২০৫
মোবাইল : ০১৭১৪ ৮১৫১০০
ই-মেইল : hasnaad_06@yahoo.com

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	সারসংক্ষেপ	৫
২	চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ	৬
৩	পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ	১০
৪	মূল বিষয়	২৩
৫	যেসব দলিলের ভিত্তিতে আলোচ্য বিষয়টি উপস্থাপন করা হবে	২৪
৬	বিশ্বমানবতা ও মুসলিম জাতির বর্তমান চরম অশান্তির মূল কারণ সম্পর্কে ইতিহাসের দলিল	
৭	কুরআনের শিক্ষা থেকে দূরে সরানোর ষড়যন্ত্রের গভীরতার একটি উদাহরণ	২৭
৮	বিশ্বমানবতার মূলশিক্ষায় ভুল ঢোকানোর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আল কুরআনের তথ্য	৩৪
	বিশ্বমানবতার মূলশিক্ষায় ভুল ঢোকানোর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আল কুরআনের তাত্ত্বিক উপস্থাপনা	
	বিশ্বমানবতার মূলশিক্ষায় ভুল ঢোকানোর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আল কুরআনের জীবন্তিকা	৩৬
৯	বিশ্বমানবতার মূলশিক্ষায় ভুল ঢোকানোর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে হাদীসের তথ্য	৪১
১০	উম্মাতে মুহাম্মাদীকে কুরআনের শিক্ষা থেকে যেভাবে দূরে সরানো হয়েছে	৪৪
	এক ব্যক্তির বক্তব্য	
	অন্য এক ব্যক্তির বক্তব্য	৪৭
	একটি ডায়রির তথ্য	৪৮
	একটি পত্রিকার প্রতিবেদন	৫২
	‘তথ্যসন্ত্রাসের কবলে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ’ পুস্তিকার তথ্য	৫৫

১১	ব্রিটিশ গোয়েন্দার ডায়রি, ইনকিলাব পত্রিকার প্রতিবেদন এবং তথ্য সন্ত্রাসের কবলে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ পুস্তিকার অধিকাংশ বক্তব্য সত্য হওয়ার প্রমাণ	৫৮
১২	উম্মাতে মুহাম্মাদীর মূলশিক্ষায় ভুল ঢোকানো শুরু ও অগ্রযাত্রার সময়কাল ও পদ্ধতির প্রবাহচিত্র	৭২
১৩	ইসলামের মূলশিক্ষায় ভুল ঢোকানো ও তা স্থায়ী করার জন্য গোয়েন্দাদের বিভিন্ন স্তরে করা সুনির্দিষ্ট কাজের প্রবাহচিত্র	৭৩
১৪	গোয়েন্দাদের ৯টি স্তরের সুনির্দিষ্ট কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৭৪
১৫	গোয়েন্দা মনীষীদের ষড়যন্ত্রের কুফলস্বরূপ মানবসভ্যতা ও মুসলিম জাতির মৌলিক শিক্ষায় ঢুকে যাওয়া ভুলের কয়েকটি নমুনা	৮৫
১৬	শেষ কথা	৯৫

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা করে না, নাকি তাদের মনে তালা লেগে গেছে?

সুরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৪

বিশ্বমানবতার বর্তমান অধঃপতনের মূল কারণ ও প্রতিকার এবং জীবন ঘনিষ্ঠ ইসলামের মৌলিক বিষয়ের সঠিক তথ্য জানতে সংগ্রহ করুন

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত

গবেষণা সিরিজের বইসমূহ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সারসংক্ষেপ

মুসলিম দেশসহ সারা বিশ্ব আজ মহা অশান্তিতে নিমজ্জিত। অবিচার, সন্ত্রাস, মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ড, বৈষম্য, দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, মরণব্যাধি AIDS ইত্যাদি পৃথিবীতে এখন নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে আমরা যদি মাত্র কয়েক শত বছর পূর্বের মুসলিম জাতির স্বর্ণযুগের দিকে তাকাই তাহলে দেখবো– মুসলিম জাতির কর্তৃত্বে থাকা প্রায় অর্ধেক পৃথিবীতে তখন মহাশান্তি বিরাজমান ছিল। একই সাথে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, অর্থনীতি, সমাজনীতিসহ জীবনের সকল দিকে মুসলিমরা পৃথিবীর অন্য সকল জাতি থেকে শ্রেষ্ঠ ছিল। যে কুরআন হাতে নিয়ে মুসলিমগণ ঐ অবস্থায় পৌঁছেছিল সে কুরআন অবিকৃত থাকা সত্ত্বেও মুসলিম দেশগুলোতে আজ নানা ধরনের অশান্তি বিরাজমান। আবার বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, অর্থনীতি, সমাজনীতিসহ জীবনের প্রায় সকল দিকে মুসলিমগণ আজ অন্য সব জাতি থেকে অবিশ্বাস্যরকমভাবে পিছিয়ে আছে। এ অবস্থা থেকে সহজে বোঝা যায়– আজকের মুসলিমগণ কুরআনের জ্ঞান ও আমল থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। আল কুরআনে জীবন সম্পর্কিত সকল মূলজ্ঞান নির্ভুলভাবে লিপিবদ্ধ আছে। জ্ঞানে ভুল থাকলে আমলে অবশ্যই ভুল হয়। তাই জীবন সম্পর্কিত মূলজ্ঞান থেকে দূরে সরে যাওয়াই হলো মুসলিম জাতি ও বিশ্বমানবতার বর্তমান অশান্তির মূল বা প্রধান কারণ। স্বর্ণযুগের পরের মুসলিমদের কুরআন পড়ে বুঝতে না পারার কারণে এটি হয়নি। এটি ঘটানো হয়েছে এক গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে। কী ছিল সেই ষড়যন্ত্র! এবং কীভাবে তা বাস্তবায়ন করা হয়েছে! মূলত সেটিই পুস্তিকাটিতে তুলে ধরা হয়েছে।

চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ!

আমি একজন চিকিৎসক (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিষয় বাদ দিয়ে একজন চিকিৎসক কেন এ বিষয়ে কলম ধরলো? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার বলে মনে করছি।

ছোটোবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশ-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি ইসলাম সম্পর্কে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এসে আমার মনে হলো জীবিকা অর্জনের জন্য বড়ো বড়ো বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রি নিয়েছি। এখন যদি কুরআন মাজীদ অর্থসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন ইংরেজি ভাষায় রচিত বড়ো বড়ো বই পড়ে স্বনামধন্য চিকিৎসক হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন মাজীদ) পাঠিয়েছিলাম সেটি কি অর্থসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেবো?

এ উপলব্ধি আসার পর আমি কুরআন মাজীদ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়তে শুরু করি। শিক্ষাজীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বোঝার সমস্যাটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন মাজীদ পড়তে গিয়ে দেখি ইরাকে যেসব সাধারণ আরবী বলতাম তার অনেক শব্দই কুরআনে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মাজীদ পড়ে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত

থাকতে হতো। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে এক বা একাধিক আয়াত বা যতটুকু পারা যায় বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মাজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি আয়াতও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্য কয়েকটি তাফসীর পড়েছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ শেষ করতে আমার প্রায় ৩ বছর সময় লাগে।

সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ পড়ে তথা ইসলামের সকল মৌলিক ও একটি অমৌলিক (তাহাজ্জুদ সালাত) বিষয় প্রত্যক্ষভাবে জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম এজন্য যে, ইসলাম সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য আর বর্তমান মুসলিমদের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান (ইসলামের অন্য অমৌলিক বিষয়ের কথা রসুল স.-কে অনুসরণ করতে বলার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে)। এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলে। সর্বোপরি, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত আমাকে কলম ধরতে বাধ্য করল–

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۙ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ .

নিশ্চয় আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন, যারা তা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে (লাভ করে) তারা তাদের পেট আগুন ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে ভরে না, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না (তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করবেন না), আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৭৪)

ব্যাখ্যা : কোনো জিনিসের বিনিময়ে কিছু ক্রয় করার অর্থ হলো ঐ জিনিসের বিনিময়ে কিছু পাওয়া। ক্ষতি এড়ানোর অর্থও কিছু পাওয়া। ছোটো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ অল্প কিছু পাওয়া। আর বড়ো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ বড়ো কিছু পাওয়া। আবার ক্ষতি এড়ানো একটি ওজর (বাধ্যবাধকতা)। তাই আল্লাহ এখানে বলেছেন– তিনি কুরআনে যেসব বিধান নাযিল করেছেন, ছোটো ক্ষতি (ওজর) এড়ানোর জন্য যারা জানা সত্ত্বেও সেগুলো প্রচার করে না বা মানুষকে জানায় না, তারা যেন তাদের পেট আগুন দিয়ে পূর্ণ করল। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। ঐ দিন এটি তাদের জন্য সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে। আর তাদেরকে পবিত্র করা হবে না। অর্থাৎ তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের

ছোটোখাটো গুনাহ মাফ করে দেবেন। কিন্তু যারা কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জানা সত্ত্বেও তা গোপন করবে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্য কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে তা থেকে বাঁচার জন্য আমি একজন চিকিৎসক হয়েও লেখার জন্য কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কীভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় এ আয়াতটি আমার মনে পড়লো–

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে তোমার মনে যেন কোনো সংকোচ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি) না থাকে এবং মুমিনদের জন্য এটা উপদেশ।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ২)

ব্যাখ্যা : কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের মনে দুটি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে–

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বোঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন-ভাতা, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। বর্তমান সমাজে এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থা, বিশেষ করে দ্বিতীয়টিকে এড়ানোর (Overcome) জন্য সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা বা না বলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্য তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দুটি সমূলে উৎপাটন করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে রসুল স.-এর মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন– মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনোই কুরআনের বক্তব্যকে লুকিয়ে ফেলবে না বা বলা বন্ধ করবে না অথবা ঘুরিয়ে বলবে না।

আল কুরআনের সুরা আন-নিসার ৮০ নং ও আল গাশিয়ার ২১ থেকে ২৩ নং আয়াতের আলোকে বলা যায়– 'পৃথিবীর সকল মানুষ কখনোই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে মানুষের কাছে উপস্থাপন করতে হবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য পুলিশের ভূমিকা পালন করা কারও দায়িত্ব নয়।' কুরআনের এসব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই আমার কথা বা লেখায় কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করব।

আল কুরআন পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইলো না। তাই আবার হাদীস পড়তে শুরু করি। বিশেষ করে মিশকাত শরীফ (কুতুবে সিত্তার অধিকাংশ হাদীসসহ আরও অনেক হাদীস ধারণকারী গ্রন্থ) বিস্তারিত পড়ার পর ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আমি লেখা শুরু করি ১০.০৪.১৯৯৬ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নানাভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দুয়া করি তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রসুল আ. ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের কাছে অনুরোধ– আমার লেখায় যদি কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমতকে কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন– এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দুয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ হলো– কুরআন, সুন্নাহ (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) এবং আকল, Common sense বা বিবেক। তবে উৎস তিনটির মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। আর সে পার্থক্য হলো–

ক. তাত্ত্বিক (Theoretical) পার্থক্য

- কুরআন : আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান।
- সুন্নাহ : আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে মূল জ্ঞান নয়। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা।
- আকল, Common sense বা বিবেক : জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান।

খ. ব্যাবহারিক (Applied) পার্থক্য

১. মালিক ও দারোয়ান দৃষ্টিকোণ

- কুরআন (আল্লাহ তা'য়ালা) : মালিক ও মূল ব্যাখ্যাকারী।
- সুন্নাহ (রসুল স.) : মালিকের নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী।
- আকল/Common sense/বিবেক : মালিকের নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ান।

২. মানদণ্ড ও বুনিয়াদ/ভিত্তি দৃষ্টিকোণ

- কুরআন : মানদণ্ড জ্ঞান।
- সুন্নাহ : কুরআনের অনুপস্থিতে মানদণ্ড জ্ঞান।
- আকল/Common sense/বিবেক : বুনিয়াদ বা ভিত্তি জ্ঞান।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য (গবেষণা সিরিজ- ৪২)' নামক বইটিতে। পুস্তিকাটি রচনায় এ তিনটি উৎস থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে।

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিটি উৎসের যথাযথ ব্যবহার অপরিহার্য। আবার যথাযথ ব্যবহারের জন্য সবগুলো উৎসের নিম্নের দুটি দিক সম্পর্কে সঠিক ও স্পষ্ট ধারণা থাকাও অপরিহার্য–

ক. উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি (উসূল/Principle)।

খ. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য উৎস তিনটিকে ব্যবহারের প্রবাহচিত্র (Flow chart)।

আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটির উল্লিখিত দুটি দিকের পর্যালোচনা–

ক. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের মূলনীতি

১. কুরআনকে নির্ভুল জ্ঞানার্জনে উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

ব্যাবহারিক গ্রন্থের নির্ভুল জ্ঞানার্জনের কিছু মূলনীতি (উসূল/Principle) থাকে। ঐ মূলনীতির প্রত্যেকটি অনুসরণ করা গ্রন্থটির নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য অপরিহার্য। কুরআন একটি ব্যাবহারিক গ্রন্থ। তাই কুরআন থেকেও নির্ভুল জ্ঞানার্জনের মূলনীতি কুরআন ও সুন্নায় আছে। আমাদের গবেষণা মতে, সে মূলনীতি ১০টি। মূলনীতিগুলোর শিরোনাম–

১. কুরআনে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য নেই।

২. একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

৩. কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন।

৪. কুরআন বিরোধী বক্তব্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা।

৫. সত্য উদাহরণকে আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষার মর্যাদা দেওয়া।

৬. একাধিক অর্থবোধক আয়াতের ব্যাখ্যা করার সময় উৎকর্ষিত আকল/Common sense/বিবেকের রায় বা বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করা।

৭. কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) কোনো আয়াত নেই।

৮. খুঁটিনাটি/অমৌলিক বিষয়কে গুরুত্ব না দেওয়া।

৯. কয়েক বছর পরপর অনুবাদ বা ব্যাখ্যার সংস্করণ বের করা।

১০. আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান।

মূলনীতিগুলো একটি অপরটির সম্পূরক ভূমিকা পালন করে। আবার একটি সিদ্ধান্ত যত বেশি সংখ্যক মূলনীতি সমর্থিত হবে, সিদ্ধান্তটি নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি হবে। এ বিষয়টি আল্লাহ প্রদত্ত ৩টি উৎসের প্রত্যেকটির ব্যাপারেই প্রযোজ্য। মূলনীতিসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'কুরআন

রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'আল কুরআনের অর্থ ও তাফসীর করার মূলনীতি, প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য'** (গবেষণা সিরিজ-২৬) নামক বইটিতে।

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞানের সাথে অন্য ৯টি মূলনীতির সম্পর্কের অবস্থান হলো–

অবস্থান-১

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের ভালো জ্ঞান না থাকলে কুরআনের অর্থ করা সম্ভব নয়।

অবস্থান-২

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের পণ্ডিত ব্যক্তিও কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝতে অনেক মৌলিক ভুল করবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে না রাখেন বা ব্যবহার করতে না পারেন।

অবস্থান-৩

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান না থাকা ব্যক্তিও কুরআনের অনুবাদ পড়ে সেখানকার ভুল থেকে (যদি থাকে) নিজেকে বাঁচিয়ে কুরআনের ভালো জ্ঞানার্জন করতে পারবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৪

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের কিছু জ্ঞান (আরবী থেকে অন্য ভাষার অভিধান দেখার মতো জ্ঞান) থাকা ব্যক্তি কুরআনের অর্থ ও তাফসীরের অনুবাদ গ্রন্থ সম্পাদনা করে কুরআনের ভালো অর্থ ও তাফসীরগ্রন্থ রচনা করতে পারবেন যদি তিনি ওপরের ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৫

কুরআন সবচেয়ে ভালো বুঝতে পারবেন সেই ব্যক্তি যার ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে আছে বা ব্যবহার করার যোগ্যতা আছে এবং আরবী ভাষা ও ব্যাকরণেরও ভালো জ্ঞান আছে।

২. সুন্নাহকে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

আমাদের গবেষণা মতে, সুন্নাহকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের ৪টি মূলনীতি কুরআন ও সুন্নায় আছে। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত **'প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?'** (গবেষণা সিরিজ-১৯) বইটিতে। মূলনীতিগুলোর শিরোনাম হলো–

১. সঠিক হাদীস কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে, বিপরীত হবে না।
২. একই বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
৩. হাদীস সঠিক আকল (আকলে সালিম)-এর বিরোধী হবে না।
৪. হাদীস বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের বিরোধী হবে না।

৩. আকল, Common sense বা বিবেককে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য মহান আল্লাহর দেওয়া উৎস আকল, Common sense বা বিবেক ব্যবহার করাও অপরিহার্য। Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব, উৎকর্ষিত ও অবদমিত হওয়ার পদ্ধতি, ব্যবহার না করার গুনাহ, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের Common sense-এর মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'ইসলামী জীবন বিধানে Common sense-এর গুরুত্ব'** (গবেষণা সিরিজ-৬) নামক পুস্তিকাটিতে। Common sense-কে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের দুটি মূলনীতি কুরআন ও হাদীসে আছে। বিষয়টি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা আছে ওপরে উল্লিখিত বইটিতে (গবেষণা সিরিজ-৬)। মূলনীতি দুটোর শিরোনাম হলো–

১. Common sense-কে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান হিসেবে ব্যবহার করা।
২. Common sense-কে আল্লাহর নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ানের মর্যাদা দেওয়া।

খ. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের প্রবাহচিত্র (Flow chart)

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের মূলনীতির সাথে সেগুলো ব্যবহারের প্রবাহচিত্রের জ্ঞান থাকাও অপরিহার্য। প্রবাহচিত্রটি কুরআন ও সুন্নায় আছে। তবে নিম্নের দুটি উদাহরণ সামনে থাকলে কুরআন ও সুন্নায় থাকা প্রবাহচিত্রটি অতি সহজে বুঝা যায়। সুরা বাকারার ২৬ নং আয়াতে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে– কুরআন বুঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য সত্য উদাহরণ হলো আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা। কুরআনের আয়াতও আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা। তাই কুরআন বুঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য সত্য উদাহরণের গুরুত্ব অপরিসীম।

উদাহরণ-১

- ❑ **চিকিৎসাবিদ্যার রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থা গ্রহণের (চিকিৎসা দেওয়ার) প্রবাহচিত্র**

একজন চিকিৎসকের কাছে রোগী আসলে চিকিৎসক তাকে শেখানো চিকিৎসাবিদ্যার সাধারণ জ্ঞানের আলোকে একটি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় (Provisional diagnosis) করে এবং প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করে দেয়। তারপর সে ল্যাবরেটরিতে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা পাঠায়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট হলো রোগ নির্ণয়ের প্রমাণিত (নির্ভুল) জ্ঞান। তাই পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর চিকিৎসক রিপোর্টের সাথে তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে যাচাই করে। যদি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় যা ছিল রিপোর্টও সেই রোগ বলে তবে চিকিৎসক তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় (Final diagnosis) বলে ধরে নেয় এবং প্রাথমিক চিকিৎসা চালিয়ে যায়।

আর যদি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় যা ছিল রিপোর্ট সেটি ছাড়া অন্য রোগ বলে, তবে চিকিৎসক (সাধারণত) তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে বাদ দিয়ে রিপোর্টে আসা রোগকেই চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় (Final diagnosis) বলে ধরে নেয় এবং সে অনুযায়ী নতুন চিকিৎসা শুরু করে।

তবে বাস্তবে দেখা যায়– চিকিৎসাবিদ্যার যথাযথ সাধারণ জ্ঞানী চিকিৎসকের প্রাথমিক রোগ নির্ণয় ও চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিন্ন হয়। অল্পকিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়– পরীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে যাচাই করে নিশ্চিতভাবে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিধান হলো– প্রাথমিক রোগ নির্ণয় অনুযায়ী চিকিৎসা শুরু করা ও আরও গবেষণা চালিয়ে যাওয়া।

রোগ নির্ণয় করার সময় চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতিটি ছাত্র ও তরুণ চিকিৎসকদের একটি বিষয় খুব গুরুত্ব দিয়ে শেখানো হয়। বিষয়টি হলো– পূর্ববর্তী চিকিৎসকদের রোগ নির্ণয় যাচাই করা যেতে পারে তবে তা অবশ্যই নিজে (প্রাথমিক) রোগ নির্ণয় করার পর। এর কারণ হলো–

১. পূর্ববর্তী চিকিৎসক কী রোগ নির্ণয় করেছে তা আগে দেখলে তিনি যদি কোনো ভুল করে থাকেন বর্তমান চিকিৎসক সেই একই ভুল করতে পারেন।
২. বর্তমান চিকিৎসকের রোগ নির্ণয়ের দক্ষতা উৎকর্ষিত হবে না। বরং অবদমিত হবে।
৩. সামগ্রিকভাবে মানবসভ্যতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

তাই চিকিৎসাবিদ্যার রোগ নির্ণয় (Diagnosis) ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র হলো–

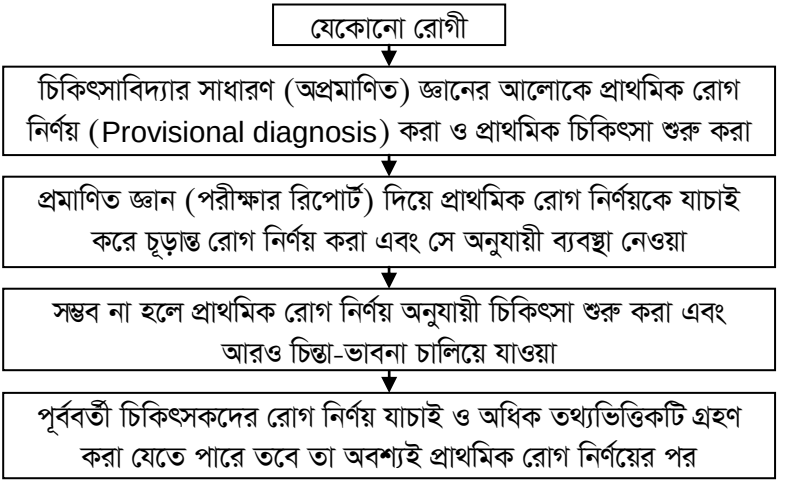

উদাহরণ-২

❑ **মালিক ও দারোয়ান মিলে বাড়িতে চোর ঢোকা প্রতিরোধ করার প্রবাহচিত্র**

বাড়িতে পরিচিত মানুষ ঢুকতে দেওয়া এবং অপরিচিত মানুষ (চোর) ঢোকা প্রতিরোধ করার জন্য সকল মালিক দারোয়ান নিয়োগ দেয়। মালিক অনুপস্থিত থাকলে কার সাথে কথা বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে (মালিকের মনোনীত ব্যক্তি) তা মালিক আগে থেকে দারোয়ানকে বলে দেন। মালিক, মালিকের মনোনীত ব্যক্তি ও নিয়োগ দেওয়া দারোয়ান মিলে বাড়িতে পরিচিত লোক ঢুকতে দেওয়া এবং অপরিচিত লোক (চোর) ঢোকা প্রতিরোধ করার প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) হলো–

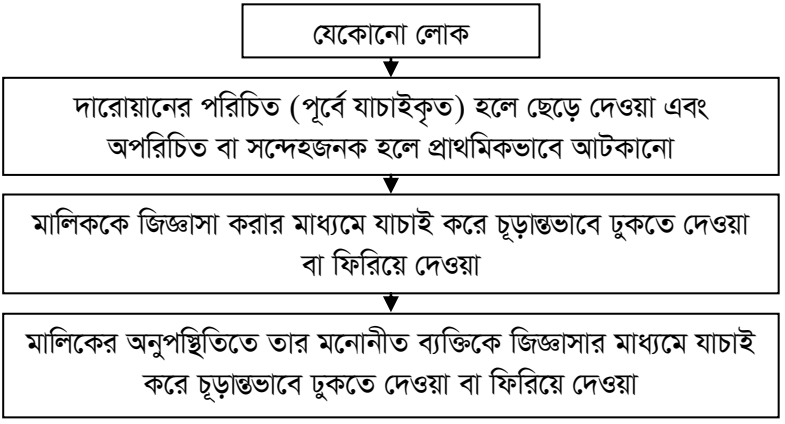

উদাহরণ ২টির লক্ষণীয় বিষয় হলো–

১. জ্ঞানার্জনের (সিদ্ধান্তে পৌঁছার) দুটি স্তর আছে। প্রাথমিক স্তর ও চূড়ান্ত স্তর।

২. প্রাথমিক স্তরে ঐ বিষয়ের সাধারণ জ্ঞানের আলোকে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত ও প্রাথমিক ব্যবস্থা নিতে হয়। যাদের ঐ বিষয়ের সাধারণ জ্ঞান আছে তারা সবাই প্রাথমিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে ও প্রাথমিক ব্যবস্থা নিতে পারে।

৩. এরপর মূল প্রমাণিত জ্ঞান (মালিক) দিয়ে প্রাথমিক রায়কে যাচাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয় এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হয়।

৪. অধিকাংশ ক্ষেত্রে যথাযথভাবে সাধারণ জ্ঞান শেখা ব্যক্তিগণ কর্তৃক নেওয়া প্রাথমিক সিদ্ধান্ত, চূড়ান্ত বিচারে সঠিক বলে গৃহীত হয়।

৫. মালিক অনুপস্থিত থাকা সময়ে প্রাথমিক রায়কে মালিকের মনোনীত ব্যক্তি দিয়ে যাচাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয় এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হয়।

৬. মালিকের মনোনীত ব্যক্তি দিয়ে যাচাই করেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারলে প্রাথমিক রায় অনুযায়ী নেওয়া ব্যবস্থা ও আরও চিন্তা-ভাবনা চালিয়ে যেতে হয়।

৭. সবশেষে পূর্ববর্তী ব্যক্তি বা মনীষীদের মতামত যাচাই করতে হয়।

মহান আল্লাহও জ্ঞানার্জনের জন্য সাধারণ (অপ্রমাণিত) ও প্রমাণিত উৎস দিয়েছেন। আর নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) ও প্রমাণিত উৎস ব্যবহারের প্রবাহচিত্র মহান আল্লাহ সারসংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সুরা নিসার ৫৯ এবং সুরা নূরের ১৫, ১৬ ও ১৭ নং আয়াতসহ আরও কিছু আয়াতের মাধ্যমে। আর আয়েশা রা.-এর চরিত্র নিয়ে রটানো প্রচারণাটির (ইফকের ঘটনা) ব্যাপারে নিজের অনুসরণ করা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পদ্ধতির মাধ্যমে রসুলুল্লাহ স. প্রবাহচিত্রটি বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন। প্রবাহচিত্রটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র'** (গবেষণা সিরিজ-১২) নামক বইটিতে। ওপরে বর্ণিত কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মধ্যকার পার্থক্য এবং উদাহরণ দুটি সামনে থাকলে কুরআন ও সুন্নায় থাকা আল্লাহ প্রদত্ত উৎস ৩টি ব্যবহারের প্রবাহচিত্রটি বোঝা মোটেই কঠিন নয়। প্রবাহচিত্রটি নিম্নরূপ–

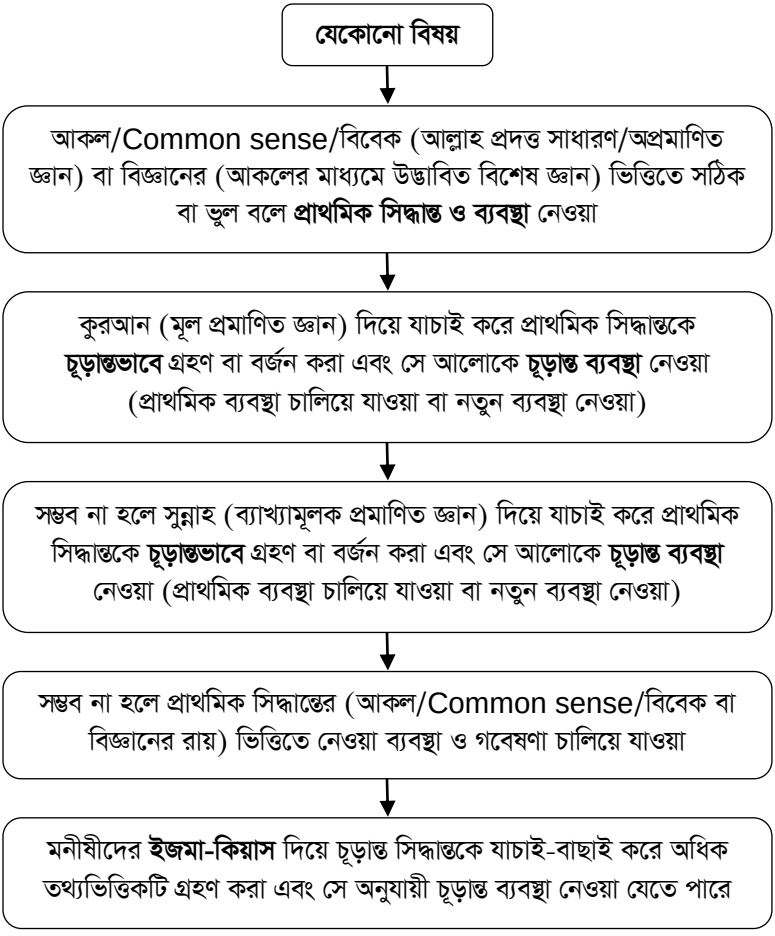

বিজ্ঞান

'বিজ্ঞান' হলো মানবজীবনের কোনো দিকের বিশেষ তথা উৎকর্ষিত জ্ঞান। মানবসভ্যতার বর্তমান স্তরে 'বিজ্ঞান' যে জ্ঞানের একটি উৎস এটা কেউ অস্বীকার করবে বলে মনে হয় না। বিজ্ঞানের বিষয় আবিষ্কারের ব্যাপারে আকল/Common sense/বিবেকের ব্যাপক ভূমিকা থাকে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞানী নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। নিউটন একদিন আপেল গাছের নিচে বসে থাকা অবস্থায় দেখলেন, একটি আপেল মাটিতে পড়লো। তিনি ভাবলেন, আপেলটি ওপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে আসলো কেন? নিশ্চয় কোনো শক্তি আপেলটিকে নিচের দিকে (পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে) টেনেছে। Common

sense-এর এ তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন। আর ঐ আবিষ্কারের প্রতিটি বাঁকে তাকে Common sense ব্যবহার করতে হয়েছে। অর্থাৎ বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense-এর বিরাট ভূমিকা আছে। তাই বিজ্ঞান হলো Common sense-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান।

বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব বা তথ্য সময়ের আবর্তে পরিবর্তন হয়ে যায়। কারণ, মানুষের জ্ঞান সীমিত। আমার ৪০ বছরের চিকিৎসা জীবনে চিকিৎসাবিজ্ঞানের অনেক তথ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখেছি। তাই ইসলামী নীতি হলো Common sense-এর মতো বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্যকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার আগে কুরআন বা সুন্নাহর ভিত্তিতে অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে।

অন্যদিকে, বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্য যদি সঠিক হয় তবে সেটি এবং ঐ বিষয়ের কুরআনের তথ্য অভিন্ন হবে। এ কথাটি কুরআন জানিয়েছে এভাবে–

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ..... ط

শীঘ্রই (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমরা তাদেরকে দিগন্তসমূহে এবং তাদের নিজেদের (শরীরের) মধ্যে আমাদের নিদর্শনাবলি দেখাবো, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এটি (কুরআনের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সকল তথ্য) সত্য। ... ...

(সুরা হা-মিম-আস-সাজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় ততদূর। আর আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক অতাৎক্ষণিকভাবে দেখানোর অর্থ– প্রকৃতিতে থাকা আল্লাহর প্রণয়ন করে রাখা বৈজ্ঞানিক বিষয় গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা।

তাই এ আয়াতে বলা হয়েছে– খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদূর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে থাকা আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কার হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা কুরআনের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সকল তথ্য সত্য প্রমাণিত হবে। তাই এ আয়াত অনুযায়ী কোনো বিষয়ে কুরআনের তথ্য এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য অভিন্ন হবে।

কিয়াস ও ইজমা

ইসলামে প্রজ্ঞাবান, বিচক্ষণ, হিকমাধারী বা মনীষীর সংজ্ঞা হলো– কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও কাহিনির ভিত্তিতে উৎকর্ষিত আকল, Common sense বা বিবেকবান ব্যক্তি।

আর কিয়াস হলো– কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক/ব্যাপক অর্থবোধক অথবা কুরআন-সুন্নায় সরাসরি নেই এমন বিষয়ে কুরআন সুন্নাহর অন্য তথ্যের ভিত্তিতে যেকোনো যুগের একজন উৎকর্ষিত Common sense সম্পন্ন তথা প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী/মনীষী ব্যক্তির উন্নত অনুধাবন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ক্ষমতার ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়া গবেষণার ফল।

অন্যদিকে কোনো বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফল এক হলে বা কারও কিয়াসের ব্যাপারে সকলে একমত হলে তাকে 'ইজমা' (Concensus) বলে।

কারও গবেষণার ফল জ্ঞানের উৎস হতে পারে না। গবেষণার ফল হয় রেফারেন্স তথা তথ্যসূত্র। তাই সহজে বলা যায়– কিয়াস বা ইজমা জ্ঞানের উৎস হবে না। কিয়াস ও ইজমা হবে তথ্যসূত্র বা রেফারেন্স।

ইজমা ইসলামী জীবন বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও মনে রাখতে হবে ইজমা অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানবসভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সাথে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ফলে ঐ সব বিষয়ে কিয়াস ও ইজমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মতো অন্য যেকোনো বিষয়েই তা হতে পারে।

কিয়াস ও ইজমা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য–

কুরআন

..... فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

... ... অতঃপর তোমরা যদি না জানো তবে (কিতাবের) বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করো।

(সুরা নাহল/১৬ : ৪৩, সুরা আম্বিয়া/২১ : ৭)

ব্যাখ্যা : আহলে কিতাবদের উদ্দেশ্য করে বলা হলেও আয়াতটির শিক্ষা সকলের জন্য প্রযোজ্য। জ্ঞানার্জনের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ হলো কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense। আর ইজমা বা কিয়াস হলো, ইসলামী বিশেষজ্ঞদের (মনীষী/আকাবের) গবেষণার ফল বা সিদ্ধান্ত।

আয়াতটির সরাসরি নির্দেশ হলো– ইজমা/কিয়াস দেখতে হবে একটি বিষয় নিজে জানা বা সিদ্ধান্তে পৌঁছার চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ার পর। অবশ্যই আগে নয়। **অন্যদিকে** বিশেষজ্ঞদের মতামত (ইজমা ও কিয়াস) অন্ধভাবে মেনে নেওয়া যাবে না। এটি করলে শিরক বা কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ হবে। শিরক হবে যদি কোনো বিশেষজ্ঞের সকল সিদ্ধান্ত নির্ভুল মনে করে মেনে নেওয়া হয়। কারণ, নির্ভুলতা শুধু মহান আল্লাহর গুণ। আর কুফরী হবে যদি নিজে ইসলামের কিছুই জানি না বলে বিশেষজ্ঞদের মতামত মেনে নেওয়া হয়। কারণ, যার Common sense আছে সে ইসলামের অনেক কিছু জানে। তাই আমি ইসলামের কিছুই জানি না বললে আল্লাহর দেওয়া একটি বড়ো নিয়ামতকে অস্বীকার করা হয়। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'অন্ধ অনুসরণ কুফরী বা শিরক নয় কি?'** (গবেষণা সিরিজ-২১) নামক বইটিতে।

হাদীস

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أَحْمَد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ..... عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَقَدْ جَلَسْتُ أَنَا وَأَخِي مَجْلِسًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ أَقْبَلْتُ أَنَا وَأَخِي وَإِذَا مَشْيَخَةٌ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ جُلُوسٌ عِنْدَ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ فَجَلَسْنَا حَجْرَةً إِذْ ذَكَرُوا آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ فَتَمَارَوْا فِيهَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ يَرْمِيهِمْ بِالتُّرَابِ وَيَقُولُ مَهْلًا يَا قَوْمِ بِهَذَا أُهْلِكَتِ الْأُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ وَضَرْبِهِمُ الْكُتُبَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আনাস ইবন ইয়ায রহ. থেকে শুনে 'আল মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন– আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস রা. বলেন– আমি ও আমার ভাই এক মজলিশে বসলাম, আর সে জায়গাটি লাল পিঁপড়ে থাকার কারণে আমি তা পছন্দ করলাম না, তাই সামনে অগ্রসর হলাম। এমনকি বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদের নিকটবর্তী হয়ে গেলাম যারা রসুলুল্লাহ স.-এর ঘরের দরজার একটি দরজার সামনে বসেছিল।

আর আমরা তাঁদের থেকে পৃথক হওয়াকে অপছন্দ করলাম, অতঃপর তাঁদের মাঝে একটি পাথরের ওপর বসলাম। তাঁরা কুরআনের একটি আয়াত বলছিল অতঃপর সেটি নিয়ে বিতর্ক করছিল, এমনকি তাঁদের আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল। অতঃপর রসুলুল্লাহ স. রাগান্বিত অবস্থায় বের হলেন, আর তাঁর মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে গেল, তিনি তাদের প্রতি মাটি ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন– আরে হে সম্প্রদায়! তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের কওম তাদের কিতাব নিয়ে এ ধরনের বিতর্ক করার কারণেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তারা কিতাবের একটি অংশ দিয়ে অন্য অংশকে রহিত করেছিল। নিশ্চয় এ কুরআনের এক অংশ অন্য অংশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন/রহিত করার জন্য নাযিল করা হয়নি। বরং একাংশ অপর অংশের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য নাযিল করা হয়েছে। **তাই এতে (কুরআন) থাকা যে সকল বিষয় তোমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় (আকল/Common sense/বিবেক দিয়ে বুঝতে পারো) তার ওপর 'আমল করো। আর যা তোমাদের আকল/Common sense/বিবেকের বাইরে, তা ঐ বিষয়ে যারা (বিশেষজ্ঞ) জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দাও।**

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৬৭০২।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশে রসুল স. বলেছেন– কুরআনের যে সকল বক্তব্য মু'মিনরা নিজেদের Common sense দিয়ে বুঝতে পারে তার ওপর 'আমল করতে। আর যা তাদের Common sense-এর বুঝের বাইরে তা ঐ বিষয়ে যারা বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দিতে তথা তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে তা জেনে নিতে।

কুরআন ও হাদীসের উল্লিখিত তথ্যগুলো থেকে মুসলিমদের সামগ্রিক শিক্ষা হলো–

১. ইসলামী সমাজে কুরআনের সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী থাকবে বা থাকতে হবে।
২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে ইসলামের প্রতিটি বিষয় জানার চেষ্টা সকল মুসলিমকে করতে হবে।
৩. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারলে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের (মনীষী/আকাবের) থেকে সেটি জেনে নিতে হবে বা তাদের লেখা বই পড়ে তা জানতে হবে।

৪. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা একটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারলে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের থেকে সেটি জানা বা তাদের লেখা বই পড়ার প্রয়োজন নেই।

৫. বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত (ইজমা বা কিয়াস) যাচাই করার বিষয়টি ঘটবে শেষে।

৬. ইজমা বা কিয়াস উৎস নয়। ইজমা বা কিয়াস হলো রেফারেন্স।

এ পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও প্রকৃত সহীহ হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাই এখানে কিয়াস ও ইজমার সুযোগ নেই।

কুরআনের আরবী আয়াত সর্বদা অপরিবর্তিত থাকবে,
কিন্তু কিছু কিছু অর্থ ও ব্যাখ্যা
যুগের জ্ঞানের আলোকে উন্নত হবে।

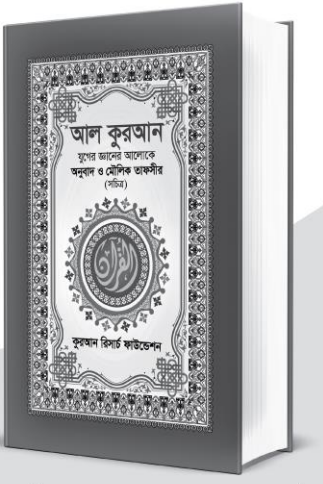

আল কুরআন
যুগের জ্ঞানের আলোকে
অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর
(সচিত্র)

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

মূল বিষয়

বিশ্বের মানুষের কাছে যদি জানতে চাওয়া হয় বর্তমান বিশ্বের অবস্থা সম্পর্কে নিম্নের ৪টি তথ্যের কোনটি সঠিক?

১. শান্তি বিরাজ করছে
২. অশান্তি বিরাজ করছে
৩. মহা অশান্তি বিরাজ করছে
৪. অন্যকিছু

এটি নিশ্চিত যে– যাদের বর্তমান পৃথিবী সম্পর্কে কিছু ধারণা আছে তারা সকলে উত্তর দেবে ৩ বা ২ নম্বরটি। আর ইন্টারনেটের এ যুগে পৃথিবীতে কোথায় কী ঘটছে তা জানা সহজ এক বিষয়।

এ মহা অশান্তি থেকে বিশ্ববাসীকে মুক্ত করতে হলে বিশ্বের মানুষকে প্রথমে এটির মূল কারণ, কে/কারা, কোথায় এবং কীভাবে এটি ঘটিয়েছে তা জানতে হবে। এরপর এটির প্রতিকারের জন্য বিজ্ঞানসম্মত পদক্ষেপ নিতে হবে। বইটি এ বিষয়ে মানবসভ্যতাকে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা দেবে ইনশাআল্লাহ।

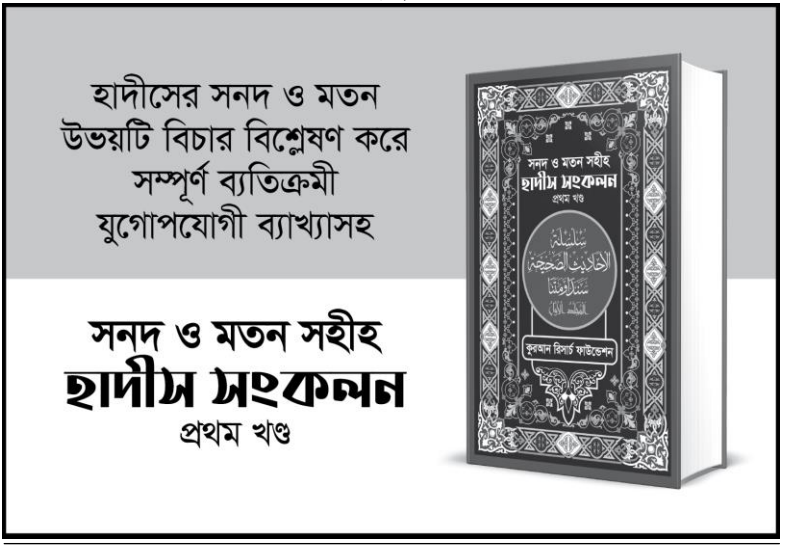

যেসব দলিলের ভিত্তিতে আলোচ্য বিষয়টি উপস্থাপন করা হবে

নিম্নোক্ত দলিল তথা তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে আমরা বইয়ের আলোচ্য বিষয়টি জানা-বোঝার চেষ্টা করবো–

১. ইতিহাস
২. একটি উদাহরণ
৩. আল কুরআন
৪. হাদীস
৫. দুই ব্যক্তির বক্তব্য
৬. দুটি বইয়ের তথ্য
৭. একটি পত্রিকার তথ্য

বিশ্বমানবতা ও মুসলিম জাতির বর্তমান চরম অশান্তির মূল কারণ সম্পর্কে ইতিহাসের দলিল

আজ থেকে ৫০০-৭০০ বছর আগে মুসলিম জাতি জীবনের সকল দিকে পৃথিবীর অন্য সকল জাতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল। বর্তমানে মুসলিমরা জীবনের সকল দিকে পৃথিবীর অন্য সকল জাতির চেয়ে অবিশ্বাস্যরকমভাবে পিছিয়ে পড়েছে। এটি বাস্তব সত্য। কারো পক্ষে এটি অস্বীকার করার উপায় নেই। অর্থাৎ মুসলিম জাতি আজ চরমভাবে অধঃপতিত। এখন যদি প্রশ্ন করা হয়, একটি জাতিকে চরমভাবে অধঃপতিত করার সর্বাধিক ফলপ্রসূ পদ্ধতি নিম্নের ৪টির মধ্যে কোনটি?

১. সামরিক শক্তি প্রয়োগ করা
২. মূলশিক্ষায় ভুল ঢুকিয়ে দেওয়া
৩. ছোটোখাটো শিক্ষায় ভুল ঢুকিয়ে দেওয়া
৪. অন্যকিছু

আমি নিশ্চিত যে আপনারা সবাই এক বাক্যে বলবেন– দ্বিতীয়টি।

এখন যদি প্রশ্ন করা হয়, মুসলিম জাতির বর্তমান চরম অধঃপতনের মূল কারণ নিম্নের ৪টির মধ্যে কোনটি?

১. মূলশিক্ষায় ভুল ঢুকে যাওয়া
২. শক্তিপ্রয়োগ
৩. ছোটোখাটো শিক্ষায় ভুল ঢুকে যাওয়া
৪. অন্যকিছু

পৃথিবীর Common sense থাকা সকল মানুষই এ প্রশ্নের উত্তর প্রথমটিই দেবেন।

আবার যদি বলা হয়, **কমপক্ষে** শতকরা কয়জনের মূলশিক্ষায় ভুল ঢোকার কারণে মুসলিম জাতির এ চরম অধঃপতন ঘটেছে প্রশ্নের উত্তর নিম্নের ৪টির মধ্যে কোনটি হবে?

১. ২৫ জন
২. ৫১ জন
৩. ৯৯ জন
৪. অন্যকিছু

উত্তর দ্বিতীয়টি। কারণ, এ সংখ্যা যদি অর্ধেকের কম হতো তখন বেশির ভাগ মুসলিম সঠিক জ্ঞান ও আমলের ওপর থাকায় তারা মুসলিমদের যথাস্থানে ধরে রাখতে পারতো। দুঃখজনক বাস্তবতা হলো– এ সংখ্যা অনেক ক্ষেত্রে প্রায় একশত ভাগ।

এরপর যদি প্রশ্ন করা হয়, কুরআন অবিকৃত থাকা সত্ত্বেও ইসলামের মূলশিক্ষায় ভুল ঢুকে যাওয়ার কারণ নিম্নের ৪টির মধ্যে কোনটি হবে?

১. কুরআন বুঝতে পারার মতো একজন মুসলিমও পৃথিবীতে না থাকা
২. পুরো কুরআন কোনো মুসলিম পড়েনি
৩. কুরআনের অনেক মূল তথ্য সকল মুসলিম ভুলে গেছে
৪. গভীর ষড়যন্ত্র করে কুরআনের প্রকৃত শিক্ষা থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে

নিশ্চয় সবাই বলবে চতুর্থটি।
কারণ, কুরআন বুঝতে পারার মতো কোনো ব্যক্তি মুসলিম বিশ্বে নেই বা পুরো কুরআন কোনো মুসলিম পড়েনি অথবা পুরো কুরআন সকল মুসলিম ভুলে গেছে, এর কোনটিই হতে পারে না।

এরপর যদি বলা হয়, এ ষড়যন্ত্রে কে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রশ্নটির উত্তর নিম্নের ৪টির মধ্যে কোনটি হবে?

১. মুসলিম জাতি
২. বিশ্বমানবতা
৩. কোনোটি সঠিক নয়
৪. বলা কঠিন

উত্তরটি বিশ্বমানবতা। কারণ, কুরআন বিশ্ববাসীর কিতাব। শুধু মুসলিমদের কিতাব নয়। বর্তমানে সারা বিশ্বে অশান্তি, অবিচার, সন্ত্রাস, মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ড, বৈষম্য, দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, AIDS ইত্যাদি ব্যাপকভাবে বিদ্যমান থাকার মূল কারণ হলো– এক গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মানবজীবন সম্পর্কিত নির্ভুল জ্ঞান তথা কুরআনের জ্ঞান থেকে মুসলিম জাতি ও বিশ্বমানবতাকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

বর্তমান প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হলো ঐ গভীর ষড়যন্ত্রটি কী এবং কীভাবে সে ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করা হয়েছে তা মুসলিম জাতি ও বিশ্বমানবতার সামনে তুলে ধরা। এটি জানতে পারলে মুসলিম জাতি ও বিশ্বমানবতার পক্ষে ঐ ষড়যন্ত্রের প্রতিটি স্তর মোকাবিলা করার পদ্ধতি বের করা সম্ভব হবে। আর সঠিকভাবে সে পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারলে মুসলিম বিশ্বসহ সারা বিশ্বে আবার প্রকৃত শান্তি, সমৃদ্ধি ও প্রগতি ফিরে আসবে।

মুসলিমদের হারিয়ে যাওয়া **মৌলিক শতবার্তা**

মুসলিম জাতির হারিয়ে যাওয়া
জীবন ঘনিষ্ঠ মৌলিক একশত বার্তা
ও **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**-এর
গবেষণা সিরিজগুলোর
মূল শিক্ষাসমূহ সংক্ষেপে ও সহজে
উপস্থাপিত হয়েছে এ বইয়ে।

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

কুরআনের শিক্ষা থেকে দূরে সরানোর ষড়যন্ত্রের গভীরতার একটি উদাহরণ

চলুন এখন একটি উদাহরণ জানা যাক যা থেকে ষড়যন্ত্রটি কত গভীর তা অতি সহজে বোঝা যাবে–

'আকিমুস সালাত' কথাটির ব্যাখ্যা

আমরা এখন 'আকিমুস সালাত' কথাটির ব্যাখ্যা জানবো। আর এটি জানতে পারলে সহজে বোঝা যাবে মুসলিম জাতির মূলশিক্ষায় ভুল ঢোকানোর ষড়যন্ত্র কত গভীর। বিষয়টি এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হবে। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?' (গবেষণা সিরিজ-৩) নামক বইটিতে।

মহান আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস তথা কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense (বিবেক/আকল)-এর তথ্যের ভিত্তিতে আমরা বিষয়টি জানার চেষ্টা করবো।

আকিমুস সালাতের অর্থ হলো– সালাত প্রতিষ্ঠা করো।

'আকিমুস সালাত' কথাটির প্রচলিত ব্যাখ্যা

কথাটির প্রচলিত ব্যাখ্যা হলো– সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন (আরকান-আহকাম) মেনে নিজে নিষ্ঠার সাথে আদায় করা এবং সমাজের সবাই যেন সালাতের অনুষ্ঠান সুন্দরভাবে আদায় করতে পারে তার ব্যবস্থা করা।

বিস্ময়কর বিষয় হলো– বর্তমান বিশ্বের প্রায় শতভাগ মুসলিম 'আকিমুস সালাত' কথাটির এ ব্যাখ্যা বিশ্বাস করে ও মানে। কিন্তু ব্যাখ্যাটি সঠিক নয়।

'আকিমুস সালাত' কথাটির প্রকৃত ব্যাখ্যা

আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস কুরআন, সুন্নাহ (হাদীস) ও Common sense-এর তথ্যের ভিত্তিতে বিষয়টি জানার চেষ্টা করবো।

Common sense

যদি বলা হয়– মেডিকেল কলেজ বা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করার ব্যাখ্যা নিম্নের ২টির মধ্যে কোনটি হবে?

১. সুন্দর বিল্ডিং বানিয়ে মেডিকেল কলেজ বা মাদরাসার অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে পালন করার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

২. মেডিকেল কলেজ বা মাদরাসার অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে, প্রতিটি অনুষ্ঠান থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠা করা।

Common sense জাগ্রত থাকা সকলের উত্তর হবে দ্বিতীয়টি।

এখন যদি বলা হয়, তাহলে সালাত প্রতিষ্ঠা করার ব্যাখ্যা নিম্নের ২টির মধ্যে কোনটি হবে?

১. সুন্দর বিল্ডিং (মসজিদ) বানিয়ে সালাত আদায়ের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

২. সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে, প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠা করা।

Common sense জাগ্রত থাকা সকলের উত্তর হবে দ্বিতীয়টি।

আল কুরআন

তথ্য-১

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ.

আর তুমি সালাত প্রতিষ্ঠা করো দিনের দুই প্রান্তে ও রাতের প্রথমাংশে। অবশ্যই (সালাতসহ) সকল নেক আমল মন্দকাজগুলোকে দূর করে। এটি (সালাত) স্মরণ রাখার অতি বড়ো ব্যবস্থা, যারা স্মরণ রাখতে চায় তাদের জন্য।

(সুরা হুদ/১১ : ১১৪)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'আর তুমি সালাত প্রতিষ্ঠা করো দিনের দুই প্রান্তে ও রাতের প্রথমাংশে' অংশের ব্যাখ্যা– এ অংশটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কুরআনের শিক্ষা স্মরণ রাখা এবং সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্য নিয়ে দিনের দুই প্রান্তে ও রাতের প্রথমাংশে সালাত আদায় করতে হবে।

'অবশ্যই (সালাতসহ) সকল নেক আমল মন্দকাজগুলোকে দূর করে' অংশের ব্যাখ্যা– সালাতসহ সকল আনুষ্ঠানিক ইবাদাতের সাধারণ উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তি ও সমাজজীবন থেকে অন্যায় ও অশ্লীল কাজ দূর করা।

'এটি (সালাত) স্মরণ রাখার অতি বড়ো ব্যবস্থা, যারা স্মরণ রাখতে চায় তাদের জন্য' অংশের ব্যাখ্যা– সালাত দুইভাবে মানুষকে কুরআনের শিক্ষা স্মরণ রাখতে সহায়তা করে–

১. সালাতে পঠিত কুরআন, তাসবীহ ও দোয়া শিক্ষার মাধ্যমে তাত্ত্বিকভাবে (Theoretically)। সালাতে কুরআন তিলাওয়াত বাধ্যতামূলক (ফরজ)।
২. সালাতের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের শিক্ষার মাধ্যমে ব্যাবহারিকভাবে (Practically)।

তথ্য-২

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ .

(সালাতের আগে ওজু বা গোসল করার নির্দেশ দেওয়ার মাধ্যমে) আল্লাহ তোমাদের কষ্ট দিতে চান না। বরং তিনি তোমাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে চান (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার নীতিমালা শিক্ষা দিতে চান) ও তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পরিপূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা (আদেশটি মানার পর এর উপকারিতা দেখে আমার) শোকর আদায় করো। (সুরা আল মায়িদা/৫ : ৬)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির এ অংশের প্রথমে আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন– সালাতের আগে ওজু, গোসল (এবং কুরআনের অন্য স্থানের আদেশের মাধ্যমে কাপড় ও জায়গা তথা পরিবেশ) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার শর্ত আরোপের পেছনে মানুষকে কষ্ট দেওয়া তাঁর উদ্দেশ্য নয়। অতঃপর আল্লাহ তাঁর এ আদেশের উদ্দেশ্যটি জানিয়ে দিয়েছেন। সেটি হলো মানুষকে তার শরীর, পোশাক ও পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার নীতিমালা শিক্ষা দেওয়া। সে নীতিমালা হচ্ছে শরীরের উন্মুক্ত জায়গাগুলো প্রত্যেক দিন কয়েকবার পানি দিয়ে ধুয়ে-মুছে এবং পুরো শরীর, পোশাক-পরিচ্ছদ ও পরিবেশ প্রতিদিন বা কয়েক দিন পর পর ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করা বা পরিষ্কার রাখা।

তথ্য-৩

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ۖ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ.

(সালাতে শুধু) মুখ পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে ফেরানোতে কোনো কল্যাণ (সওয়াব) নেই। বরং সওয়াবের কাজ সে করে– যে আল্লাহ, আখিরাতের

দিন, ফেরেশতাগণ, (আসমানি) কিতাব ও নবীদের প্রতি ঈমান আনে এবং আল্লাহর ভালোবাসায় নিজ ধন-সম্পদ আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকিন, মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থী ও আটকানো ঘাড় (যেকোনো ধরনের দাসত্বের শৃঙ্খল) মুক্তির জন্য দান করে, আর সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয়, অঙ্গীকার করলে তা পূর্ণ করে। বিপদ-আপদ, অভাব-অনটন ও যুদ্ধের সময়ে ধৈর্যধারণ করে। তারাই সত্যবাদী। আর তারাই হলো আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তি।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৭৭)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির সালাত সম্পর্কিত বক্তব্য হলো– সালাতের সময় মুখ পূর্ব বা পশ্চিম দিকে করা তথা সালাতের অনুষ্ঠান করায় কোনো সওয়াব নেই। সওয়াব আছে সালাত প্রতিষ্ঠা করায়। তাই, আয়াতটির ভিত্তিতে সহজে বলা যায় যে– 'সালাতের অনুষ্ঠান করা' এবং 'সালাত প্রতিষ্ঠা করা' বিষয় দুটির মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য আছে।

১ ও ২নং তথ্যের আয়াত দুটি থেকে জানা গেছে যে– সালাতের প্রতিটি অনুষ্ঠান থেকে সালাত আদায়কারীকে কিছু না কিছু শিক্ষা দিতে চাওয়া হয়েছে। তাই, ১ ও ২নং তথ্যের আয়াত দুটির বক্তব্যের সাথে ৩নং তথ্যের আয়াতটির বক্তব্য মিলালে সহজেই বলা যায়– সালাত কায়েম করার অর্থ হবে সালাতের অনুষ্ঠান নিষ্ঠার সাথে পালন করে প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা বাস্তবে (ব্যক্তি ও সমাজজীবনে) কায়েম/প্রতিষ্ঠা করা।

তথ্য-৪

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ. الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَوٰتِهِمْ سَاهُوْنَ. الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ. وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ.

অতঃপর দুর্ভোগ (ওয়াইল নামক জাহান্নাম) সেই সালাত আদায়কারীদের জন্য। যারা তাদের সালাতের (সময়, নিষ্ঠা, একাগ্রতা ইত্যাদি) বিষয়ে উদাসীন। যারা লোক দেখানো কাজ করে। আর পাতিলের ঢাকনি (ছোটোখাটো জিনিস) মানুষকে দেওয়া থেকে বিরত থাকে।

(সুরা আল মাউন/১০৭ : ৪-৬)

ব্যাখ্যা : এ ৪টি আয়াত থেকে জানা যায়, যে সালাত আদায়কারীদের নিম্নের তিনটি দোষ থাকবে তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম অর্থাৎ তাদের সালাত কবুল হবে না–

১. সালাতসহ যেকোনো আমলের সময়, নিষ্ঠা, একাগ্রতা ইত্যাদি বিষয়ে উদাসীন থাকা।

২. মানুষকে দেখানোর জন্য কাজ করা।
৩. ছোটোখাটো জিনিসও মানুষকে দান করা থেকে বিরত থাকা তথা কৃপণ হওয়া।

প্রশ্ন হলো– কী কারণে এ তিনটি দোষ থাকা সালাত আদায়কারীদের সালাত কবুল হবে না এবং তাদেরকে জাহান্নামে যেতে হবে?

এ প্রশ্নের উত্তর হলো– উল্লিখিত ৩টি বিষয় সালাতের অনুষ্ঠান ও পঠিত কুরআনের শিক্ষা। আয়াতে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ সালাতের অনুষ্ঠান পালন করেছে কিন্তু অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নেয়নি। ফলে তারা সে শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারেনি। অর্থাৎ তারা সালাত প্রতিষ্ঠা করেনি। তাই, তাদের সালাত কবুল হয়নি এবং তাদেরকে জাহান্নামে যেতে হয়েছে।

সম্মিলিত শিক্ষা : এ চারটি আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, সালাত প্রতিষ্ঠা করার অর্থ হলো– সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজজীবনে কায়েম/প্রতিষ্ঠা করা।

আল হাদীস

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْأَحْمَد... ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلَانَةَ تَذْكُرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلَاتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ هِيَ فِي النَّارِ. قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّ فُلَانَةَ تَذْكُرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلَاتِهَا وَأَنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْأَثْوَارِ مِنَ الْأَقِطِ وَلَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ هِيَ فِي الْجَنَّةِ.

আবু হুরাইরা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদুল্লাহ রহ. থেকে শুনে 'আল-মুসনাদ' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে– আবু হুরায়রা রা. বলেন– জনৈক ব্যক্তি বললো, ইয়া রসুলাল্লাহ স.! অমুক মহিলা সালাত, সিয়াম ও যাকাতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, তবে সে নিজ মুখ দিয়ে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। তিনি বললেন, সে জাহান্নামী। লোকটি আবার বললো– ইয়া রসুলাল্লাহ স.! অমুক মহিলা সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে যে, সে কম সিয়াম রাখে, সাদকা কম করে এবং সালাতও কম পড়ে। তার দানের পরিমাণ হলো পনিরের টুকরা বিশেষ। কিন্তু সে নিজ মুখ দিয়ে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না। তিনি (রসুল স.) বললেন, সে জান্নাতী।

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৯৯২৬।
- হাদীসটির সনদ হাসান সহীহ। মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে উল্লিখিত প্রথম মহিলা প্রচুর সালাত আদায় করেছে কিন্তু প্রতিবেশীকে মুখ দিয়ে কষ্ট দেওয়ার কারণে তাকে জাহান্নামে যেতে হবে। আর দ্বিতীয় মহিলা কম (নফল) সালাত আদায় করেছে কিন্তু প্রতিবেশীকে মুখ দিয়ে কষ্ট না দেওয়ার কারণে সে জান্নাত পাবে। কী কারণে এ দুই মহিলার ঠিকানার ব্যাপক পার্থক্য হলো সেটি এক বিরাট প্রশ্ন, তাই না?

এ প্রশ্নের উত্তর হলো– 'প্রতিবেশী তথা মানুষকে মুখ দিয়ে কষ্ট না দেওয়া' সালাতের পঠিত বিষয়ের (কুরআন) একটি শিক্ষা। প্রথম মহিলা প্রচুর সালাত পড়ার পরও প্রতিবেশীকে মুখ দিয়ে কষ্ট দিয়েছে। এ থেকে বোঝা যায়, সে প্রচুর সালাত আদায় করেও সালাতের এ শিক্ষাটি নেয়নি। তাই সে ঐ শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ করতেও পারেনি। অর্থাৎ সে শুধু সালাতের অনুষ্ঠান করেছে। অনুষ্ঠান থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা বাস্তবে কায়েম করেনি তথা সালাত কায়েম (প্রতিষ্ঠা) করেনি। এ কারণে তার সালাত কবুল হয়নি এবং তাকে জাহান্নামে যেতে হবে।

অন্যদিকে হাদীসে উল্লিখিত দ্বিতীয় মহিলা নফল সালাত কম পড়লেও প্রতিবেশীকে মুখ দিয়ে কষ্ট দেয়নি। এ থেকে বোঝা যায় সে সালাত কম আদায় করলেও তা থেকে শিক্ষা নিয়েছে এবং সে শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ করেছে। অর্থাৎ সে সালাত কায়েম (প্রতিষ্ঠা) করেছে। এ কারণে তার সালাত কবুল হয়েছে এবং সে জান্নাত পেয়েছে।

তাই এ হাদীসটির আলোকে বলা যায়, 'সালাত কায়েম (প্রতিষ্ঠা) করা' বাক্যটির অর্থ হবে, সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠা করা। এ ধরনের আরও হাদীস হাদীসের গ্রন্থসমূহে আছে।

এখন যদি জানতে চাওয়া হয়– কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর উল্লিখিত তথ্যসমূহ সামনে থাকলে সালাত প্রতিষ্ঠা (কায়েম) করার প্রকৃত ব্যাখ্যার (সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে, পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠা করা) ব্যাপারে কোনটি সঠিক?

১. বোঝা কঠিন
২. বোঝা সহজ

৩. বোঝা খুব সহজ
৪. অন্যকিছু

পৃথিবীর Common sense থাকা সবাই উত্তর দেবে ২ বা ৩ নম্বরটি।

আবার যদি জিজ্ঞাসা করা হয়– যে বিষয় কুরআন, হাদীস ও Common sense সমর্থন করে সেটি নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা নিম্নের ৪টির কোনটি?

১. প্রায় শতভাগ
২. সম্ভাবনা নেই
৩. শতভাগ
৪. অন্যকিছু

পৃথিবীর Common sense থাকা সকল মানুষই উত্তর দেবে ৩ নম্বরটি।

এরপর যদি জানতে চাওয়া হয়– হাড়ির ভাতের সিদ্ধ হওয়ার অবস্থা জানতে পারার জন্য নিম্নের ৪টির কোনটি সঠিক?

১. সকল ভাত টিপতে হবে
২. একটি টিপাই যথেষ্ট
৩. কোনোটি সঠিক নয়
৪. অন্যকিছু

পৃথিবীর Common sense থাকা সকল মানুষই উত্তর দেবে ২ নম্বরটি।

এখন যদি বলা হয়– 'সালাত কায়েম (প্রতিষ্ঠা) করা ধরনের মৌলিক জ্ঞানে ভুল থাকতে পারলে কেমন সংখ্যক অন্য মৌলিক জ্ঞানে ভুল আছে?' প্রশ্নের উত্তর নিম্নের ৪টির কোনটি সঠিক?

১. দুই-চারটি
২. অধিকাংশ
৩. প্রায় সব
৪. বলা কঠিন

পৃথিবীর Common sense থাকা সকল মানুষই উত্তর দেবে ২ বা ৩ নম্বরটি।

এ পর্যায়ে এসে তাই নিশ্চিতভাবে বলা যায়– বর্তমান মুসলিম জাতির মৌলিক শিক্ষায় ব্যাপক ভুল আছে।

বিশ্বমানবতার মূলশিক্ষায় ভুল ঢোকানোর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আল কুরআনের তথ্য

বিশ্বমানবতার মূলশিক্ষায় ভুল ঢোকানোর ষড়যন্ত্রের বিষয়টি আল কুরআন দুইভাবে মানুষকে জানিয়েছে–

১. তাত্ত্বিক
২. জীবন্তিকা

আমরা এখন আল কুরআনের সে দুই ধরনের উপস্থাপনা জানার চেষ্টা করবো–

বিশ্বমানবতার মূলশিক্ষায় ভুল ঢোকানোর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আল কুরআনের তাত্ত্বিক উপস্থাপনা

يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا ۗ .

হে আদম সন্তান! শয়তান যেন তোমাদের প্রতারিত না করে যেভাবে সে তোমাদের (আদি) পিতা-মাতাকে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করেছিল, সে তাদের পোশাক খুলে উলঙ্গ করে ফেলেছিল।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ২৭)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'হে আদম সন্তান! শয়তান যেন তোমাদের প্রতারিত না করে' অংশের ব্যাখ্যা– শয়তান মনের বিতর্কে তথ্যসন্ত্রাসের মাধ্যমে প্রতারিত করে তোমাদের আদি পিতা-মাতার জ্ঞানের পোশাক খুলে উলঙ্গ করে দিয়েছিল। এ কারণে তাঁদেরকে জান্নাত থেকে বের হয়ে আসতে হয়েছিল।

'সে তাদের পোশাক খুলে উলঙ্গ করে ফেলেছিল' অংশের ব্যাখ্যা যা হবে না– অংশটির ব্যাখ্যা শয়তান আদম ও হাওয়া আ.-এর শরীরের পোশাক খুলে উলঙ্গ করে ফেলেছিল হবে না।

এর কারণ–

কারণ-১

শয়তানকে মানুষের শরীরের পোশাক খুলে উলঙ্গ করা বা শক্তি প্রয়োগ করে বিপথে নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। শয়তানকে শুধু মনের বিতর্কে তথ্যসন্ত্রাসের মাধ্যমে মানুষকে বিপথে নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

কারণ-২

ভুল বা অন্যায়ের শাস্তি হিসেবে শরীরের পোশাক খুলে উলঙ্গ করার কোনো বিধান ইসলামে নেই।

কারণ-৩

কুরআন নিম্নের বক্তব্যের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছে যে, আদম ও হাওয়া আ. জান্নাতে উলঙ্গ থাকবে/হবে না-

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ.

নিশ্চয় তুমি সেখানে ক্ষুধার্ত ও বিবস্ত্র/উলঙ্গ হবে না। আর নিশ্চয় সেখানে তুমি পিপাসার্ত হবে না এবং রোদে ক্লান্তও হবে না।

(সুরা ত্ব-হা/২০ : ১১৮, ১১৯)

কারণ-৪

আয়াতটির আগের আয়াতে (২৬নং আয়াত) মহান আল্লাহ জ্ঞানের পোশাকের বিষয়টি অবতারণা করেছেন এভাবে–

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ.

হে বনী আদম! আমরা তোমাদের জন্য পোশাক (তৈরির সামগ্রী) অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমরা লজ্জাস্থানকে ঢাকতে পারো এবং (এটি) সৌন্দর্যবর্ধক একটি বিষয়। আর তাকওয়ার পোশাক অধিক উত্তম। এটি আল্লাহর একটি নিদর্শন যেন তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। (সুরা আল আ'রাফ/৭ : ২৭)

ব্যাখ্যা : তাকওয়ার পোশাক হলো আল্লাহ সচেতনতার পোশাক। অর্থাৎ কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক/Common sense/আকলের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানের পোশাক।

কারণ-৫

বিতর্কে সালাম কালামকে উলঙ্গ করে ফেলেছে প্রবাদ বাক্যটির অর্থ হলো– বিতর্কে সালাম কালামকে শোচনীয়/লজ্জাকরভাবে হারিয়ে দিয়েছে। এ তথ্যটি পৃথিবীর সকল দেশের মানুষ জানে প্রবাদ বাক্যের মাধ্যমে।

তাই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা হবে–

তথ্যসন্ত্রাসের মাধ্যমে ইবলিস তাদের জ্ঞানের পোশাক খুলে উলঙ্গ করে চরমভাবে লজ্জা দিয়েছিল। আর এ কারণে তাঁদেরকে জান্নাত থেকে বের হয়ে আসতে হয়েছিল।

আয়াতটির সার্বিক শিক্ষা : মহান আল্লাহ আয়াতটিতে রূহের জগতে আল্লাহর আরশ ও জান্নাতে মঞ্চায়িত জীবন্তিকার উদ্ধৃতি দিয়ে তাত্ত্বিকভাবে ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে মানবসভ্যতাকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে– ইবলিস শয়তান তাদের আদি পিতা-মাতাকে (আদম ও হাওয়া আ.) মনের বিতর্কে তথ্যসন্ত্রাসের মাধ্যমে তাঁর কথার সরাসরি বিপরীত ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়ে জান্নাত থেকে নামিয়ে দিয়েছিল। একইভাবে ইবলিস যেন মনের বিতর্কে তথ্যসন্ত্রাসের মাধ্যমে প্রতারণা করে তাঁর প্রেরিত কিতাবের সরাসরি বিপরীত ব্যাখ্যা করে তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বঞ্চিত না করে।

বিশ্বমানবতার মূলশিক্ষায় ভুল ঢোকানোর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আল কুরআনের জীবন্তিকা

মানবজাতির দুনিয়ার জীবনের অনেক মৌলিক বিষয়, মূল ষড়যন্ত্র এবং তা থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়ের তথ্যসমৃদ্ধ মঞ্চায়িত চমৎকার এক জীবন্তিকা আসমানি গ্রন্থসমূহে আছে। জীবন্তিকাটি মঞ্চায়িত হয়েছে আল্লাহর শাহী দরবারে মানুষকে দুনিয়ায় পাঠানোর আগে। জীবন্তিকাটির সংলাপের মাধ্যমে যে তথ্যগুলো জানানো হয়েছে সেগুলো মানবসভ্যতার দুনিয়ার জীবনের ঘটনা-দুর্ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী বলা যায়। আসমানি গ্রন্থের শেষ সংস্করণ আল কুরআনে সে জীবন্তিকা নির্ভুলভাবে আছে। সহজে বোঝানোর জন্য তথ্যগুলো জীবন্তিকার সংলাপ আকারে মঞ্চায়ন করে উপস্থাপন করা হয়েছে।

জীবন্তিকাটির বিভিন্ন দিক সম্পর্কিত তথ্য

রচয়িতা : মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা ও রাজাধিরাজ আল্লাহ তা'য়ালা।

রচনা ও মঞ্চায়নের সময়কাল : মানুষকে পৃথিবীতে পাঠানোর আগে।

মঞ্চায়ন স্থান : আল্লাহ তা'য়ালার শাহী দরবার এবং জান্নাত।

জীবন্তিকাটিতে যারা ভূমিকা রেখেছেন :

১. আল্লাহ তা'য়ালা– মূল ভূমিকা
২. মানবজাতির পিতা– প্রথম মানুষ ও নবী আদম আ.
৩. মানবজাতির মাতা– হাওয়া আ.
৪. সকল মানবরূহ

৫. ফেরেশতাকুল
৬. সবচেয়ে বেশি ইবাদাতকারী জ্বিন
৭. মানবজাতির শত্রু (ষড়যন্ত্রকারী)– ইবলিস শয়তান।

জীবন্তিকাটিতে থাকা বিশ্বমানবতার মূলশিক্ষায় ভুল ঢোকানোর ষড়যন্ত্র সম্পর্কিত সংলাপসমূহ

সংলাপ-১ : আল্লাহ তা'য়ালার কথা

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ.

আর যখন আমরা ফেরেশতাদের বললাম, তোমরা আদমকে সম্মান দেখাও (সিজদা করো), তখন ইবলিস ছাড়া সবাই সম্মান দেখালো। সে অহংকার করলো ও অমান্য করলো। আর (এভাবে) সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। (সুরা আল বাকারা/২ : ৩৪)

সংলাপ-২ : আল্লাহ তা'য়ালার জিজ্ঞাসা

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ.

(আল্লাহ) বললেন– হে ইবলিস! তোর কী হলো যে তুই সিজদাকারীদের সঙ্গী হলি না? (সুরা আল হিজর/১৫ : ৩২)

সংলাপ-৩ : ইবলিসের উত্তর

قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ.

সে (ইবলিস) বললো, গলিত কাদামাটির শুকনো খণ্ড (খণ্ডের মূল উপাদান) থেকে যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, আমি তাকে সিজদা করতে পারি না।
(সুরা আল হিজর/১৫ : ৩৩)

সংলাপ-৪ : আল্লাহ তা'য়ালার অভিশাপ ও নির্দেশ

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ.

তিনি (আল্লাহ) বললেন– তবে তুই এখান থেকে বের হয়ে যা (বিতাড়িত), নিশ্চয় তুই অভিশপ্ত। আর নিশ্চয় তোর প্রতি অভিশাপ (শাস্তি) শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত (চিরকাল)। (সুরা আল হিজর/১৫ : ৩৪-৩৫)

সংলাপ-৫ : ইবলিসের চাওয়া

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ.

সে (ইবলিস) বললো– হে আমার রব! আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। (সুরা আল হিজর/১৫ : ৩৬)

সংলাপ-৬ : আল্লাহ তা'য়ালার অনুমোদন

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ. إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ.

তিনি (আল্লাহ তা'য়ালা) বললেন– তুই অবকাশ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। নির্ধারিত সময়ের দিন পর্যন্ত। (সুরা আল হিজর/১৫ : ৩৭, ৩৮)

সংলাপ-৭ : ইবলিসের কথা

قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ.

সে (ইবলিস) বললো– আপনি যেহেতু আমাকে বিপথগামী করলেন সেজন্য আমিও নিশ্চয় আপনার দেওয়া স্থায়ী পথে তাদের জন্য ওত পেতে থাকবো। (সুরা আল আ'রাফ/৭ : ১৬)

সংলাপ-৮ : ইবলিসের কথা

ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ.

অতঃপর আমি নিশ্চয় তাদের কাছে আসবো তাদের সামনের ও পেছনের দিক এবং ডান ও বাম দিক থেকে। (সুরা আল আ'রাফ/৭ : ১৭)

সংলাপ-৯ : আল্লাহ তা'য়ালার কথা

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ.

আর আমরা বললাম– হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করো এবং সেখানে যা তোমাদের মন চায় তা তৃপ্তিসহকারে খাও। তবে ঐ গাছটির কাছেও যাবে না, তাহলে তোমরা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। (সুরা আল বাকারা/২ : ৩৫)

সংলাপ-১০ : আল্লাহ তা'য়ালার কথা

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ. إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ.

অতঃপর আমরা বললাম– হে আদম! নিশ্চয় এ (ইবলিস) তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু। সুতরাং সে যেন (ষড়যন্ত্র করে আমার আদেশ অমান্য করিয়ে) তোমাদের দুইজনকে জান্নাত থেকে বের করে না দেয়। তাহলে তোমরা দুঃখ-

কষ্ট পাবে। নিশ্চয় তুমি সেখানে (জান্নাতে) ক্ষুধার্ত ও বস্ত্রহীন থাকবে না। আর নিশ্চয় সেখানে তুমি পিপাসার্ত ও রোদে ক্লান্ত হবে না।

(সুরা ত্ব-হা/২০ : ১১৭-১১৯)

সংলাপ-১১ : ইবলিসের কথা (আল্লাহর বলা)

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ .

অতঃপর, শয়তান তথ্যসন্ত্রাসের মাধ্যমে (জ্ঞানের পোশাক) উলঙ্গ করার জন্য তাদেরকে বললো– তোমরা দুইজন যাতে ফেরেশতা হতে কিংবা চিরকাল জান্নাতে থাকতে না পারো, তাই তোমাদের রব গাছটি সম্পর্কে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ২০)

সংলাপ-১২ : ইবলিসের কথা (আল্লাহর বলা)

وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ .

আর সে তাদের দুইজনের কাছে (আল্লাহর নামে) কসম করে বললো– অবশ্যই আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষীদের একজন।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ২১)

সংলাপ-১৩ : আল্লাহ তা'য়ালার কথা

فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ ۖ .....

এভাবে সে (ইবলিস) ধোঁকার মাধ্যমে তাদেরকে চরমভাবে হারিয়ে দিলো। অতঃপর যখন তারা গাছটির (ফলের) স্বাদ গ্রহণ করে (মনের বিতর্কে) উলঙ্গ হয়ে গেল এবং নিজেদেরকে জান্নাতের গাছের পাতা দিয়ে আবৃত করতে লাগলো ... ...

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ২২)

সংলাপ-১৪ : আল্লাহ তা'য়ালার কথা

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۖ .

এভাবে শয়তান তাদের উভয়কে (গাছটির বিষয়ে) স্খলিত করলো এবং তারা (আল্লাহর জানানো জ্ঞানের) যে অবস্থানে ছিল সেখান থেকে তাদেরকে সরিয়ে দিতে সক্ষম হলো।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৩৬)

সংলাপ-১৫ : আল্লাহ তা'য়ালার কথা

وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ.

আর আমরা বললাম, তোমরা (সকলেই) নেমে যাও, তোমরা একে অপরের শত্রু। আর পৃথিবীতে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদের জন্য রয়েছে আবাস ও ভোগের সামগ্রী।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৩৬)

সংলাপ-১৬ : আল্লাহ তা'য়ালার কথা

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

এরপর যখন (যুগে যুগে) আমার কাছ থেকে তোমাদের কাছে পথনির্দেশিকা (কিতাব) যাবে, অতঃপর যারা আমার সেই পথনির্দেশিকা অনুসরণ করবে তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তাদের দুশ্চিন্তাও থাকবে না।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৩৮)

জীবন্তিকার উল্লিখিত সংলাপগুলোর সার্বিক শিক্ষা

১. ইবলিস শয়তান মানবসভ্যতার বিরুদ্ধে তথ্যসন্ত্রাসকারী হিসেবে কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

২. আল্লাহর অনুগত ও প্রিয় বান্দা এবং মানুষের কল্যাণকামী সেজে ইবলিস তার তথ্যসন্ত্রাসমূলক কথা মানুষকে গ্রহণ করাবে।

৩. ইবলিস আল্লাহ তা'য়ালার প্রেরিত কিতাবের বক্তব্যের সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যাখ্যা মানুষকে গ্রহণ করাবে।

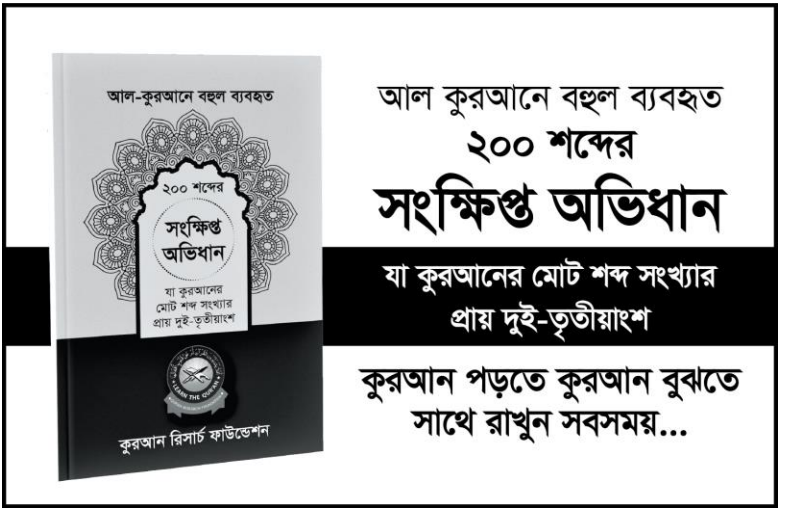

বিশ্বমানবতার মূলশিক্ষায় ভুল ঢোকানোর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে হাদীসের তথ্য

হাদীস-১

اَخْرَجَ الإِمَامُ التِرْمِذِيُ حدثنا عَبْدِ الله ..... عَنْ أَبِي الدَرْدَاء قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَشَخَصَ بِبَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ: هَذَا أَوَانُ يُخْتَلَسُ العِلْمُ مِنَ النَّاسِ حَتَّى لَا يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ فَقَالَ زِيَادُ بْنُ لَبِيدٍ الأَنْصَارِيُّ: كَيْفَ يُخْتَلَسُ مِنَّا وَقَدْ قَرَأْنَا القُرْآنَ فَوَاللهِ لَنَقْرَأَنَّهُ وَلَنُقْرِئَنَّهُ نِسَاءَنَا .وَأَبْنَاءَنَا، فَقَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا زِيَادُ، إِنْ كُنْتُ لَأَعُدُّكَ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ المَدِينَةِ هَذِهِ التَّوْرَاةُ وَالإِنْجِيلُ عِنْدَ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى فَمَاذَا تُغْنِي عَنْهُمْ؟ قَالَ جُبَيْرٌ: فَلَقِيتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، قُلْتُ: أَلَا تَسْمَعُ إِلَى مَا يَقُولُ أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ؟ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ قَالَ: صَدَقَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، إِنْ شِئْتَ لَأُحَدِّثَنَّكَ بِأَوَّلِ عِلْمٍ يُرْفَعُ مِنَ النَّاسِ :الخُشُوعُ، يُوشِكُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَلَا تَرَى فِيهِ رَجُلًا خَاشِعًا.

ইমাম তিরমিযী রহ. আবু দারদা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান থেকে শুনে তাঁর 'আস-সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– আবু দারদা রা. বলেন– আমরা রসুলুল্লাহ স.-এর সাথে ছিলাম। তিনি আকাশের দিকে তাকালেন তারপর বললেন– এই (এক) সময়ে মানুষের কাছ থেকে **ইলমকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে, এমনকি এ (ইলম) বিষয়ে তাদের কোনো ক্ষমতাই থাকবে না।** যিয়াদ ইবন লাবীদ আল-আনসারী রা. জিজ্ঞেস করলেন– আমাদের কাছ থেকে কীভাবে ইলম ছিনিয়ে নেওয়া হবে? অথচ আমরা কুরআন তিলাওয়াত করি। আল্লাহর কসম! অবশ্যই আমরা তা তিলাওয়াত করবো এবং আমাদের স্ত্রীদের ও সন্তানদেরকেও শেখাবো। তিনি বললেন– হে যিয়াদ! তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক, আমি তো তোমাকে মদীনার অন্যতম জ্ঞানী ব্যক্তি বলেই গণ্য করতাম! দেখো,

ইয়াহুদী-নাসারাদের কাছে তাওরাত ও ইনজীল রয়েছে, তা তাদের কী কল্যাণে আসছে? জুবাইর রা. বললেন, তারপর আমি 'উবাদা ইবনুস সামিত রা.-এর সাথে দেখা করে বললাম, আপনার ভাই আবু দারদা রা. কী বলেছে তা আপনি শুনতে পাননি? আবু দারদা রা. যা বলেছে সেটি আমি তার কাছে বললাম। তিনি বলেন, আবু দারদা রা. ঠিকই বলেছেন। তুমি চাইলে আমি তোমাকে একটি কথা বলতে পারি। ইলমের যে বিষয়টি সর্বপ্রথম মানুষের কাছ থেকে তুলে নেওয়া হবে তা হলো বিনয়। খুব শীঘ্রই তুমি কোনো জামে মসজিদে গিয়ে হয়তো দেখবে যে, একজন লোকও সেখানে বিনয়াবনত নয়।

- সুনানুত তিরমিযী, আবওয়াবুল ইলম, হাদীস নং ২৬৫৩।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'এই (এক) সময়ে মানুষের কাছ থেকে ইলমকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে' অংশের ব্যাখ্যা : এক সময়ে ষড়যন্ত্রকারীরা কুরআনের প্রকৃত শিক্ষা থেকে মুসলিমদের সরিয়ে দেবে।

'এমনকি এ সম্পর্কে তাদের কোনো ক্ষমতা থাকবে না' অংশের ব্যাখ্যা : ষড়যন্ত্রকারীরা জীবন সম্পর্কিত নির্ভুল জ্ঞানার্জনের কুরআনে উল্লেখ থাকা উৎসের তালিকা এবং সে উৎসসমূহ ব্যবহারের নীতিমালা এমনভাবে পরিবর্তিত করে দেবে যে– মুসলিমদের কুরআন পড়েও কুরআনের প্রকৃত শিক্ষালাভ করার কোনো ক্ষমতা থাকবে না।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ . . . . . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ . . . . . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالاً، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا.

ইমাম বুখারী রহ. 'আবদুল্লাহ বিন 'আমর বিন 'আস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি ইসমাঈল বিন আবী উয়াইস থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– 'আবদুল্লাহ বিন 'আমর বিন 'আস রা. বলেন, আমি রসুলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয় আল্লাহ সরাসরি বান্দাদের থেকে ইলম উঠিয়ে নেবেন না। কিন্তু আলিমদের উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নেওয়া

হবে। যখন কোনো (প্রকৃত) আলিম অবশিষ্ট থাকবে না তখন লোকেরা বে-আকল ব্যক্তিদেরকে মাথা বানিয়ে নেবে। অতঃপর তাদেরকে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করা হলে না জানলেও তারা সিদ্ধান্ত (ফতওয়া) দিয়ে দেবে। বস্তুত তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরও পথভ্রষ্ট করবে।

- ♦ বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং ১০০।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীসটির অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'আল্লাহ সরাসরি তাঁর বান্দাদের থেকে ইলম উঠিয়ে নেবেন না' অংশের ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক কুরআনের অক্ষর বা আয়াত উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে কুরআনের শিক্ষা উঠে যাবে না।

'আলিমদের উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে' অংশের ব্যাখ্যা : কুরআনের শিক্ষা উঠে যাবে কুরআনের প্রকৃত জ্ঞানী আলিম না থাকার কারণে। এটি ঘটবে ষড়যন্ত্রকারীদের দিয়ে জ্ঞানের উৎসের তালিকা এবং জ্ঞানার্জনের নীতিমালা পরিবর্তন করে দেওয়ার কারণে। পরিবর্তনটি এত গভীর হবে যে– ঐ তালিকা ও নীতিমালার ভিত্তিতে যারা পড়াশোনা করবে তারা কুরআন তথা ইসলামের প্রকৃত জ্ঞানী হবে না।

'যখন কোনো (প্রকৃত) আলিম অবশিষ্ট থাকবে না তখন লোকেরা বে-আকল ব্যক্তিদের মাথা বানিয়ে নেবে' অংশের ব্যাখ্যা : মানুষের মাথা হলো জ্ঞানের আধার। কারণ, মাথায় থাকা ব্রেইনের সম্মুখ অংশে (Fore brain) থাকে জ্ঞান। তাই, এ অংশের ব্যাখ্যা হবে– যখন কোনো প্রকৃত আলিম অবশিষ্ট থাকবে না তখন লোকেরা বে-আকল ব্যক্তিদেরকে জ্ঞানের আধার (জ্ঞানী/আলিম) হিসেবে গ্রহণ করবে।

মানব শরীরে ব্রেইনের অবস্থান

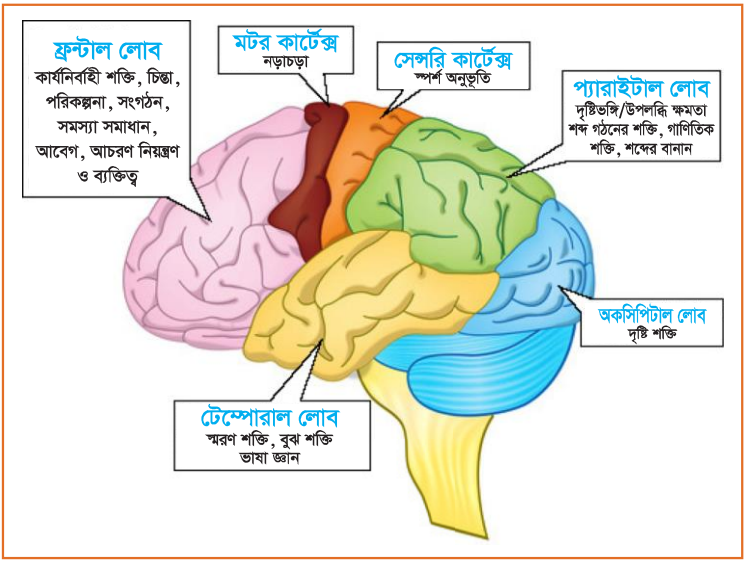

মানব ব্রেইনের বিভিন্ন অংশের সম্পর্ক ও কাজ

'অতঃপর তাদেরকে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করা হলে না জানলেও তারা সিদ্ধান্ত (ফতওয়া) দিয়ে দেবে' অংশের ব্যাখ্যা : ভুল উৎস ও নীতিমালা অনুসরণ করে শিক্ষা গ্রহণ করা ব্যক্তিদের কাছে কোনো ফতওয়া জানতে চাইলে তাদের শেখা ভুল জ্ঞান অনুযায়ী সিদ্ধান্ত দিয়ে দেবে।

'বস্তুত তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অন্যদেরও পথভ্রষ্ট করবে' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : ইবলিস ও তার দোসরদের বানানো উৎস ও নীতিমালা অনুসরণ করে শিক্ষা অর্জন করে আলিম খেতাব পাওয়া ব্যক্তিরা–

১. ষড়যন্ত্রের কবলে পড়ে নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছে।
২. অন্যদেরকে পথভ্রষ্ট করবে।

তারা অন্যদের পথভ্রষ্ট করবে দুইভাবে–

১. বক্তব্য, ওয়াজ-নসীহত, লেখা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দেওয়া ইত্যাদি উপায়ে।
২. মানুষের করা প্রশ্নের ভুল উত্তর দিয়ে বা সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পারার মাধ্যমে।

উম্মাতে মুহাম্মাদীকে কুরআনের শিক্ষা থেকে যেভাবে দূরে সরানো হয়েছে

তথ্য-১

❑ **এক ব্যক্তির বক্তব্য**

William Ewart Gladstone

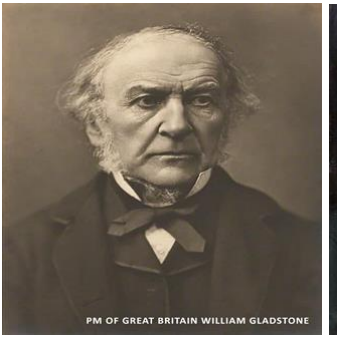

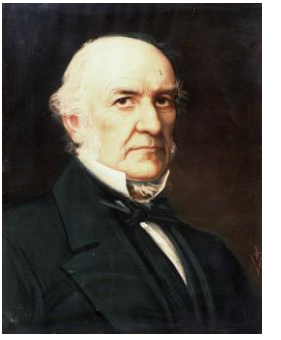

Life span : 29.12.1809 - 19.05.1898

In a career lasting over sixty years, he served as Prime Minister four separate times (more than any other person)-

- 1868-74
- 1880-85
- February 1886-July 1886
- 1892-94

Gladstone said-

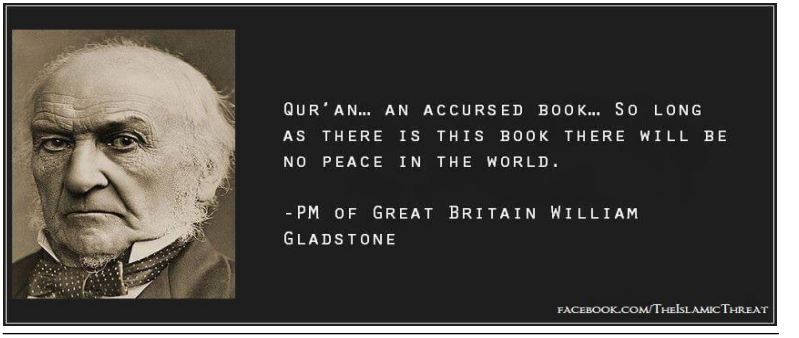

On 1885 in British Perliament, keeping the Quran, in a hand he declared-
So long as the Muslims have the Quran, we shall be unable to dominate them.
We must-

- either take it from them or
- make them lose their love of it.

Reference : Wikipedia

উইলিয়াম ই গ্লাডস্টোন

জীবনকাল : ২৮.১২.১৮০৯ - ১৯.০৫.১৮৯৮

তিনি ৪ বার (সবচেয়ে বেশি সময়) ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন–

- ১৮৬৮ - ১৮৭৪
- ১৮৮০ - ১৮৮৫
- ফেব্রুয়ারি ১৮৮৬ - জুলাই ১৮৮৬
- ১৮৯২ - ১৮৯৪

গ্লাডস্টোন বলেন–

- কুরআন একটি অভিশপ্ত, জঘন্য বা ঘৃণ্য গ্রন্থ।
- এ গ্রন্থ যতদিন থাকবে পৃথিবীতে ততদিন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে না।

গ্লাডস্টোন, ১৮৮৫ সালে এক হাতে কুরআন উঁচু করে ধরে বৃটিশ কমনস সভায় ঘোষণা করেন–

১. যতদিন মুসলিমদের হাতে কুরআন থাকবে ততদিন আমরা তাদেরকে শাসন করতে সক্ষম হবো না।

২. আমাদেরকে–

ক. এটা (কুরআন) তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে হবে অথবা

খ. কুরআনের প্রতি তাদের ভালোবাসা কমাতে হবে।

যদি প্রশ্ন করা হয়, ইংল্যান্ডের ৪ বারের প্রধানমন্ত্রী যিনি উপর্যুক্ত কথাগুলো বলেছেন তার ব্যাপারে নিম্নের ৪টির কোনটি সঠিক?

১. শুধু বলে ক্ষান্ত থেকেছেন
২. বাস্তবায়নের ব্যবস্থাও নিয়েছেন
৩. অবশ্যই বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নিয়েছেন
৪. বলা কঠিন

Common sense সম্পন্ন সকলের উত্তর হবে ৩ নম্বরটি।

তবে মনে রাখতে হবে এ কাজের জন্য সকল ইংল্যান্ডবাসী দায়ী নয়। দায়ী কিছু ষড়যন্ত্রকারী।

তথ্য-২

❑ **অন্য এক ব্যক্তির বক্তব্য**

Macaulay, Thomas Babington

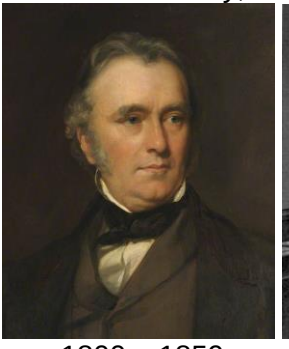

Life span : 1800 – 1859

He was-

- British parliament member
- British Cabinet member (Minister) : 1839 – 1841

Lord Macaulay is particularly known for the crucial role he had played in shaping the educational policy for India.

In 1854, about the educational policy for India he said, We must at present do our best to form a class-

1. who become interpreters between us and the Millions we govern.
2. a class of persons Indian in blood and colour but English in taste, opinion, morals and intellect.

ম্যাকোল টমাস ব্যবিংটন

জীবনকাল : ১৮০০-১৮৫৯

তিনি ইংল্যান্ডের-

- সংসদ সদস্য ছিলেন
- মন্ত্রী ছিলেন (১৮৩৯-১৮৪১)

ভারতের শিক্ষানীতি তৈরি করা নিয়ে লর্ড ম্যাকোল বিশেষভাবে পরিচিত। ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে খ্রিষ্টানদের নিজস্ব ধারার শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য লর্ড ম্যাকোলকে দায়িত্ব দেয়।

১৮৫৪ সালে তিনি সে শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে বলেন, আমাদের সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা করতে হবে এমন এক শিক্ষাব্যবস্থা তৈরি করতে–

১. যার মাধ্যমে এমন এক শ্রেণির মানুষ তৈরি হবে যারা– আমরা যাদের শাসন করছি তাদের ও আমাদের মধ্যে দোভাষীর কাজ করবে।

২. যার প্রভাবে ভারতের কোটি কোটি মানুষ– রক্ত ও বর্ণে হবে ভারতীয়। কিন্তু রুচি, মতবাদ, নীতি ও চিন্তা-চেতনায় হবে ইংরেজ।

সহজে বলা যায়– পাক ভারত উপমহাদেশের বর্তমান সাধারণ ও ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা ম্যাকোল টমাস ব্যবিংটনের শিক্ষানীতি অনুসরণ করেই গড়ে ওঠা শিক্ষাব্যবস্থা।

তথ্য-৩

❑ **একটি ডায়রির তথ্য**

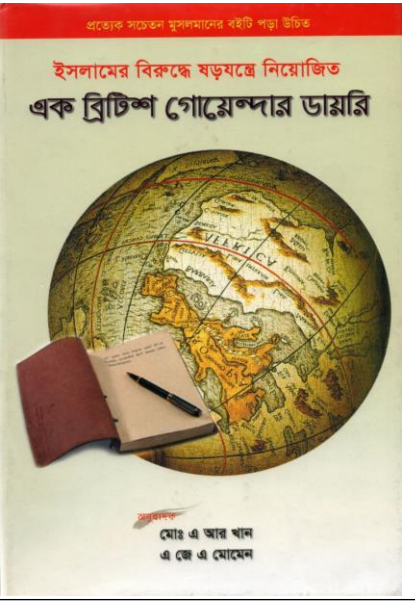

হ্যামফের (Hampher) নামক ব্রিটিশ গোয়েন্দার একটি ডায়রি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানদের হাতে আসে। জার্মান পত্রিকা 'ইসপিগল' তা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করে। তুরস্কের 'হাকিকত কিতাবেভী' প্রকাশনী মূল ডায়রিটি প্রয়োজনীয় টীকা ও সংযোজনীসহ বই আকারে প্রকাশ করে। ইংরেজি বইটি Hakikat kitabevi ওয়েবসাইটে Confessions of a British Spy নামে আছে। 'ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে নিয়োজিত এক ব্রিটিশ গোয়েন্দার ডায়রি' নামে জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে ২০০৬ সালে ঐ বইটি সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করেছেন মো. এ আর খান এবং এ জে আব্দুল মোমেন।

বইটির কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ উপস্থাপনা সাবলীল করার জন্য সামান্য পরিবর্তনসহ নিম্নরূপ–

পৃষ্ঠা নং ৬০ : মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারি বললেন, ... (মুসলিমদের অধঃপতিত করে) আমরা যে ফল খাচ্ছি তা অন্যরা (পূর্বপুরুষেরা) বপন করেছিল। সুতরাং অন্যদের (পরের প্রজন্মের) জন্য আমাদেরকেই বপন করতে হবে।

ব্যাখ্যা : এ বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, ষড়যন্ত্র শুরু করা হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের অনেক আগে থেকে। প্রকৃত সত্য হলো– এ ষড়যন্ত্র শুরু করা হয়েছে রসুলুল্লাহ স.-এর ইন্তেকালের পর থেকে জাল হাদীস বানানোর মাধ্যমে।

পৃষ্ঠা নং ১৭ : আমাকে মুসলিমদের মধ্যে উপদল সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একজন গোয়েন্দা হিসেবে মিশর, ইরাক, হেজাজ (মক্কা-মদিনা) ও ইস্তাম্বুলে প্রেরণ করা হয়। আমাদেরকে অর্থ, তথ্য, ম্যাপ, রাষ্ট্রপ্রধান, গোত্রপ্রধান ও (ইসলামী) বিশেষজ্ঞদের তালিকা দেওয়া হয়।

ব্যাখ্যা : একটি জাতির মধ্যে উপদল সৃষ্টির সর্বোত্তম পন্থা হলো তাদের শিক্ষার ভেতরে ভুল ঢুকিয়ে দেওয়া। ভুল পথ হয় অনেকগুলো। তাই শিক্ষায় ভুল ঢুকিয়ে দিতে পারলে একদল একটি এবং অন্যদল অন্যটি অনুসরণ করে। ফলস্বরূপ জাতি বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যায়।
গোয়েন্দারা মুসলিমদের বিভক্ত করার জন্য এ সর্বোত্তম পথটিই বেছে নিয়েছিল। তাদের কথা থেকে পরে আমরা তা সরাসরি জানতে পারবো। বাস্তবেও দেখা যায়– মুসলিমদের মধ্যে বর্তমানে অসংখ্য উপদল থাকার মূল কারণ হলো শিক্ষার পার্থক্য।

পৃষ্ঠা নং ১৭ : ইসলামী খেলাফতের কেন্দ্র ইস্তাম্বুলে পৌঁছে আমি স্থানীয় মুসলিমদের মাতৃভাষা তুর্কি রপ্ত করা শুরু করি এবং তুর্কি ভাষার খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কেও শিক্ষাগ্রহণ করি। আমি আমার নাম মুহাম্মাদ বলি এবং মসজিদে যাওয়া শুরু করি।

ব্যাখ্যা : গোয়েন্দাগিরির এটিই সাধারণ নিয়ম। কাজে সফল হওয়ার জন্য যে দেশে তারা কাজ করে সে দেশের মানুষের ভাষা, ধর্ম, চাল-চলন ইত্যাদির সাথে তাদের মিশে যেতে হয়।

পৃষ্ঠা নং ১৮ : ইস্তাম্বুলে আহম্মদ ইফেন্দি নামক এক বৃদ্ধ পণ্ডিতের (ইসলামের বিশেষজ্ঞ) সাথে সাক্ষাৎ করি। এ ব্যক্তি হযরত মুহাম্মাদ-এর আদর্শ অনুসরণে নিজেকে দিন-রাত ব্যস্ত রাখতেন। একদিন আমি আহম্মদ ইফেন্দিকে বলি– আমার পিতা-মাতা মারা গেছেন, কোনো ভাই বোন নেই এবং কোনো সম্পত্তিও নেই। জীবিকা অর্জন এবং কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষালাভ করার জন্য ইসলামের কেন্দ্র ইস্তাম্বুলে এসেছি। যাতে আমার রোজগার ইহকাল ও পরকালে কাজে লাগে। তিনি আমার এ কথা শুনে খুবই আনন্দিত হলেন।

ব্যাখ্যা : গোয়েন্দাগিরির একটি সাধারণ নিয়ম হলো– নানারকম প্রতারণামূলক কথা বলে বা প্রলোভন দেখিয়ে মানুষের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা।

পৃষ্ঠা নং ২০ : কাজ শেষে আমি আসরের নামাজ পড়তে মসজিদে যেতাম এবং মাগরিব পর্যন্ত সেখানে থাকতাম। মাগরিবের পর আমি আহম্মদ ইফেন্দির বাড়িতে যেতাম। তিনি আমাকে আরবী ও তুর্কি ভাষায় অতি উত্তমভাবে দুই ঘণ্টা কুরআন শিক্ষা দিতেন।

পৃষ্ঠা নং ১৮ : আহম্মদ ইফেন্দির মাধ্যমে দুই বছরে আমি সমগ্র কুরআন অধ্যয়ন শেষ করি।

পৃষ্ঠা নং ২২ : প্রথম মিশনে আমি সন্দেহাতীতভাবে তুর্কি, আরবী, কুরআন ও শরীয়াত শিক্ষায় ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছিলাম। প্রথম মিশন শেষে লন্ডনে ফেরার পর সফলতার দিক দিয়ে আমাকে ৩য় স্থান দেওয়া হয়।

ব্যাখ্যা : আরবী, কুরআন ও শরীয়াত শিক্ষায় ব্যাপক সাফল্য অর্জন করা সত্ত্বেও সাফল্যের দিক দিয়ে এ গোয়েন্দাকে তৃতীয় স্থান দেওয়া হয়। অর্থাৎ সাফল্যের বিবেচনায় তার চেয়ে বেশি সফল হওয়া আরও দুইজন গোয়েন্দা ছিল।

পৃষ্ঠা নং ২২ : সেক্রেটারি জানান পরবর্তী মিশনে আমার দুটি কাজ–

১. মুসলিমদের দুর্বল (বিশেষ করে জ্ঞানের দুর্বল) জায়গাগুলো খুঁজে বের করা।

২. ঐ পথে তাদের দেহে প্রবেশ করা ও তাদের জোড়াগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। শত্রুকে পরাজিত করার এটিই মূল পথ।

ব্যাখ্যা : এখান থেকে জানা যায়– একটি জাতিকে অধঃপতিত করার সবচেয়ে ফলপ্রসূ পদ্ধতি (মূলশিক্ষায় ভুল ঢুকিয়ে দেওয়ার পদ্ধতি) অনুসরণ করে কাজ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এ গোয়েন্দাদেরকে।

পৃষ্ঠা নং ৩২ : দ্বিতীয় মিশনে ইরাকের বসরায় পৌঁছে আমি ইসলামের এক (বিশিষ্ট) ব্যক্তির সাথে মধুর বন্ধুত্ব স্থাপন করি। সে এবং আমি মিলে কুরআনের নতুন ব্যাখ্যা দিতে শুরু করি। আমার উদ্দেশ্য ছিল তাকে ভুল পথে পরিচালিত করা।

ব্যাখ্যা : এখান থেকে জানা যায়– গোয়েন্দারা ইসলামী বিশেষজ্ঞদের ধোঁকা দিয়ে বা নিজে বিশেষজ্ঞ সেজে ইসলামের শিক্ষায় ভুল ঢোকায়।

পৃষ্ঠা নং ৬০ : ইস্তাম্বুলে আমাদের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান। তারা দক্ষতার সাথে আমাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছেন। মুসলিমদের সাথে মিলে-মিশে তারা ছেলে-মেয়েদের জন্য মাদরাসা খুলছে ... ...

ব্যাখ্যা : এখান থেকে জানা যায়– গোয়েন্দারা মুসলিমদের সাথে মিলে-মিশে মাদরাসা খুলেছিল। একটি জাতির মূলশিক্ষায় ভুল ঢোকানোর সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো– জাতির যে ব্যক্তিগণ লেখাপড়া করে জ্ঞানী হবেন এবং সমাজে জ্ঞান প্রচার করবেন তাদের জ্ঞানের মধ্যে ভুল ঢুকিয়ে দেওয়া। আর এ কাজটি করার সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো মাদরাসার সিলেবাস ও পাঠ্যবইতে ভুল ঢুকিয়ে দেওয়া। এজন্যই গোয়েন্দারা মুসলিমদের সাথে মিলে-মিশে ছেলেমেয়েদের জন্য মাদরাসা খুলেছিল। আর এটি বোঝা মোটেই কঠিন নয় যে– মাদরাসা খোলার পর তারা এমন স্থানগুলো দখল করেছিল যেখানে নিয়ন্ত্রণ থাকলে সিলেবাসে ভুল ঢোকানো সহজ হয়। সে পদগুলো পিওন বা কেরানি অবশ্যই ছিল না। সে পদগুলো অবশ্যই ছিল অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, মুফাস্সির, মুহাদ্দিস, মুফতি ইত্যাদি।

তথ্য-৪

❑ একটি পত্রিকার প্রতিবেদন

দৈনিক ইনকিলাব : ০২.০৪.১৯৯৮ ইং

প্রতিবেদনটির শিরোনাম : 'বৃটেনের মাটির তলায় খৃষ্টানদের গোপন মাদরাসা'

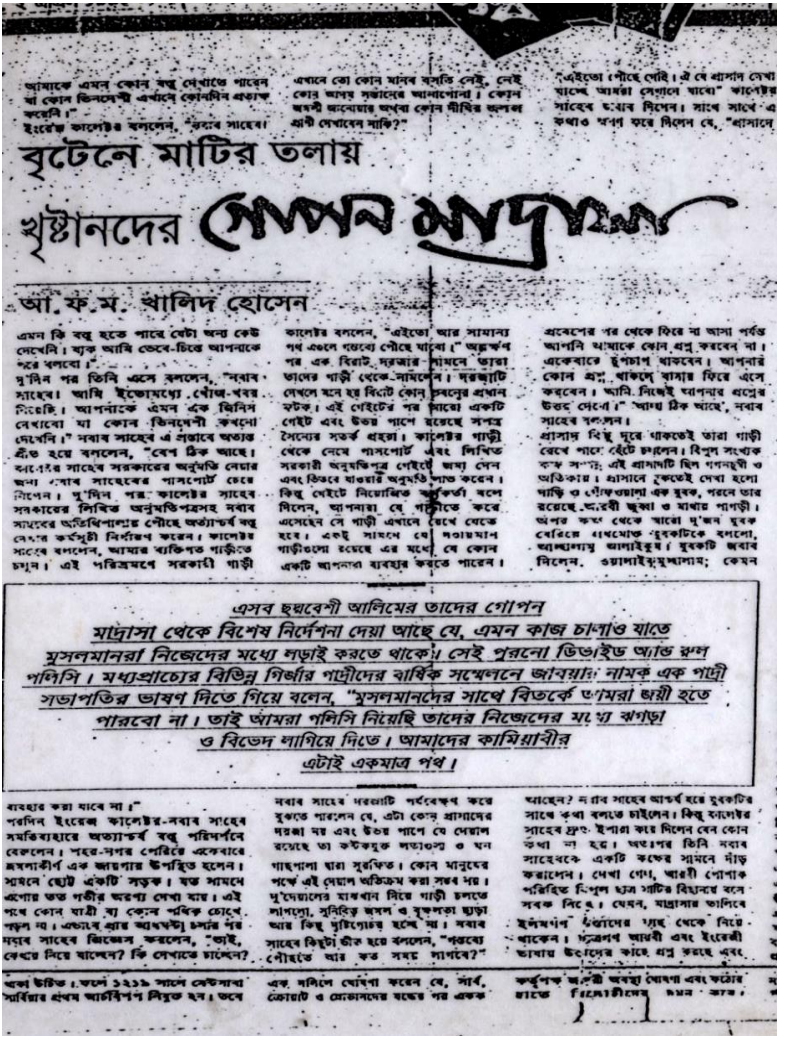

বৃটেনে মাটির তলায়

খৃষ্টানদের গোপন মাদ্রাসা

আ.ফ.ম. খালিদ হোসেন

এসব ছদ্মবেশী আলিমের তাদের গোপন মাদ্রাসা থেকে বিশেষ নির্দেশনা দেয়া আছে যে, এমন কাজ চালাও যাতে মুসলমানরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করতে থাকে। সেই পুরনো ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসি। মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন গির্জার পাদ্রীদের বার্ষিক সম্মেলনে জাবরায়ীল নামক এক পাদ্রী সভাপতির ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, "মুসলমানদের সাথে বিতর্কে আমরা জয়ী হতে পারবো না। তাই আমরা পলিসি নিয়েছি তাদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া ও বিভেদ লাগিয়ে দিতে। আমাদের কামিয়াবীর এটাই একমাত্র পথ।

প্রতিবেদনটি ভারতের উর্দু পাক্ষিক সাময়িকী 'তামির-ই-হায়াত' এ প্রকাশিত প্রতিবেদনের অনুবাদ। প্রতিবেদনটির বিষয়বস্তু হলো– ভারতের নওয়াব ছাতারীর দেখা এক স্থাপনা ও তার কার্যক্রম।

প্রতিবেদনটির মূলবক্তব্য একটু গুছিয়ে নিম্নরূপ–
নওয়াব ছাতারী আলিগড়ের জমিদার ছিলেন। তিনি মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের বিরোধী এবং ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠায় ইংরেজদের সার্বিক সহযোগী ছিলেন। আনুগত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ইংরেজ সরকার কর্তৃক তিনি উত্তর প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত হন। (মতবাদের মিল থাকার কারণে) যে সব ইংরেজ কালেক্টর পোস্টিং নিয়ে আলীগড়ে আসতেন নবাবের সাথে তাদের মধুর ও গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠতো।

একবার ব্রিটিশ সরকার ভারতের সকল গভর্নরকে বৃটেনে ডাকেন। নওয়াব ছাতারীও তখন বৃটেনে যান। ঐ সময় বৃটেনে অবস্থানকারী পুরাতন বন্ধু, অনেক অবসরপ্রাপ্ত কালেক্টর ও কমিশনার গভর্নর ছাতারীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। কালেক্টরদের মধ্যে একজন ছিলেন নওয়াব সাহেবের ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার অনেক কাছের ব্যক্তি। ঘনিষ্ঠতম কালেক্টর জাদুঘর ও হাজার বছরের পুরাতন অত্যাশ্চর্য দর্শনীয় বস্তু যা নওয়াব কখনো চোখে দেখেনি, তা দেখাতে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করেন। নওয়াব সাহেব বলেন 'ঐগুলো আমি আগে দেখেছি, তাই আপনি আমাকে এমন কোনো বস্তু দেখাতে পারেন যা কোনো ভিনদেশী আগে দেখেনি'। কালেক্টর সাহেব বললেন 'নওয়াব সাহেব এমন কি বস্তু হতে পারে যা কোনো ভিনদেশী আগে দেখেনি? যাক আমি ভেবে-চিন্তে পরে বলবো'।

দুই দিন পর কালেক্টর সাহেব বললেন 'নওয়াব সাহেব আমি ইতোমধ্যে খোঁজ-খবর নিয়েছি। আপনাকে এমন জিনিস দেখাবো যা কোনো ভিনদেশী কখনো দেখেনি'। দুই দিন পর কালেক্টর সাহেব সরকারের লিখিত অনুমতিসহ নওয়াব সাহেবের অতিথিশালায় পৌঁছে অত্যাশ্চর্য বস্তু দেখার কর্মসূচি তৈরি করেন। কালেক্টর সাহেব বললেন 'আমার ব্যক্তিগত গাড়িতে যেতে হবে। এই ভ্রমণে সরকারি গাড়ি ব্যবহার করা যাবে না'। পরের দিন তারা দুইজন অত্যাশ্চর্য বস্তু দেখতে বের হলেন। শহর-নগর পেরিয়ে ছোটো একটি সড়ক দিয়ে গাড়ি যত এগোতে থাকলো তত গভীর অরণ্য। কোনো যাত্রী বা পথিক চোখে পড়ে না। এভাবে আধা ঘণ্টার বেশি সময় চলার পর একটি বিরাট গেটের সামনে তারা গাড়ি থেকে নামেন। উভয় পাশে সশস্ত্র সৈন্যের সতর্ক প্রহরা দেখা গেল। কালেক্টর গাড়ি থেকে নেমে পাসপোর্ট ও সরকারি অনুমতিপত্র গেইটে জমা দিয়ে ভেতরে যাওয়ার অনুমতি লাভ করেন। কর্মকর্তারা বলে দিলেন এখন নিজেদের গাড়ি রেখে তাদের গাড়ি ব্যবহার করতে হবে।

দুই দেয়ালের মধ্যদিয়ে গাড়ি চলতে লাগলো। সুনিবিড় জঙ্গল আর বৃক্ষলতা ভিন্ন আরকিছু দেখা যায় না। এভাবে কিছুক্ষণ চলার পর সামনে একটি প্রাসাদ

দেখা গেল। কালেক্টর সাহেব বললেন, 'প্রাসাদে প্রবেশের পর থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত আপনি আমাকে কোনো প্রশ্ন করবেন না। একেবারে চুপচাপ থাকবেন। আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে বাসায় ফিরে উত্তর দেব'।

প্রাসাদের কিছু দূরে গাড়ি রেখে তারা পায়ে হেঁটে চললেন। বিপুল সংখ্যক কক্ষসম্পন্ন প্রাসাদটি অতিকায়। কালেক্টর সাহেব নওয়াব সাহেবকে একটি কক্ষের সামনে দাঁড় করালেন যেখানে আরবী পোশাক পরিহিত বিপুল ছাত্র মাটিতে বিছানায় বসে সবক নিচ্ছে। যেমন আমাদের দেশের মাদরাসার ছাত্ররা নেয়।

ছাত্ররা আরবী ও ইংরেজি ভাষায় উস্তাদের কাছে প্রশ্ন করছে। আর উস্তাদ সুন্দর ও সাবলীল ভঙ্গিতে ঐ প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে। কালেক্টর সাহেব এভাবে নওয়াব সাহেবকে প্রতিটি কক্ষ এবং সেখানে যে সকল বিষয়ে শিক্ষা ও বাস্তব ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে তা ঘুরে ঘুরে দেখান।

নওয়াব সাহেব এভাবে অবাক বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করেন যে– কোনো কক্ষে কিরায়াত শেখানো হচ্ছে, কোথাও কুরআনুল কারীমের অর্থ ও তাফসীর শেখানো হচ্ছে, কোথাও বুখারী ও মুসলিম শরীফের সবক চলছে, কোথাও মাসয়ালা নিয়ে বিশদ আলোচনা চলছে, কোথাও হচ্ছে ইসলামী পরিভাষার ওপর বিশেষ অনুশীলন। একটি কক্ষে দেখা গেল ধর্মীয়তত্ত্ব নিয়ে দুই গ্রুপের মধ্যে রীতিমত আনুষ্ঠানিক বিতর্ক চলছে। নওয়াব সাহেব এসব দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন এবং একজন ছাত্রের সাথে কথা বলতে চাইলেন। কিন্তু কালেক্টর সাহেব তাকে ইশারা করে চুপ থাকতে বললেন।

বাসায় ফিরে নওয়াব সাহেব বললেন, এত বড়ো দ্বীনি মাদরাসা যেখানে দ্বীনের প্রতিটি বিষয় উন্নত পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে এবং ইসলামের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় নিয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা হচ্ছে দেখে ভালো লেগেছে। কিন্তু এসব মুসলিম ছাত্রকে এই দূরবর্তী জায়গায় বন্দি করে কেন রাখা হয়েছে?

কালেক্টর সাহেব উত্তর দিলেন– 'এসব ছাত্ররা একজনও মুসলিম নয়। সব খ্রিষ্টান মিশনারি'। নওয়াব সাহেব আরও আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন– 'এর কারণ কী?' কালেক্টর সাহেব উত্তর দিলেন– 'সুড়ঙ্গ পথে প্রতিষ্ঠিত এ প্রতিষ্ঠান থেকে লেখাপড়া শেষ করে ছাত্রদের মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয় (গোয়েন্দা আলিমদের বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে পাঠানোর কারণ হলো– মধ্যপ্রাচ্য হলো ইসলামের উৎস। তাই মধ্যপ্রাচ্য থেকে কোনো বিশেষজ্ঞ ইসলামের কোনো কথা বললে তা সারা মুসলিম বিশ্বে সহজে গ্রহণযোগ্য হয়ে যায়)।

সেখানে তারা নানান ছলে-বলে মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন, ছোটো বাচ্চাদের কুরআনের গৃহশিক্ষক, মাদরাসার মুহাদ্দিস বা মুফতি হিসেবে ঢুকে পড়ে। যেহেতু তারা আরবী সাহিত্য ও ইসলামী বিষয়ে পারদর্শী, তাই তাদের নিয়োগ পেতে অসুবিধা হয় না। অনেক সময় ধোঁকা দেওয়ার জন্য তারা বলে আমরা ইংরেজি এবং ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত আলিম। আমাদের অনেকে আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষালাভ করা। নিজ দেশে দ্বীনি পরিবেশ, বড়ো মাদরাসা এবং পর্যাপ্ত মসজিদ না থাকায় আমরা এখানে এসেছি। শুধু দুমুঠো ভাত ও মাথা গোঁজার একটি ঠাঁই পেলেই চলবে। আমরা আল্লাহর দ্বীনের জন্য সবকিছু কোরবান করতে প্রস্তুত।'

এভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ঢুকে গিয়ে তারা ষড়যন্ত্র শুরু করে দেয়। বিভিন্ন পদ্ধতিতে (বিশেষ করে ইসলামের জ্ঞানের মধ্যে ভুল ঢুকিয়ে) বিভেদ এবং অনৈক্য সৃষ্টির জন্য তারা অত্যন্ত তৎপর থাকে। একবার বিভেদের বীজ বপন করতে পারলে ইন্ধন যুগিয়ে তারা মুসলিমদের বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত করে রক্তপাতও ঘটায়। সামান্য একটি ইসলামী বিষয়কে কেন্দ্র করে সৃষ্টি করে দেয় দাঙ্গা-হাঙ্গামার।

তথ্য-৫

❑ 'তথ্যসন্ত্রাসের কবলে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ' পুস্তিকার তথ্য

ইসলামী শিক্ষার কেন্দ্রগুলো ধ্বংসের দুরভিসন্ধি বাস্তবায়ন করার জন্য তারা (ইহুদী-খ্রিষ্টানচক্র) প্রথম ধাপে আরব বিশ্বের প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। সে মতে সর্বপ্রথম ইহুদীরা মিশর ও ইসরাইলের মাঝে সমঝোতা করায়। অতঃপর উভয় দেশের মধ্যকার সম্পর্ককে দৃঢ় ও সুসংহত করার লক্ষ্যে এক তরফা মিশরের কাছে দাবী করে যে– মিশরের শিক্ষা সিলেবাস থেকে এমন সব দ্বীনি আকিদা-বিশ্বাস ও নৈতিক শিক্ষাকে বাদ দিতে হবে যা উভয় দেশের মধ্যকার সম্পর্ক মজবুত ও সুসংহত হওয়ার পথে অন্তরায়। সাবেক ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী মানাহেম বেগান মিশর সফরকালে মিশরের সাবেক প্রেসিডেন্ট আনওয়ার সাদাতকে বলেছিলেন– ইসরাইল ও মিশরের মধ্যকার সুসম্পর্ক কীভাবে মজবুত ও সুসংহত হবে, অথচ মিশরী নাগরিক কুরআনের এমন আয়াত (মায়িদা : ৭৮) পড়ছে যাতে ইসরাইলের নিন্দা করা হয়েছে–

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۭ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ.

বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল তারা দাউদ ও মারিয়ামের পুত্র ঈসার ভাষায় অভিশপ্ত হয়েছিল। তা এ কারণে যে, তারা অবাধ্য হয়ে পড়েছিল এবং তারা সীমালঙ্ঘন করতো।

(সুরা আল মায়িদা/৫ : ৭৮)

আনোয়ার সাদাত সাথে সাথে মিশরের শিক্ষামন্ত্রীকে নির্দেশ দিলেন সিলেবাসের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হোক। এ জন্য একটি কমিটিও গঠন করলেন যার মধ্যে আমেরিকা, ইসরাইল ও মিশরের শিক্ষাবিদদের সদস্য করা হয়। তাদের কাজ দেওয়া হয়– বর্তমান সিলেবাস পর্যালোচনা করে একটি সুপারিশ পেশ করা। যার আলোকে এমন একটি নতুন সিলেবাস প্রণয়ন করা হবে যা হবে সেক্যুলার ও ধর্মহীন।

মুসলিম বিশ্বের দ্বীন ও ধর্মীয়শিক্ষাকে নির্মূল করার জন্য আমেরিকা মুসলিম বিশ্বকে সাহায্য দেওয়ার ক্ষেত্রে শর্ত আরোপ করলো যে, যেসব মুসলিম ও আরব দেশ তাদের শিক্ষাসিলেবাস পরিবর্তন করে যুগের চাহিদার সাথে সমন্বয় করবে তাদেরকেই কেবল সাহায্য দেওয়া হবে। মিশর এ ক্ষেত্রে আগ্রহ প্রকাশ করলে ১৯৮১-২০০১ সাল পর্যন্ত কেবল শিক্ষা উন্নয়নের জন্য ১৮৫ মিলিয়ন ডলারের সাহায্য দেওয়া হয়।

তেলআবিবে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় যেখানে মিশরের প্রধানমন্ত্রী মোস্তাফা খলিল এবং জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব ড. বুট্রোস ঘালি অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারের বিষয় ছিল আরব-ইসরাইল সম্পর্ক স্থিতিশীলতায় কুরআনের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া।

উক্ত সেমিনারে ইসরাইলের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মানাহেম বেগান পরিষ্কার দাবি করেন ঐ সব মাদরাসা ও প্রতিষ্ঠানকে বন্ধ করে দেওয়া হোক যেখানে কুরআন পড়ানো হয়।

(তথ্য সন্ত্রাসের কবলে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ। মাওলানা শহীদুল ইসলাম ফারুকী, জেনারেল সেক্রেটারি, লন্ডনভিত্তিক ওয়ার্ল্ড ইসলামিক ফোরাম, বাংলাদেশ ব্যুরো। রিমঝিম প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা। প্রকাশকাল নভেম্বর ২০০৯। পৃষ্ঠা নং ২৬-২৭।)

বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য অতি সহজে এবং অল্প সময়ে
কুরআন তিলাওয়াত শেখার এক যুগান্তকারী পদ্ধতি

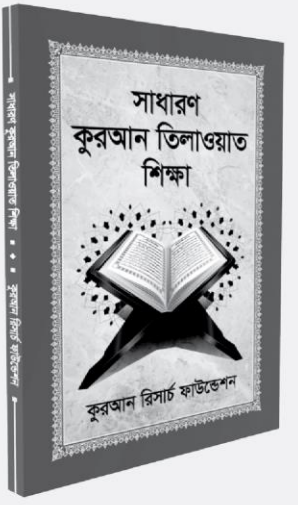

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
প্রকাশিত

সাধারণ
কুরআন
তিলাওয়াত
শিক্ষা

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত
আল কুরআন
যুগের জ্ঞানের আলোকে
অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর
(সচিত্র)

- দুই খণ্ড
- শুধু বাংলা
- পকেট সাইজ

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

বৃটিশ গোয়েন্দার ডায়রি, ইনকিলাব পত্রিকার প্রতিবেদন এবং তথ্যসন্ত্রাসের কবলে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ পুস্তিকার অধিকাংশ বক্তব্য সত্য হওয়ার প্রমাণ

আল্লাহ তা'য়ালা ও রসুলুল্লাহ স. ছাড়া অন্য কারো বক্তব্য অন্ধভাবে মেনে নেওয়া সকল মুসলিমের জন্য শিরক অথবা কুফরীর গুনাহ। একজন মুসলিম যদি কোনো ব্যক্তির বক্তব্যকে এ কারণে মেনে নেয় যে– ব্যক্তিটি বড়ো জ্ঞানী তাই তার সকল কথা নির্ভুল, তবে তার শিরকের গুনাহ হবে। কারণ, নির্ভুলতা শুধু আল্লাহর গুণ। আর একজন মুসলিম যদি কোনো বড়ো ব্যক্তির বক্তব্যকে এ কারণে মেনে নেয় যে– তার নিজের ইসলামের কোনো জ্ঞান নেই, তবে তার আল্লাহ প্রদত্ত একটি বড়ো নিয়ামত Common sense (জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান)-কে অস্বীকার করার (কুফরীর) গুনাহ হবে। তাই, যার Common sense জাগ্রত আছে সে ইসলামের বহু তথ্য জানে।

তাই–

১. ৪ (চার) বারের বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম গ্লাডস্টোনের বৃটিশ পার্লামেন্টে দেওয়া ঘোষণা,
২. পাক-ভারত উপমহাদেশের শিক্ষাসিলেবাস প্রণয়নের জন্য ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ম্যাকোলের পাক-ভারত উপমহাদেশের শিক্ষাসিলেবাস বিষয়ক বক্তব্য,
৩. 'বৃটিশ গোয়েন্দার ডায়রি' পুস্তিকার তথ্য,
৪. 'তথ্যসন্ত্রাসের কবলে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ' পুস্তিকার তথ্য ও
৫. 'বৃটেনের মাটির তলায় খ্রিষ্টানদের গোপন মাদরাসা' নামক ইনকিলাব পত্রিকার প্রতিবেদনের তথ্য,

জানার পর আমরা সেখানে উল্লিখিত তথ্যগুলোর সত্যতা যাচাইয়ের চেষ্টা করি। এটি করতে গিয়ে ঐ তথ্যগুলোর অধিকাংশই সত্য হওয়ার যে প্রমাণ আমরা পেয়েছি তার কয়েকটি নিম্নে তুলে ধরা হলো–

প্রমাণ-১

♦ **'আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'য়াত' এবং 'আহলি হাদীস' নাম ও মূলনীতিতে কুরআন না থাকা।**

বর্তমান বিশ্বের মুসলিমগণ প্রধানত 'আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'য়াত' ও 'আহলি হাদীস' উপদলে বিভক্ত। অবাক বিস্ময় হলো উভয় দলের নামে কুরআন অনুপস্থিত।

অন্যদিকে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'য়াতের মূলনীতি সম্পর্কে মরহুম ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর তাঁর রচিত আল-আকাইদ আল-ইসলামিয়্যাহ বইয়ের ২৩৭ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন–

- আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'য়াতের নামের মধ্যে রয়েছে তাদের মূলনীতি। আর তা হলো সুন্নাত ও আল-জামা'য়াত।
- আকীদার বিষয়ে 'আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'য়াতের' মূলনীতি হলো–
  ১. হুবহু সুন্নাতের (প্রচলিত সহীহ হাদীস) অনুসরণ করা।
  ২. সুন্নাতের অতিরিক্ত বা ব্যতিক্রম কিছুই না বলা।
  ৩. আল জামা'য়াত তথা সাহাবী এবং তাঁদের মূলধারার তাবে'য়ী ও তাবে-তাবে'য়ীগণের অনুসরণ করা।
  ৪. উম্মতের ঐক্য বজায় রাখার চেষ্টা করা।

অর্থাৎ আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'য়াতের' মূলনীতি হলো–

১. কুরআন নয়, প্রচলিত সহীহ হাদীস হবে ইসলামী জ্ঞানের মূলগ্রন্থ।
২. প্রচলিত সহীহ হাদীসের বিপরীত কোনো কথা কুরআন বা অন্য কোথাও থাকলে তা গ্রহণ করা যাবে না।

বাস্তব অবস্থা : ইসলামের মৌলিক বিষয় সম্পর্কিত ৪২টি বই লেখার গবেষণার সময় আমরা দেখেছি ঐ ৪২টি বিষয়ে বর্তমান মুসলিম সমাজে চালু থাকা তথ্য সম্পূর্ণ বা বহুলাংশে ভুল। আর ঐ মহা ভুল তথ্যগুলো বানানো হয়েছে নিম্নের তিনটির কোনো একটি উপায়ে–

১. কুরআনের বিপরীত হাদীসের মাধ্যমে।
২. কুরআন বা হাদীসের বক্তব্যের Common sense/আকল/ বিবেকের স্পষ্ট বিপরীত অর্থ বা ব্যাখ্যার মাধ্যমে।
৩. কুরআন বা হাদীসের বক্তব্যের বিষয়ে বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের স্পষ্ট বিপরীত অর্থ বা ব্যাখ্যার মাধ্যমে।

পর্যালোচনা

কুরআন হলো পৃথিবীর একমাত্র নির্ভুল গ্রন্থ। আর প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে হাদীসকে 'সহীহ' বলা হয়েছে বর্ণনাধারার (সনদ) নির্ভুলতার ভিত্তিতে। বক্তব্য বিষয়ের (মতন) নির্ভুলতার ভিত্তিতে নয়। তাহলে কুরআনকে জ্ঞানের উৎস ও নীতিমালা থেকে কে বা কারা বাদ দিলো এটি জানা মুসলিম জাতি ও বিশ্বমানবতার জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ এক বিষয়।

ইসলামের প্রকৃত মনীষীগণ এটি করেছেন বললে কবীরা গুনাহ হবে। কারণ, এটি বলার অর্থ এ কথা বলা যে, ইসলামের প্রকৃত মনীষীগণ–

১. কুরআন ও হাদীস জানতেন না। অথবা

২. তাঁদের জ্ঞান-বুদ্ধি, বিশ্লেষণ ক্ষমতা খুবই দুর্বল ছিল।

তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, কোনো ষড়যন্ত্র ছাড়া এটি হয়েছে বলে যারা বলেন বা বিশ্বাস করেন তারা বোকার স্বর্গে বাস করেন। প্রকৃত কথা হলো, এটি ৪ বারের বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর বৃটিশ পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে দেওয়া সেই কুখ্যাত ঘোষণা দুটির বাস্তবায়ন। ঘোষণা দুটি ছিল এরূপ–

1. Quran... an Accursed Book... so long as there is this book there will be no peace in the world.
2. So long as the Muslims have the Quran, we shall be unable to dominate them.
   We must-
   - either take it from them or
   - make them lose their love of it.

Reference : Wikipedia

অর্থাৎ

১. কুরআন একটি অভিশপ্ত, জঘন্য বা ঘৃণ্য গ্রন্থ। এ গ্রন্থ যতদিন থাকবে পৃথিবীতে ততদিন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে না।

২. কুরআন যতদিন মুসলিমদের হাতে থাকবে ততদিন আমরা তাদেরকে শাসন করতে সক্ষম হবো না। আমাদেরকে– এটা (কুরআন) তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে হবে। অথবা কুরআনের প্রতি তাদের ভালোবাসা কমাতে হবে।

প্রমাণ-২

❑ **ফিকহ্গ্রন্থকে (মনীষীদের গবেষণার ফল ধারণকারী গ্রন্থ) কুরআনের সমতুল্য গ্রন্থ বলে প্রচার করা**

'ফিকহ্গ্রন্থ কুরআনের সমতুল্য গ্রন্থ' বক্তব্য ধারণকারী কয়েকটি তথ্য–

তথ্য-১

إن الهداية كالقرآن قد نسخت + ما صنفوا قبلها في الشرع من كتب فاحفظ قرائته والزم تلاوتها + يسلم مقالك من زيغ ومن كذب.

হিদায়া গ্রন্থটি **কুরআনের মতোই** যা পূর্ববর্তী সকল কিতাবকে রহিত করে দিয়েছে। শরীয়াতের বিষয়ে এর আগে এ ধরনের কোনো কিতাব রচিত হয়নি। সুতরাং তোমরা এর পাঠ সংরক্ষণ করবে ও নিয়মিতভাবে তা পাঠ করবে। তাহলে তোমার অভিব্যক্তি ও বক্তৃতা মিথ্যার স্পর্শ থেকে নিরাপদ থাকবে।

(মূল হিদায়া গ্রন্থের ভূমিকার টীকা থেকে সংগৃহীত। মূল লেখক : বুরহান উদ্দিন আল মারগানানী। ৫১১-৫৯৩ হিজরী)

ব্যাখ্যা : এখানে হিদায়া গ্রন্থকে (কওমী এবং আলিয়া মাদরাসার পাঠ্যবই) সরাসরি কুরআনের সমতুল্য গ্রন্থ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

তথ্য-২

হিজরী সপ্তম শতকের প্রারম্ভ থেকে খালিস তাকলীদের (অন্ধ-অনুসরণ) যুগের সূচনা হয়। এ যুগে ইজতিহাদ (গবেষণা) করার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন লোক না থাকার কারণে ইজতিহাদ প্রক্রিয়া প্রায় থেমে যায়। ফলে উলামায়ে কিরাম ও সাধারণ মানুষ সকলেই তাকলীদ করতে আরম্ভ করে। এমনকি মাস'আলার ব্যাখ্যা ও অনুশীলনেরও এখন খুব বেশি প্রয়োজন হয় না।

কেননা, ৪র্থ যুগ (হিজরী তৃতীয় শতকের শেষ বা চতুর্থ শতকের অর্ধেক পর্যন্ত বিস্তৃত) ও ৫ম যুগের (হিজরী চতুর্থ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ষষ্ঠ শতকের শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত) ফকীহগণ এমন একটি পূর্ণাঙ্গ ফিক্‌হশাস্ত্র (ইসলামী আইনশাস্ত্র তৈরি করে গিয়েছেন যাতে মানবজীবনের প্রত্যেকটি সমস্যার সমাধান রয়েছে। আমাদের চোখে সমস্যা যত নতুন বলেই দৃষ্ট হোক না কেন তার সমাধান ফুকাহায়ে কিরামের কিতাবসমূহে রয়েছে। সেখানে হয় ঐ সমস্যার সুনির্দিষ্ট সমাধান রয়েছে অথবা তা সমাধানের মূলনীতি উল্লিখিত আছে।

সে যুগের (হিজরী ষষ্ঠ শতকের শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত যুগ) কিতাবসমূহে এমন সমস্যারও সমাধান রয়েছে যা বাস্তবে এখনো ঘটেনি। সেখানে এত খুঁটিনাটি সমস্যারও সমাধান রয়েছে যা এখন অলীক বা কল্পনা বলে মনে হয়। তবে কালের বিবর্তনে হয়তো কোনো একসময়ে সেগুলোর উদ্ভব হবে। তখন সেগুলোর সমাধান ঐ পুরাতন কিতাবেই পাওয়া যাবে। নতুন ইজতিহাদের প্রয়োজন হবে না।

বস্তুত এটি ইসলামের মু'জিজা বা শান যা– إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ {নিশ্চয় আমরাই যিক্‌র (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং নিশ্চয় আমরা এর সংরক্ষণকারী (সুরা আল হিজর/১৫ : ৯)} ঘোষণার বাস্তব প্রতিফলন। অতএব এখন ইজতিহাদ (গবেষণা) করার অর্থ হলো জ্ঞাত বিষয়কে জানার জন্য অযথা চেষ্টা করে সময় ও শক্তির অপচয় করা।

হ্যাঁ, যদি এমন কোনো সমস্যার উদ্ভব হয় যার সমাধানের উপলক্ষ্য সে যুগের কিতাবসমূহে নেই এবং সেখানে এর মূলনীতিও উল্লেখ নেই তবে অবশ্যই ইজতিহাদ (গবেষণা) করতে হবে। এরূপ ক্ষেত্রে ইজতিহাদের দরজা চিরকালই খোলা আছে এবং থাকবে। এতে কারো কোনো মতভেদ নেই। **তবে তা মাযহাব চতুষ্টয়ের নির্ধারিত মূলনীতির ভিত্তিতেই করতে হবে।** মোদ্দা কথা হলো– ইসলামে যেমন ইজতিহাদের দ্বার অবরুদ্ধ নয় তেমনি বল্গাহীন ইজতিহাদেরও কোনো সুযোগ নেই।

এ যুগে কয়েকজন বিশিষ্ট আলিমই দরজায়ে ইজতিহাদে (গবেষণা করার মানে) পৌঁছেছিল। তবে তা ছিল এ যুগের প্রথমার্ধের দিকে। যেমন– আল্লামা কামাল ইব্‌ন হুমাম রহ., আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতী রহ., আল্লামা ইব্‌ন তায়মিয়া রহ., আল্লামা ইব্‌ন কায়্যিম রহ. প্রমূখ।

(ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ- ১ম প্রকাশ– জুন ২০০৪, পৃষ্ঠা-৭৯; প্রকাশক– ড. আ. ন. ম. আবদুর রহমান, পরিচালক, গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)

লেখকমণ্ডলী

১. মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক ফরীদী, ২. মাওলানা এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম, ৩. ড. মাওলানা মাহফুজুর রহমান, ৪. মাওলানা আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম, ৫. মাওলানা মুহাম্মাদ মুসা, ৬. মাওলানা যাইনুল আবেদীন, ৭. মাওলানা কাজী আবু হোরায়রা, ৮. ড. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল হক, ৯. ড. মাওলানা মুশতাক আহমদ ১০. মো. এবদুল্লাহ।

সম্পাদকমণ্ডলী

১. মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, ২. মাওলানা যাইনুল আবেদীন, ৩. মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক ফরীদী, ৪. মাওলানা আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম, ৫. মাওলানা মুহাম্মাদ আবু সুফিয়ান যাকী।

ব্যাখ্যা : এ তথ্যের **'এখন ইজতিহাদ (গবেষণা) করার অর্থ হলো জ্ঞাত বিষয়কে জানার জন্য অযথা চেষ্টা করে সময় ও শক্তির অপচয় করা'** কথাটির মাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে– ৬ষ্ট হিজরীর পর কুরআন সরাসরি পড়া বা কুরআন নিয়ে গবেষণা করা সময়ের অপচয় তথা কবীরা গুনাহ। আর এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে– ফিক্‌হগ্রন্থে কিয়ামত পর্যন্ত আসা সকল সমস্যার সমাধান আছে।

তথ্য-৩

... ... (বিভিন্ন বিষয়ে গভীর জ্ঞান না থাকা) অবস্থায় কুরআন ও সুন্নাহ ব্যাখ্যা করে সৎপথের সন্ধান করতে চাইলে সৎপথ পাওয়ার চাইতে পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি থাকবে। ফকীহগণের এ বিষয়ে পূর্ণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তারা সকল বিষয় পূর্ণাঙ্গভাবে বিবেচনা করে কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে ফিক্‌হশাস্ত্র সম্পাদনা করেছেন। এখন কুরআন সুন্নাহর আইন বলতে ফিক্‌হশাস্ত্রকেই বোঝানো হয়ে থাকে।

(আল মুখতাসারুল কুদুরী, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ২০০১ ইং সালের নতুন সংস্করণ যেটি জানুয়ারি ২০০৮ এ পুনর্মুদ্রণ হয়েছে; পৃষ্ঠা-১০; কওমী এবং আলিয়া মাদরাসার পাঠ্যবই **এবং** শরহে বেকায়া, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ৩য় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০০৬ ইং, পৃষ্ঠা-৬। কওমী এবং আলিয়া মাদরাসার পাঠ্যবই।)

ব্যাখ্যা : গ্রন্থ দুটিতেও প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থসমূহকে পরোক্ষভাবে কুরআনের সমতুল্য গ্রন্থ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

সম্মিলিত পর্যালোচনা

আল কুরআন ও প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থ সমান মর্যাদার গ্রন্থ বা আল কুরআন, হাদীসগ্রন্থ ও প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থের জ্ঞানার্জনের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই– এ ধরনের কথা বললে যে শিরকের গুনাহ হবে তা বোঝার জন্য বড়ো ইসলামী পণ্ডিত হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না।

তাই-

১. এ সকল কথা ইসলামের কোনো প্রকৃত মনীষীর বক্তব্য অবশ্যই হতে পারে না।
২. এ বক্তব্য ইসলামের কোনো প্রকৃত মনীষীর বক্তব্য বললে, ঐ মনীষীর ওপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হবে। এটিতে কবীরা গুনাহ হবে।
৩. এটি ইবলিস ও তার দোসরদের ইসলামের প্রকৃত মনীষীগণের নামে চালিয়ে দেওয়া কথা।

আর এটিও করা হয়েছে– জ্ঞানার্জনের মাধ্যম হিসেবে কুরআন থেকে মুসলিমদেরকে সরিয়ে ফিক্‌হগ্রন্থের দিকে ধাবিত করার জন্য।

প্রমাণ-৩

❑ ফিকহ্‌গ্রন্থকে হাদীসের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ বলে প্রচার করা

ইমাম মালেক রহ. নিজ ভাগ্নে আবু বকর ও ইসমাইল রহ.-কে বলেন, আমি দেখছি যে, হাদীস চর্চার প্রতি তোমাদের আগ্রহ অধিক। তবে যদি কল্যাণ চাও তবে তোমরা হাদীসের রেওয়ায়েত কম করো এবং ইলমে ফিক্‌হ বেশি অর্জন করো।

(আল-মুখতাসারুল কুদুরী, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ২০০১ ইং সালের নতুন সংস্করণ যেটি জানুয়ারি ২০০৮ এ পুনর্মুদ্রণ হয়েছে। পৃষ্ঠা নং- ১১)

ব্যাখ্যা : এটিও গোয়েন্দা মনীষীদের কথা যা ইসলামের কোনো প্রকৃত মনীষীদের নামে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর এটিও করা হয়েছে– জ্ঞানার্জনের মাধ্যম হিসেবে প্রকৃত হাদীস থেকে মুসলিমদেরকে সরিয়ে ফিক্‌হগ্রন্থের দিকে নেওয়ার জন্য।

প্রমাণ-৪

❑ বিজ্ঞান পড়া গুনাহ বলে প্রচার করা

'দ্বীনি ইলম ছাড়া যত ইলম আছে তা সবই আল্লাহর পথের প্রতিবন্ধক। এ মর্মে আল্লামা রূমীর এ শে'রটি প্রণিধানযোগ্য–

علمِ دین فقہ است وتفسیر وحدیث. ہر کہ خواند غیر ازین کرد خبیث

ইলমে দ্বীন হলো ইলমে ফিক্‌হ, তাফসীর ও হাদীস। এগুলো ছাড়া যে অন্য কিছু অধ্যয়ন করবে সে আল্লাহকে ভুলে যেতে বাধ্য'।

[উসূলুশ শাশী, পৃষ্ঠা নং ১৬। প্রকাশক আল-আকসা লাইব্রেরী, ঢাকা। প্রকাশকাল : ০৯. ১১. ২০০৪। মূল লেখক– ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (নিযামউদ্দিন শাশী নামে পরিচিত)। জন্ম- শাশ, সমরকন্দ, রাশিয়া। মৃত্যু- ৩২৫ হি.]

পর্যালোচনা

বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতের কাওমী মাদরাসাসমূহে বিজ্ঞান পড়ানো হয় না। এর কারণ হলো, উসূলুশ শাশী গ্রন্থের এ তথ্যটি।

বিজ্ঞান পড়া বা শেখানো যাবে না এমন কথা কুরআন বা নির্ভুল হাদীসের কোথাও নেই। আল কুরআনের ১/৬ অংশ হলো বিজ্ঞানবিষয়ক আয়াত। তাছাড়া কুরআনের অনেক বিষয় সঠিকভাবে বুঝতে গেলে বিজ্ঞানের সাধারণ

জ্ঞান থাকা দরকার। আর বিজ্ঞান গবেষণাসহ সকল গবেষণাকে কুরআন অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছে। তাই, তথ্যটি কুরআন ও হাদীসের সরাসরি বিরোধী।

আমরা মনে করি এ কবিতাটি আল্লামা রূমির নয়। কারণ, আল্লামা রূমিসহ ইসলামের কোনো প্রকৃত মনীষী কুরআনের সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলতে পারেন না। এ শে'রটি গোয়েন্দারা তৈরি করে আল্লামা রূমির নামে চালিয়ে দিয়েছে।

আর এটি করার কারণ হলো–

১. মুসলিমরা যেন কুরআন ও হাদীসের অনেক তথ্যের সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা করতে না পারে।
২. বিজ্ঞানে দুর্বল থাকা মুসলিম বিশ্ব যেন বিজ্ঞানে শক্তিশালী অমুসলিম বিশ্বকে ভয় করে চলে।
৩. মুসলিম বিশ্ব যেন অর্থনৈতিক দিক দিয়ে শক্তিশালী না হতে বা না থাকতে পারে।

শুভ সংবাদ হলো– বর্তমানে কাওমী মাদরাসার পরিচালকগণ বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন। তাই কওমী মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড খুব সীমিতভাবে হলেও বিজ্ঞানকে সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

প্রমাণ-৫

❑ **বিখ্যাত ব্যক্তিদের হাদীসের পাণ্ডুলিপিতে তাঁদের অজান্তে মিথ্যা হাদীস লিখে রেখে প্রচার করা**

জাল হাদীস প্রচারের একটি পদ্ধতি ছিল– পরিবারের কোনো সদস্যদের দিয়ে পাণ্ডুলিপির মধ্যে মিথ্যা হাদীস লিখে রাখা। অতঃপর গ্রন্থকার বা সংকলনকারীগণের বেখেয়ালে তা বর্ণনা করা।

{১. ইরাকী, আত-তাকঈদ, পৃষ্ঠা-২৮, ২৯
২. সুয়ুতী, তাদরীবুর রাবী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৮১-২৮৪
৩. হাদীসের নামে জালিয়াতি, ড. খন্দকার আ. ন. ম. আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০০৫, পৃষ্ঠা নং ১৩৪।}

পর্যালোচনা

এটি গোয়েন্দাদের মাধ্যমে জাল হাদীস প্রচারের সবচেয়ে ক্ষতিকর পদ্ধতি। আর এটি করা হয়েছে–

১. বিখ্যাত হাদীস সংকলকদের গ্রন্থে মিথ্যা হাদীস লিখে রেখে সে হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য।

২. মিথ্যা হাদীস ব্যাপকভাবে প্রচার করার জন্য।
৩. মিথ্যা হাদীস দিয়ে কুরআনের বিপরীত বক্তব্য ধারণকারী ফতোয়া বানিয়ে তা ইসলামের বিষয় বলে মুসলিমদের গ্রহণ করানোর জন্য।

বিখ্যাত হাদীস সংকলকদের হাদীসগ্রন্থে আল কুরআনের স্পষ্ট বিপরীত বক্তব্য ধারণকারী হাদীস থাকার কারণ এটি ছাড়া অন্য কিছু অবশ্যই হতে পারে না।

প্রমাণ-৬

❑ **মুসলিমদের সাথে মিলেমিশে গোয়েন্দাদের ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (মাদরাসা) তৈরি করা এবং সেগুলোর গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো দখল করা**

ঢাকা আলিয়া মাদরাসার প্রথম ১৭ জন প্রিন্সিপাল ছিল খ্রিষ্টান। তাদের মধ্যে ৫ জন একাধিক বার দায়িত্ব পালন করে। ১৮৫০ সাল থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত তারা ঐ পদে ছিল। অর্থাৎ প্রথম ৭৭ বছর ঢাকা আলিয়া মাদরাসার প্রিন্সিপাল ছিল খ্রিষ্টান। ঐ প্রিন্সিপালদের নাম ও সময়কাল হলো–

১. ড. এ. স্প্রেংগার (১৮৫০-১৮৭০)
২. স্যার উইলিয়াম নাসসান লীজ (১৮৭০-১৮৭০)
৩. মিস্টার জে. স্ট্যাকলিপ (১৮৭০-১৮৭৩)
৪. মিস্টার হেনরী ফার্ডিন্যান্ড ব্লকম্যান (১৮৭৩-১৮৭৮)
৫. মিস্টার এ. ই. গ্যাফ (১৮৭৮-১৮৮১)
৬. ড. এ. এফ. আর হর্নেল (১৮৮১-১৮৯০)
৭. মিস্টার এইচ. প্রথেরো (১৮৯০-১৮৯০)
৮. ড. এ. এফ. আর হর্নেল (১৮৯০-১৮৯২)
৯. মিস্টার. এফ. জে. রৌ (১৮৯২-১৮৯২)
১০. ড. এ. এফ. আর হর্নেল (১৮৯২-১৮৯৫)
১১. মিস্টার এফ. জে. রৌ (১৮৯৫-১৮৯৭)
১২. ড. এ. এফ. আর হর্নেল (১৮৯৭-১৮৯৮)
১৩. মিস্টার এফ. জে. রৌ (১৮৯৮-১৮৯৯)
১৪. মিস্টার এফ. সি. হিল (১৮৯৯-১৮৯৯)
১৫. স্যার আর্ল স্টেইন (১৮৯৯-১৯০০)
১৬. মিস্টার এইচ. এ. স্টার্ক (১৯০০-১৯০০)
১৭. লে. কর্নেল জি. এম. এ. রেংকিং (১৯০০-১৯০১)
১৮. মিস্টার এইচ. এ. স্টার্ক (১৯০১-১৯০৩)
১৯. স্যার এডওয়ার্ড ড্যানিসন রস (১৯০৩-১৯০৩)
২০. এইচ. ই. স্টেপলটন (১৯০৩-১৯০৪)
২১. স্যার এডওয়ার্ড ড্যানিসন রস (১৯০৪-১৯০৭)

২২. মিস্টার চ্যাপম্যান (১৯০৭-১৯০৮)
২৩. স্যার এডওয়ার্ড ড্যানিসন রস (১৯০৮-১৯১১)
২৪. মিস্টার আলেকজান্ডার হেমিলটন হার্লী (১৯১১-১৯২৩)
২৫. মিস্টার এম. জে. বটমলী (১৯২৩-১৯২৫)
২৬. মিস্টার আলেকজান্ডার হেমিলটন হার্লী (১৯২৫-১৯২৭)

পর্যালোচনা

আলিয়া মাদরাসা প্রথমে কোলকাতায় স্থাপিত হয়। তারপর তা ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়। এ সকল প্রিন্সিপালের নাম ঢাকা আলিয়া মাদরাসার প্রিন্সিপালের অফিসকক্ষের দেয়ালে টানানো আছে যা আমি নিজে দেখেছি। মাওলানা মমতাজ উদ্দীন আহমদ লিখিত (ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত) মাদরাসা-ই-আলিয়ার ইতিহাস বইয়েও নামগুলো লিখিত আছে।

বৃটিশ গোয়েন্দার ডায়রি বইটির অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য হলো– **'ইস্তাম্বুলে আমাদের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অত্যন্ত জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান। তারা দক্ষতার সাথে আমাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছেন। মুসলিমদের সাথে মিলে-মিশে তারা ছেলেমেয়েদের জন্য মাদরাসা খুলছে'।** সহজেই বোঝা যায় মুসলিমদের সাথে মিলে-মিশে গোয়েন্দাদের মাদরাসা খোলার পেছনে মূল কারণ ছিল– মুসলিম ছেলেমেয়েদের ছোটোবেলা থেকে ইসলামের নামে ভুল বা মিথ্যা কথা শিখিয়ে দেওয়া। যেন সারাটি জীবন তারা ঐ মিথ্যা কথার ওপর আমল করে যায় এবং তা প্রচার করা ঈমানী দায়িত্ব মনে করে।

আলোচ্য প্রমাণটি থেকে জানা যায়– গোয়েন্দারা শুধু মাদরাসাই তৈরি করেনি, প্রিন্সিপালও হয়েছে। প্রিন্সিপাল হতে পারলে– মুফাস্সির, মুহাদ্দিস, মুফতি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহ যে তারা দখল করেছিল তা বোঝা কঠিন নয়। আর যখন তারা নিশ্চিত হয়েছে যে– সিলেবাস তাদের ইচ্ছামত তৈরি হয়েছে, সিলেবাসের বইয়ে প্রয়োজনীয় মৌলিক ভুল ঢোকানো হয়েছে এবং সহজে ঐ তথ্য কেউ পরিবর্তন করতে পারবে না, তখন প্রিন্সিপালের দায়িত্ব মুসলিমদের হাতে ছেড়ে দিয়েছে। বিভিন্নভাবে মূলশিক্ষায় ভুল ঢোকানোর ঐ প্রচেষ্টা তারা এখনো চালু রেখেছে।

ঢাকা আলিয়া মাদরাসার প্রথম ২৬ জন প্রিন্সিপালের উল্লিখিত নামগুলো ছদ্ম নাম নয়, প্রকৃত নাম। কারণ, ঐ সময় বৃটিশ শাসন চলছিল। তাই ছদ্মনাম ব্যবহারের প্রয়োজন হয়নি।

বাংলাদেশে যদি এটি হতে পারে তবে অন্য মুসলিম দেশ বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে যে তা অনেক বেশি হয়েছে, এটি নিশ্চয়তা সহকারেই বলা যায়।

কারণ– আরব দেশ থেকে ইসলামের কোনো কথা উচ্চারিত হলে তা মুসলিম সমাজে সহজে গ্রহণযোগ্যতা পায়।

প্রমাণ-৭

❑ **'ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর ২/৩ বা ১/২ অংশ রায় (ফতোয়া) সম্পর্কে মতপার্থক্য আছে' কথাটি প্রচার করা।**

প্রচারিত কথা হলো– ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর ছাত্র বা ছাত্রের ছাত্ররা তাঁর ২/৩ বা ১/২ অংশ রায় (ফতোয়া) সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করেছেন। কথাটি আসলে 'ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর ২/৩ বা ১/২ অংশ রায় (ফতোয়া) সঠিক ছিল না' কথাটির মিষ্টির মোড়ক লাগানো রূপ।

সুধী পাঠক, 'ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর দুই তৃতীয়াংশ বা অর্ধেক রায় সঠিক ছিল না' কথাটির গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা নিম্নের ৪টির কোনটি?

১. ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর জ্ঞান-বুদ্ধি খুব প্রখর ছিল।
২. ইমামের ছাত্র বা ছাত্রের-ছাত্রদের মধ্যে কেউ কেউ গোয়েন্দা ছিল। যারা ইমামের সঠিক রায়ের সাথে ইচ্ছাকৃতভাবে দ্বিমত পোষণ করেছিল।
৩. কোনোটি সঠিক নয়
৪. বলা কঠিন।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সকল Common sense/আকল থাকা ব্যক্তিগণ দ্বিতীয়টি বলবেন।

আর এর কারণ হলো–

১. যে ব্যক্তির ২/৩ বা পূর্ণাঙ্গ রায় ভুল তিনি মনীষী দূরের কথা সাধারণ জ্ঞানী হতে পারে না।
২. ইমাম আবু হানিফা রহ. কুরআনের হাফিজ ছিলেন এবং অনেক হাদীস তাঁর মুখস্থ ছিল। তিনি তাবেয়ী ও অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। আর তিনি আরবী ভাষারও পণ্ডিত ছিলেন। তাই, ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর জ্ঞান-বুদ্ধি খুবই কম ছিল কথাটি বললে তাঁর ওপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার জন্য কবীরা গুনাহ হবে।

ইমাম আবু হানিফা রহ. ছিলেন তাবে'য়ী। অর্থাৎ সাহাবীগণের পরের স্তরের (২য় স্তর) মানুষ। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম রহ. ৪র্থ স্তরের মানুষদের হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু আবু হানিফা রহ.-কে হাদীসের রাবী (হাদীস বর্ণনাকারী) হিসেবে গ্রহণ করেননি। ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর সম্পর্কে প্রচারিত উপরিউক্ত প্রচারণা এর একটি প্রধান কারণ বলে মনে হয়।

প্রমাণ-৮

❑ **ইমাম আবু হানিফাকে জেলখানায় হত্যা করা এবং মনীষীদের গ্রন্থ পানিতে ফেলে দেওয়া বা পুড়িয়ে ফেলা**

এ বিষয়ে কিছু তথ্য–

তথ্য-১

পছন্দমত ফতোয়া না দেওয়ার জন্য তৎকালীন শাসক ইমাম আবু হানিফা রহ.-কে জেলে ঢুকিয়ে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেছিল। একই কারণে অন্য ইমামগণকে নির্মম নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছিল।

যদি প্রশ্ন করা হয়– যারা পছন্দমতো ফতোয়া না দেওয়ার জন্য ইমাম আবু হানিফা রহ.-কে জেলে ঢুকিয়ে বিষ প্রয়োগে হত্যা এবং অন্য ইমামগণকে নির্মম নির্যাতন করেছিল, তারা ইমামগণের লেখা নিয়ে নিম্নের ৪টির কোনটি করেছিল?

১. পরিবর্তন করেনি
২. পরিবর্তন করেছিল
৩. অবশ্যই পরিবর্তন করেছিল
৪. বলা কঠিন।

নিশ্চয় আপনারা সবাই বলবেন– অবশ্যই পরিবর্তন করেছিল।

তথ্য-২

বাগদাদের পতনের পর মুসলিম বিশেষজ্ঞদের লেখা বই এত ব্যাপকভাবে দজলা ও ফোরাত নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছিল যে, দুটি নদীর পানি কালো হয়ে গিয়েছিল। স্পেনের পতনের পর মুসলিমদের লাইব্রেরিগুলো পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

সহজেই বোঝা যায়– এর পেছনে মূল কারণ ছিল মুসলিম বিশেষজ্ঞদের লেখা বইগুলো সরিয়ে দেওয়া। অতঃপর তাঁদের নামে নতুন করে বই লেখা। যেখানে প্রকৃত মুসলিম বিশেষজ্ঞদের কথা কিছু থাকবে তবে অনেক মৌলিক কথা থাকবে বানানো। এরপর তা মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া।

সম্মিলিত পর্যালোচনা

এ সকল তথ্য পরোক্ষভাবে প্রমাণ করে যে– বর্তমান মুসলিম বিশ্বে যে সকল ফিক্‌হগ্রন্থ পড়ানো হয় সেখানে অনেক মূল তথ্য আছে যা প্রকৃত মুসলিম বিশেষজ্ঞদের কথা নয়। কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত ৪২টি বই এর বাস্তব প্রমাণ।

প্রমাণ-৯

- ❑ **বর্তমান যুগেও কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে সরানোর প্রচেষ্টা চালু থাকার একটি উদাহরণ**

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ

এটি হলো সুরা বাকারার ৩০ নং আয়াতের একটি অংশ। এর অর্থ নিম্নের দুটির কোনটি হবে বলে শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ মনে করেন?

১. যখন তোমার রব ফেরেশতাদের বললেন, নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি পাঠাতে যাচ্ছি।

২. যখন তোমার রব ফেরেশতাদের বললেন, বস্তুত আমি পৃথিবীতে বংশানুক্রমে মানুষ পাঠাতে যাচ্ছি।

আমরা নিশ্চিত যে আপনারা সবাই বলবেন প্রথমটি।

আবার যদি শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দকে প্রশ্ন করা হয় সুরা আন'আমের ১৬৫ নং আয়াতের নিম্নে উদ্ধৃত অংশের অর্থ, নিম্নের দুটির কোনটি হবে?

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ.....

১. আর তিনিই তোমাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধি বানিয়েছেন ... ...

২. আর তিনিই সেই সত্তা যিনি পৃথিবীতে তোমাদের বংশানুক্রমে একজনকে অন্যজনের স্থলাভিষিক্ত করেছেন ... ...

এবারও আমরা নিশ্চিত আপনারা সবাই বলবেন প্রথমটি হবে।

সুধী পাঠকবৃন্দ! জানতে পেরে অবাক হবেন যে– সৌদি আরবের বাদশা ফাহাদ কমপ্লেক্স থেকে প্রকাশিত ইংরেজি তাফসীরে এ আয়াত দুটির অনুবাদ করা হয়েছে দ্বিতীয়টি।

আর সে অনুবাদ হলো–

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ

And (remember) when your lord said to the angels verily, I am going to place (mankind) generation after generation on earth.

আর (স্মরণ করো) যখন তোমার রব ফেরেশতাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে বংশানুক্রমে মানুষ পাঠাতে যাচ্ছি।

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ.....

And it is he who has made you generations, replacing each other on the earth.

আর তিনিই সেই সত্তা যিনি পৃথিবীতে তোমাদের বংশানুক্রমে একজনকে অন্যের স্থলাভিষিক্ত করেছেন।

THE NOBLE QURAN
King fahd complex for the printing of holy Quran. Date- Hijri 21.11.1404 (1983).
Dr. Muhammad Taqi-ud-din al-Hilali (Former professor of Islamic faith and teachings, Islamic university, AlMadina Al-Munawwarah)
And
Dr. Muhammad Muhshin Khan (Former director, university hospital, Islamic university, Al-Madina Al-Munawwarah)

উম্মাতে মুহাম্মাদীর মূলশিক্ষায় ভুল ঢোকানো শুরু ও অগ্রযাত্রার সময়কাল ও পদ্ধতির প্রবাহচিত্র

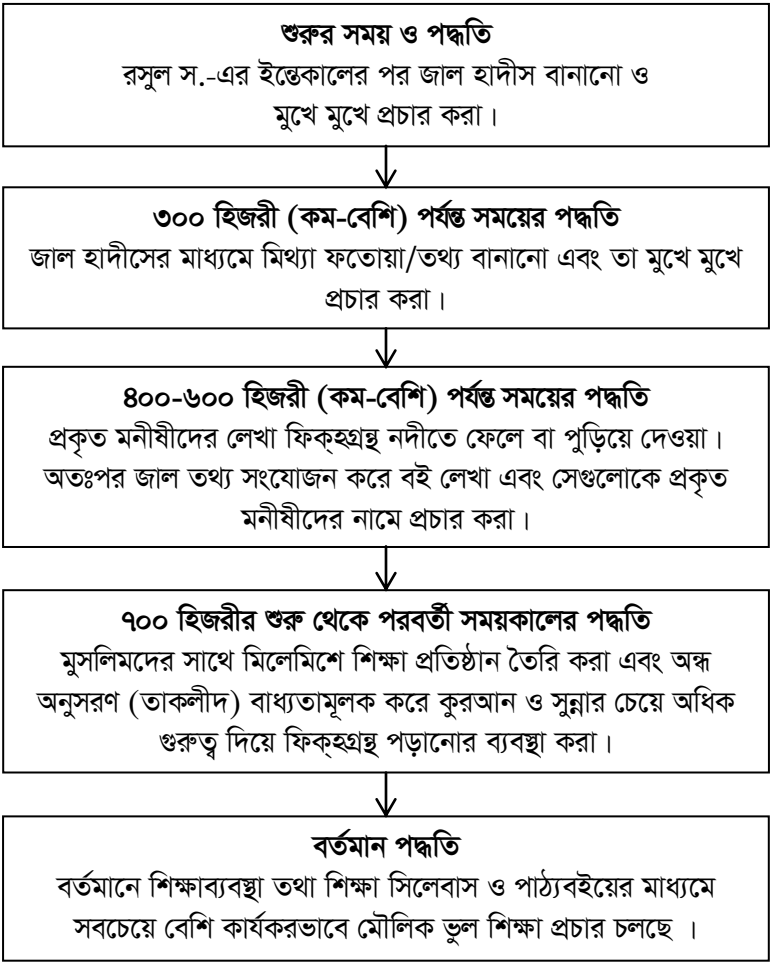

ইসলামের মূলশিক্ষায় ভুল ঢোকানো ও তা স্থায়ী করার জন্য গোয়েন্দাদের বিভিন্ন স্তরে করা সুনির্দিষ্ট কাজের প্রবাহচিত্র

বৃটিশ গোয়েন্দার ডায়রি, দৈনিক ইনকিলাবের প্রতিবেদন, তথ্যসন্ত্রাসের কবলে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ পুস্তিকা, প্রচলিত ফিক্‌হশাস্ত্র, প্রচলিত হাদীসগ্রন্থ এবং বর্তমান মুসলিমদের জ্ঞান ও আমল পর্যালোচনা করলে সহজে বোঝা যায়– নয়টি স্তরে কাজ করে ষড়যন্ত্রকারীরা তাদের মিশন সম্পন্ন করেছে। স্তর নয়টির প্রবাহচিত্র–

১. জ্ঞানের উৎসের তালিকা ও নীতিমালায় ভুল ঢুকিয়ে দেওয়া

↓

২. কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়া

↓

৩. সুন্নাহর জ্ঞান থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়া

↓

৪. কুরআনের চেয়ে হাদীসকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া

↓

৫. অভিনব পদ্ধতিতে ভুল তথ্য তৈরি করা

↓

৬. ভুল তথ্যগুলো ফিক্‌হশাস্ত্র ও মাদরাসার সিলেবাসে ঢুকিয়ে ব্যাপক প্রচার ও গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার ব্যবস্থা করা

↓

৭. মাদরাসায় সরাসরি কুরআন ও হাদীস পড়ানোর পরিবর্তে ফিক্‌হগ্রন্থ পড়ে ইসলাম শিখতে বাধ্য ও উৎসাহিত করা

↓

৮. ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ বন্ধ করে দিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া মিথ্যা কথাগুলোর সংস্কারের পথ রুদ্ধ করা

↓

৯. ভুল তথ্যগুলো মুসলিমদের বিনা-দ্বিধায় মেনে নেওয়ার জন্য অন্ধ অনুসরণ (তাকলীদ) চালু করা

গোয়েন্দাদের ৯টি স্তরের সুনির্দিষ্ট কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

এখন আমরা উপরিউক্ত ৯টি স্তরে গোয়েন্দারা যে বিস্ময়কর কাজসমূহ করেছে সেগুলো এবং প্রতিটি বিষয়ে প্রকৃত তথ্য সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করবো। সাথে সাথে কোন বইটি পড়লে বিষয়টি বিস্তারিতভাবে জানা যাবে সেটিও উল্লেখ করা হবে।

স্তর-১ : জ্ঞানের উৎসের তালিকা ও নীতিমালায় ভুল ঢুকিয়ে দেওয়া

ইসলামের শত্রুরা প্রথম স্তরে যে কাজটি করেছে তা হলো জ্ঞানের উৎসের তালিকা ও নির্ভুল জ্ঞানার্জনের নীতিমালায় ভুল ঢুকিয়ে দেওয়া। গোয়েন্দাদের করা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর কাজটি হলো এটি। কারণ, তারা জানে এটি যদি করা যায় তবে মুসলিমরা অনেক সঠিক তথ্য জানলেও তা ব্যবহার করে কখনো নির্ভুল জ্ঞানার্জন করতে পারবে না। জ্ঞানের উৎসে ভুল থাকলে জ্ঞানার্জনের নীতিমালায় অবশ্যই ভুল হবে। আর জ্ঞানার্জনের নীতিমালায় ভুল থাকলে অবশ্যই ভুল জ্ঞান অর্জিত হবে।

জ্ঞানের উৎসের প্রচলিত তালিকা

জ্ঞানের উৎসের প্রচলিত ইসলামী তালিকা (যা সারা মুসলিম বিশ্বে শেখানো হয় এবং প্রায় সকল সাধারণ মুসলিমও জানে)–

১. কুরআন
২. হাদীস
৩. ইজমা
৪. কিয়াস

কিয়াস হলো ইসলামের কোনো বিষয়ে একজন মনীষীর গবেষণার ফল। আর ইজমা হলো সামষ্টিক গবেষণার ফল। গবেষণার ফল কখনো উৎস হতে পারে না। গবেষণার ফল হবে রেফারেন্স (তথ্যসূত্র)। তাই কিয়াস ও ইজমা উৎস হবে না। কিয়াস ও ইজমা হবে রেফারেন্স।

জ্ঞানের উৎসের প্রকৃত তালিকা

জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ হলো–

১. কুরআন
২. সুন্নাহ (সকল সুন্নাহ হাদীস, কিন্তু সকল হাদীস সুন্নাহ নয়)
৩. Common sense/আকল/বিবেক

উৎস তিনটির মধ্যে তাত্ত্বিক (Theoretical) পার্থক্য–

১. কুরআন : আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান।
২. সুন্নাহ : আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। কিন্তু মূল জ্ঞান নয়। এটি হলো কুরআনের ব্যাখ্যা।
৩. Common sense : জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান।

উৎস তিনটির মধ্যে ব্যাবহারিক (Practical) পার্থক্য–

ক. মালিক ও দারোয়ান দৃষ্টিকোণ

১. কুরআন (আল্লাহ তা'য়ালা) : মালিক এবং মূল ব্যাখ্যাকারী।
২. সুন্নাহ (রসুল স.) : মালিকের নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী।
৩. Common sense : মালিকের নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ান।

খ. ভিত্তি ও মানদণ্ড দৃষ্টিকোণ

- কুরআন হলো মানদণ্ড জ্ঞান
- সুন্নাহ কুরআনের ব্যাখ্যামূলক জ্ঞান
- Common sense : ভিত্তি/বুনিয়াদি জ্ঞান

বিজ্ঞান হলো Common sense-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান। কারণ, বিজ্ঞানের প্রতিটি আবিষ্কারের পেছনে Common sense-এর বিরাট ভূমিকা রয়েছে।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যাবে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত নিম্নের বইগুলোতে–

- ❖ ইবলিস ও তার দোসরদের ষড়যন্ত্রের কবলে জ্ঞানের ইসলামী উৎস ও নীতিমালা (গবেষণা সিরিজ-৩৮)
- ❖ ইসলামী জীবন বিধানে Common Sense-এর গুরুত্ব (গবেষণা সিরিজ-৬)
- ❖ জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য (গবেষণা সিরিজ-৪২)

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রচলিত নীতিমালা

এটি জানা যায় কুরআন ব্যাখ্যার (তাফসীর) প্রচলিত নীতিমালা থেকে। যেমন–

গ্রন্থ-১ : কান্‌জুল উসূল ইলা মা'রিফাতিল উসূল, আল মিলাল ওয়ান নিহাল ও আবু হুরায়রা কর্তৃক রচিত উসূলুল ফিকহ

শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী রহ. ইমাম বাগাবী রহ.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, যার মধ্যে নিম্নোল্লিখিত শর্তগুলোর একটিও কম থাকবে, তার জন্য কোনো মুজতাহিদ ইমামের তাকলীদ (অন্ধ অনুসরণ) করা ছাড়া অন্য পথ নেই–

১. কুরআনের সকল আয়াত নাযিল হওয়ার সময়কালের জ্ঞান।
২. নাসিখ-মানসুখ সম্পর্কিত জ্ঞান।
৩. মুজমাল (সংক্ষিপ্ত) আয়াতসমূহ জানা।
৪. মুতাশাবিহ আয়াতসমূহ জানা।
৫. পুরো কুরআনের ব্যাখ্যায় রসুল স.-এর রেখে যাওয়া দশ লক্ষ হাদীস সনদের ভিন্নতাসহ জানা আবশ্যক। কমপক্ষে যে সকল হাদীস দিয়ে শরিয়তের বিধি-বিধান সাব্যস্ত হয় সেসব হাদীস সনদ, মতন ও রাবীদের জীবন ইতিহাসসহ মুখস্ত থাকা।
৬. আরবী ভাষা সম্পর্কে দক্ষ ও অভিজ্ঞ হওয়া।
৭. আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে বুদ্ধিমত্তা ও অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বিশেষভাবে ভূষিত হওয়া।
৮. প্রখর স্মরণশক্তি ও জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া।
৯. ইজতিহাদ ও মাসআলা চয়নের নীতিমালার ওপর পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখা।

(১. কান্‌জুল উসূল ইলা মা'রিফাতিল উসূল-২৭০, ২. উসূলি ফিকাহ লি আবু হুরায়রা-২৬৩, ৩. আল মালাল ওয়ান নাহাল-১/২০০, মিশরী ছাপা)

গ্রন্থ-২ : মাবাহিস ফী উলূমিল কুরআন

এ গ্রন্থে কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি সম্পর্কে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো–

১. সহীহ আকীদাসম্পন্ন হওয়া।
২. প্রবৃত্তির অনুগামী না হওয়া।
৩. ইলমুত তাওহীদ জানা।
৪. ইলমুল আকায়েদ জানা।
৫. কুরআনের ব্যাখ্যা প্রথমত কুরআন দিয়ে করা।
৬. এরপর কুরআনের ব্যাখ্যা হাদীসে খোঁজ করা, কারণ তা কুরআনের সরাসরি ব্যাখ্যা।
৭. এরপর সুন্নায় ব্যাখ্যা না পেলে সাহাবায়ে কিরামের বক্তব্যের মধ্যে কুরআনের ব্যাখ্যা খোঁজা।

৮. কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কিরামের বক্তব্যের মধ্যে কুরআনের ব্যাখ্যা না পেলে তাবেয়ীদের বক্তব্য দেখা।
৯. আরবী ভাষাতত্ত্বে পণ্ডিত হওয়া।
১০. ইসলামী আইনতত্ত্ব (ফিকহ) জানা।
১১. কুরআন নাজিলের প্রেক্ষাপট জানা।
১২. নাসিখ-মানসুখ জানা।
১৩. মুহকাম মুতাশাবেহাহ জানা।
১৪. ইলমুল ক্বিরাত জানা।
১৫. কুরআনের সাথে সম্পর্কিত মৌলিক জ্ঞান জানা।
১৬. একটি অর্থকে আরেকটির ওপর প্রাধান্য দান ও একাধিক অর্থ থেকে একটি অর্থ বিশ্লেষণ করে বের করার মতো সূক্ষ্ম জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া।

(মাবাহিস ফী উলূমিল কুরআন, মান্না' আল কাত্তান, পৃষ্ঠা-৩২১)

পর্যালোচনা : নবী-রসুল ছাড়া অন্য কোনো মানুষের উল্লিখিত মূলনীতিসমূহের জ্ঞান বা যোগ্যতা থাকা সম্ভব নয়। অর্থাৎ উল্লিখিত মূলনীতিসমূহের জ্ঞান ব্যবহার করে কুরআনের তাফসীর করার মতো কোনো মানুষ পৃথিবীতে নেই। তাছাড়া মূলনীতিগুলোর কয়েকটি কুরআন ও সুন্নাহর সরাসরি বিপরীত (পরে আসছে)। আবার কুরআন ও সুন্নায় সরাসরি উল্লিখিত কয়েকটি এই মূলনীতিগুলোর মধ্যে নেই।

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রকৃত ইসলামী নীতিমালা

ক. কুরআন ব্যাখ্যার প্রকৃত ইসলামী নীতিমালা

কুরআন ও হাদীসের সরাসরি তথ্যের ভিত্তিতে আল কুরআনের ব্যাখ্যা করার যে নীতিমালা পাওয়া যায় তা হলো–

১. কুরআনে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য নেই।
২. একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
৩. কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন।
৪. কুরআন বিরোধী বক্তব্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা।
৫. সত্য উদাহরণকে আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষার মর্যাদা দেওয়া।
৬. একাধিক অর্থবোধক আয়াতের ব্যাখ্যা করার সময় উৎকর্ষিত আকল/Common sense/বিবেকের রায় বা বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করা।

৭. কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) কোনো আয়াত নেই।
৮. খুঁটিনাটি/অমৌলিক বিষয়কে গুরুত্ব না দেওয়া।
৯. কয়েক বছর পরপর অনুবাদ বা ব্যাখ্যার সংস্করণ বের করা।
১০. আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান।

খ. জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত ৩টি উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)

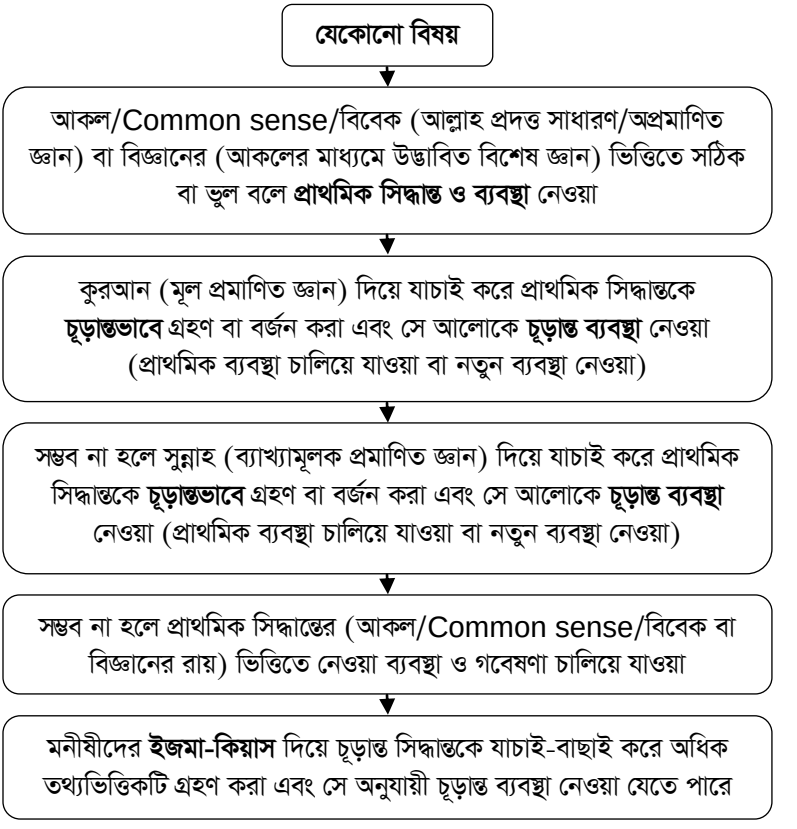

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যাবে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত নিম্নের বই দুটিতে–

- ❖ কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা (গবেষণা সিরিজ-২৬)
- ❖ কুরআন, সুন্নাহ ও Common Sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) (গবেষণা সিরিজ-১২)

স্তর-২ : কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়া

একটি গ্রন্থের বেশি বেশি ও যথাযথ জ্ঞানী লোক তৈরি এবং সে জ্ঞান অনুযায়ী তাদের আমল করাতে হলে যে স্তর বা বিষয়গুলো থাকে তা হলো–

১. গ্রন্থটির জ্ঞানার্জনকে উৎসাহিত করামূলক কথা সমাজে ব্যাপকভাবে চালু থাকা এবং নিরুৎসাহিত করামূলক কথা চালু না থাকা।

২. জীবনের বেশির ভাগ সময় গ্রন্থটা ধরে পড়ার পথে বড়ো মাপের কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকা। এটি থাকলে গ্রন্থটা পড়ার সময় অনেক কমে যায়।

৩. মানুষ গ্রন্থটি অর্থছাড়া বা জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্য ছাড়া পড়তে আকৃষ্ট হয়, এমন কথা চালু না থাকা।

৪. গ্রন্থটির পঠন পদ্ধতি এমন হওয়া উচিত যেন না বুঝে গ্রন্থটি পড়া কঠিন হয় এবং পড়ার সময় মানুষের মন সর্বাধিকভাবে আবেগে উদ্বেলিত হয়। এতে গ্রন্থটির বক্তব্যের ব্যাপারে পাঠকের বিশ্বাস দৃঢ় হয়।

৫. গ্রন্থটির অনুবাদ করার সময় দারুণভাবে খেয়াল রাখতে হবে যেন অনুবাদকৃত শব্দের গুরুত্ব মূল শব্দের গুরুত্বের সমান হয়। তা না হলে ঐ বাক্যে যে কথাটি বলা হয়েছে, তার গুরুত্ব কম বা বেশি হয়ে যাবে।

৬. গ্রন্থটিতে থাকা (মৌলিক) বিষয়ের সবগুলো অনুসরণ করার প্রয়োজন নেই এমন কথা চালু না থাকা।

৭. ব্যাবহারিক গ্রন্থের অনুবাদ ও তাফসীরের সংস্করণ করা এবং সর্বশেষ সংস্করণ পড়তে উৎসাহিত করা।

আল কুরআনের প্রকৃত জ্ঞান থেকে দূরে রাখার জন্য ওপরে বর্ণিত প্রতিটি স্তর বা বিষয়ে গোয়েন্দা আলিমরা যে সকল কথা মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে চালু করে দিতে সক্ষম হয়েছে তার শিরোনাম–

১. কুরআনের জ্ঞানার্জনের দিকে আকৃষ্ট না হওয়া বা নিরুৎসাহিত হওয়া ধরনের কথা বা কাজ–

- 'কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড়ো গুনাহ' তথ্যটি প্রচার হতে না দেওয়া।
- কুরআনের জ্ঞানার্জন করা নফল ইবাদাতের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো ইবাদাত।
- কুরআন বোঝা অত্যন্ত কঠিন।
- জ্ঞানার্জনের চেয়ে আমলের গুরুত্ব বেশি।

- জানার পর আমল না করা, না জানার কারণে আমল না করার চেয়ে বেশি গুনাহ।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যাবে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত নিম্নের বইটিতে–

❖ মু'মিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ (গবেষণা সিরিজ-৪)

২. জাগ্রত জীবনের অধিকাংশ সময় কুরআন ধরে পড়ার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা ধরনের কথা–

- ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা পাপ।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যাবে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত নিম্নের বইটিতে–

❖ কুরআনের সাথে ওজু-গোসলের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য (গবেষণা সিরিজ-৯)

৩. জ্ঞানার্জন হয় না এমনভাবে কুরআন পড়তে উৎসাহিত করা ধরনের কথা–

- অর্থ না বুঝে কুরআন পড়লে প্রতি অক্ষরে দশ নেকি।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যাবে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত নিম্নের বইটিতে–

❖ ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব? (গবেষণা সিরিজ-৭)

৪. অর্থ না বুঝে পড়া যায় এবং পড়ার সময় মন সর্বাধিকভাবে আবেগ উদ্বেলিত না হয় (ঈমান বৃদ্ধি না পায়) এমন পদ্ধতিতে তথা একই ভঙ্গিতে সুর করে টেনে টেনে কুরআন পড়ার পদ্ধতি চালু করে দেওয়া।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যাবে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত নিম্নের বইটিতে–

❖ আল কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর, না আবৃত্তির সুর? (গবেষণা সিরিজ-১০)

৫. অনুবাদ করার সময় মূল শব্দের গুরুত্ব কমে যায় এমন শব্দ ব্যবহার করা যেমন– 'কোনো সাওয়াব নেই' কথাটির স্থানে 'প্রকৃতভাবে কোনো সাওয়াব নেই' লেখা। 'অবশ্য করণীয়' কথাটির স্থানে 'করণীয়' লেখা।

৬. কুরআনে থাকা (মৌলিক) বিষয়ের সবগুলো অনুসরণ করার প্রয়োজন নেই এমন ধারণা দেওয়ামূলক কথা–

- কুরআনের সকল বক্তব্য মুসলিমদের জন্য প্রযোজ্য নয়।
- কুরআনের কিছু আয়াতের তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু হুকুম চালু নেই (নাসিখ-মানসুখ)।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যাবে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত নিম্নের বইটিতে–

❖ 'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক? (গবেষণা সিরিজ-৩১)

৭. কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীরের সংস্করণ করা এবং সর্বশেষ সংস্করণ পড়াকে নিরুৎসাহিত করামূলক কথা–

- অনুবাদ ও তাফসীর যত পুরাতন তত ভালো।
- নতুন করে তাফসীর লিখতে যাওয়া সময় ও শক্তির অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যাবে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত নিম্নের বইটিতে–

❖ মু'মিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ (গবেষণা সিরিজ-৪)

স্তর-৩ : সুন্নাহর (হাদীস) জ্ঞান থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়া

সুন্নাহর জ্ঞান থেকে দূরে সরানোর জন্য গোয়েন্দারা বিস্ময়কর অনেক কাজ করেছে বা কথা চালু করেছে। এর প্রধান কয়েকটির শিরোনাম–

১. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রের 'হাদীস' এবং 'সহীহ হাদীস' শব্দ দুটির প্রকৃত সংজ্ঞা প্রায় সকল মুসলিমের দৃষ্টির আড়ালে নিয়ে যাওয়া।
২. জাল হাদীস বানানো এবং মুসলিম সমাজে তা ছড়িয়ে দেওয়া।
৩. যে হাদীসের বিশুদ্ধতা নিশ্চিত নয় তার নাম 'সহীহ হাদীস' (নির্ভুল হাদীস) দেওয়া।
৪. নির্ভুল হাদীস বাছাই করার জন্য সনদের মাধ্যমে বাছাই করার পদ্ধতিকে একমাত্র এবং চূড়ান্ত পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করা।
৫. বাজারের হাদীস বইয়ে হাদীসের অসতর্ক উপস্থাপন পদ্ধতি।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যাবে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত নিম্নের বইটিতে–

❖ প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি? (গবেষণা সিরিজ-১৯)

স্তর-৪ : কুরআনের চেয়ে হাদীসকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া

মুসলিমগণ যাতে কুরআনের চেয়ে হাদীসকে বেশি গুরুত্ব দেয় সে ব্যাপারে গোয়েন্দারা যে সকল অবাক হওয়ার মতো কাজ করেছে তার প্রধান কয়েকটির শিরোনাম হলো–

১. আহলে হাদীস ও আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামা'য়াতের নাম ও মূলনীতি থেকে কুরআনকে বাদ দেওয়া।
২. কুরআন না বুঝে (অর্থ ছাড়া) পড়াকে উৎসাহিত করা হয়েছে কিন্তু হাদীসের ব্যাপারে তা করা হয়নি।
৩. হাদীস দিয়ে কুরআনকে রহিত করার নীতিমালা চালু করা।

- 'কুরআনের চেয়ে হাদীস বেশি গুরুত্বপূর্ণ' কথাটি বর্তমান মুসলিম জাতির মেনে নেওয়ার প্রমাণ–
  ১. 'আহলে হাদীস' ও 'আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামা'য়াত' নামে সংগঠন থাকা কিন্তু 'আহলে কুরআন ও হাদীস' ও 'আহলুল কুরআন সুন্নাত ওয়াল জামা'য়াত' নামে সংগঠন না থাকা।
  ২. মাদরাসায় খতমে বুখারীর অনুষ্ঠান জাঁকজমকসহকারে পালন করা হয় কিন্তু খতমে তাফসীরের কোনো অনুষ্ঠান হয় না।
  ৩. মাদরাসায় হাদীসের শিক্ষকের মর্যাদা তাফসীরের শিক্ষকের মর্যাদার চেয়ে অনেক বেশি।
  ৪. কওমী মাদরাসায় দাওরায় হাদীস ডিগ্রি আছে কিন্তু দাওরায় কুরআন ডিগ্রি নেই।
  ৫. শায়খুল হাদীস অনেক আছে কিন্তু শায়খুল কুরআন বা তাফসীর নেই বললেই চলে।
  ৬. হাদীসের ক্লাসে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি তাফসীরের ক্লাসের চেয়ে অনেক বেশি হওয়া।
  ৭. কুরআনের চেয়ে হাদীসে অনেক বেশি শিক্ষার্থীর উচ্চতর পড়াশুনা করা।
  ৮. বাংলদেশে এখন পর্যন্ত (ইংরেজি ২০২৩ সাল) অধিকাংশ কামিল মাদরাসায় হাদীস বিভাগ আছে, কিন্তু তাফসীর বিভাগ নেই।
  ৯. অধিকাংশ মাদরাসায় পড়া ব্যক্তিগণ বক্তব্য উপস্থাপনের সময় হাদীসের তথ্য কুরআনের তথ্যের আগে বলেন বা হাদীসের তথ্য কুরআনের তথ্যের চেয়ে বেশি বলেন।
  ১০. সহীহ হাদীসের বক্তব্যকে ঠিক রাখার জন্য কুরআনের বক্তব্যকে অগ্রহণযোগ্যভাবে ব্যাখ্যা করা।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যাবে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত নিম্নের বইটিতে–

❖ প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি? (গবেষণা সিরিজ-১৯)

স্তর-৫ : অভিনব পদ্ধতিতে ভুল তথ্য তৈরি করা

গোয়েন্দারা যে অভিনব পদ্ধতিতে ভুল তথ্য তৈরি করেছে তা হলো–

১. অধিকাংশ ক্ষেত্রে কুরআন নয় হাদীসকে তথ্যের মূল দলিল হিসেবে নেওয়া হয়েছে।

২. অনেক ক্ষেত্রে কুরআন ও Common sense/আকলের সম্পূরক সহীহ হাদীস থাকা সত্ত্বেও কুরআন ও Common sense/আকল বিরোধী সহীহ হাদীসকে দলিল ধরা হয়েছে। মু'মিনের জাহান্নামে থাকার মেয়াদ, শাফায়াত ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে এটি করা হয়েছে।

৩. কিছু ক্ষেত্রে শক্তিশালী সহীহ হাদীস থাকা সত্ত্বেও দুর্বল সহীহ হাদীসের ভুল ব্যাখাকে দলিল ধরে ভুল তথ্য তৈরি করা হয়েছে। অর্থছাড়া কুরআন পড়ায় দশ নেকী হওয়া– এ ধরনের একটি বিষয়।

৪. কিছু ক্ষেত্রে তথ্য তৈরি করা হয়েছে কুরআনের এক বা একাধিক আয়াতের এমন একটি অর্থ বা ব্যাখ্যা থেকে যা অন্য আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যার বিপরীত। এ ধরনের বিষয়ের মধ্যে আছে ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা, শিরক সবচেয়ে বড়ো গুনাহ, তাকদীর, আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয় ইত্যাদি।

প্রতি ক্ষেত্রে–

১. কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোনো বক্তব্য নেই।

২. একই বিষয়ের সকল আয়াত ও হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে একটি বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে।

৩. কুরআনের বিরোধী কথা রসুলুল্লাহ স.-এর কথা হতে পারে না।

ইসলামী বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর এ তিনটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতির একটি, দুটি বা সবকটিকে উপেক্ষা করা হয়েছে।

স্তর-৬ : ভুল তথ্যগুলো ফিক্‌হশাস্ত্র এবং মাদরাসার সিলেবাসে ঢুকিয়ে ব্যাপক প্রচার ও গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার ব্যবস্থা করা

এ লক্ষ্যে গোয়েন্দারা ধাপে ধাপে যে কাজ করেছে তা হলো–

ধাপ-১

প্রথম ধাপে প্রকৃত মনীষীগণের লেখা ফিক্‌হগ্রন্থগুলো নষ্ট করা হয়েছে। আর এটি করা হয়েছে গ্রন্থগুলো পানিতে ফেলে, আগুনে পুড়িয়ে বা অন্য কোনোভাবে। ১২৫৮ সালে বাগদাদে মুসলিমদের পতনের পর ইসলামের প্রকৃত মনীষীগণের লেখা গ্রন্থগুলো দাজলা ও ফোরাত নদীতে ফেলে দেওয়া এবং স্পেনে মুসলিমদের পতনের পর লাইব্রেরিগুলো পুড়িয়ে দেওয়া এ ধাপের প্রমাণ।

ধাপ-২

এ ধাপে নষ্ট করা প্রকৃত গ্রন্থের স্থলে মনীষীদের নামে নতুন ফিক্‌হগ্রন্থ তৈরি করা হয়েছে। ঐ গ্রন্থে প্রকৃত মনীষীগণের কিছু কথার সাথে গোয়েন্দাদের বানানো মিথ্যা কথা/ফতোয়া লিখে রাখা হয়েছে।

এর প্রমাণ হলো– মাঠের অবস্থা। অর্থাৎ বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের জ্ঞান ও আমল। বর্তমানে অধিকাংশ মুসলিমের অনেক মৌলিক বিষয়ের জ্ঞান ও আমল কুরআন ও হাদীসের সরাসরি বিপরীত। এটি প্রমাণ করে– যে ফিক্‌হগ্রন্থ পড়ে তারা ইসলাম শিখেছে বা তাদেরকে শেখানো হয়েছে সেখানে অনেক মৌলিক কথা আছে যা প্রকৃত মনীষীদের লেখা নয়।

ধাপ-৩

মুসলিমদের সাথে মিলে মাদরাসা বানানো হয়েছে। অতঃপর জাল ফতোয়া ধারণকারী ফিক্‌হগ্রন্থকে পাঠ্যবই হিসেবে মাদরাসার সিলেবাসে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বর্তমান বিশ্বের কোটি কোটি মুসলিম ছেলেমেয়ে প্রচলিত ফিক্‌হশাস্ত্র অধ্যয়ন করে কিছু সঠিক তথ্যের সাথে গোয়েন্দাদের ঢুকিয়ে দেওয়া মারাত্মক ভুল তথ্যগুলোকেও সঠিক বলে মেনে নিচ্ছে। এরপর সারাটি জীবন ভুল তথ্যগুলোর ওপর আমল করছে এবং ঈমানী দায়িত্ব মনে করে প্রচার করছে।

প্রচলিত ফিক্‌হশাস্ত্রে যে সকল তথ্য আছে নির্ভুলতার দৃষ্টিকোণ থেকে সেগুলোর অবস্থান হলো–

- কিছু তথ্য সঠিক।
- কিছু তথ্য সভ্যতার জ্ঞানে দুর্বলতার জন্য প্রকৃত মনীষীদের কুরআন-হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা না করতে পারার কারণে ভুল হয়েছে।
- কিছু তথ্য গোয়েন্দাদের ঢুকিয়ে দেওয়া মিথ্যা তথ্য।

গোয়েন্দা মনীষীদের ষড়যন্ত্রের কুফলস্বরূপ মানবসভ্যতা ও মুসলিম জাতির মৌলিক শিক্ষায় ঢুকে যাওয়া ভুলের কয়েকটি নমুনা

ইবলিস ও তার দোসররা মানবজাতির মূলশিক্ষায় ব্যাপক পরিমাণে মৌলিক ভুল ঢুকিয়েছে। তবে বেশি ভুল ঢোকানো হয়েছে মুসলিম জাতির মৌলিক শিক্ষায়। কারণ– আল্লাহর কিতাবের মধ্যে শুধু আল কুরআন বর্তমানে নির্ভুলভাবে আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। অন্যদিকে কুরআন হলো আল্লাহ প্রেরিত কিতাবের শেষ সংস্করণ।

বিষয়টি আমরা দুটি উপ-শিরোনামে উপস্থাপন করবো–

ক. মানবসভ্যতার মৌলিক শিক্ষায় ঢোকানো ভুলের কিছু নমুনা।

খ. মুসলিম জাতির মৌলিক শিক্ষায় ঢোকানো ভুলের কিছু নমুনা।

ক. মানবসভ্যতার মৌলিক শিক্ষায় ঢোকানো ভুলের কিছু নমুনা

নমুনা-১

বিশ্বের মানুষদের কাছে যদি জানতে চাওয়া হয় General knowledge ও Common sense-এর অর্থ সম্পর্কে নিম্নের ৪টির কোনটি সঠিক?

১. General knowledge অর্থ– সাধারণ জ্ঞান

২. Common sense অর্থ– সাধারণ জ্ঞান

৩. উভয়টি সঠিক

৪. কোনোটি সঠিক নয়।

বিশ্বের মানুষেরা কেউ উত্তর দেবে ১ নম্বরটি এবং কেউ উত্তর দেবে ২ নম্বরটি। কিন্তু তা সঠিক নয়।

এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে–

- General knowledge অর্থ অর্জিত সাধারণ জ্ঞান। যা মানুষ বই-পুস্তক বা আলোচনা শুনে শেখে।
- Common sense অর্থ জন্মগতভাবে পাওয়া সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান। যা সৃষ্টিকর্তা জন্মগতভাবে সকল মানুষকে দিয়েছেন।

বিষয়টি বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত–

- ❖ আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর।
- ❖ ইসলামী জীবন বিধানে Common Sense এর গুরুত্ব (গবেষণা সিরিজ- ৬) নামের বইটি।

নমুনা-২

বিশ্বের মানুষদের যদি জিজ্ঞাসা করা হয় নিম্নের কথাটি সঠিক না ভুল?

- ▪ মহাবিশ্বের কোনো কিছু এমনকি গাছের পাতাটিও আল্লাহ/গড/ঈশ্বরের তাৎক্ষণিক ইচ্ছা ছাড়া পড়ে না বা ঘটে না।

প্রায় শতভাগ মানুষ উত্তর দেবে সঠিক। কিন্তু উত্তরটি সঠিক নয়।

প্রকৃত তথ্য

মহাবিশ্বের সকল কিছু (প্রায়) ঘটে দুটি ইচ্ছার মিলনের ফলে। আল্লাহ/গড/ঈশ্বরের অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা তথা তৈরি করে রাখা প্রোগ্রাম (বিধি-বিধান) এবং মানুষের তাৎক্ষণিক ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টার মিলনের ফলে।

বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত–

- ❖ আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর।
- ❖ আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া কথাগুলোর প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা (গবেষণা সিরিজ-২৪) নামের বইটি।

নমুনা-৩

বিশ্বের মানুষদের যদি জিজ্ঞাসা করা হয় নিম্নের কথাটি সঠিক না ভুল?

- ▪ কপালের লিখন না যায় খণ্ডন তথা সকল কিছুর পরিণতি বা ভাগ্য আল্লাহ/গড/ঈশ্বর কর্তৃক পূর্বনির্ধারিত।

প্রায় শতভাগ মানুষ উত্তর দেবে সঠিক। কিন্তু উত্তরটি সঠিক নয়।

প্রকৃত তথ্য

মহাবিশ্বের সকল কিছুর প্রোগ্রাম আল্লাহ/গড/ঈশ্বর কর্তৃক পূর্বনির্ধারিত। মানুষের স্বাধীনভাবে তা পরিবর্তন করার ক্ষমতা নেই।

বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত–

- ❖ আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর।
- ❖ তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা (গবেষণা সিরিজ-১৭) নামের বইটি।

নমুনা-৪

বিশ্বের মানুষদের যদি জিজ্ঞাসা করা হয় নিম্নের কথাটি সঠিক না ভুল?

- মৃত্যুর একটি সময় আল্লাহ/গড/ঈশ্বর কর্তৃক পূর্বনির্ধারিত। যার এক মুহূর্ত আগে বা পরে কারও মৃত্যু ঘটে না।

প্রায় শতভাগ মানুষ উত্তর দেবে সঠিক। কিন্তু উত্তরটি সঠিক নয়।

প্রকৃত তথ্য

মানুষের মৃত্যুর সময় দুটি–

- একটি সুনির্দিষ্ট। এটি বয়োবৃদ্ধির (Aging process) নিয়ম দিয়ে নির্ধারিত।
- অন্যটি অনির্দিষ্ট। এটি জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত। অর্থাৎ জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে এটি ঘটতে পারে। রোগ ও চিকিৎসার ধরনের ভিত্তিতে এ সময়টি নির্ধারিত হয়।

বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত–

- ❖ আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর।
- ❖ মৃত্যুর সময় ও কারণ প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য (গবেষণা সিরিজ-২৭) নামের বইটি ।

নমুনা-৫

বিশ্বের মানুষের অতি পরিচিত একটি ছবি হলো–

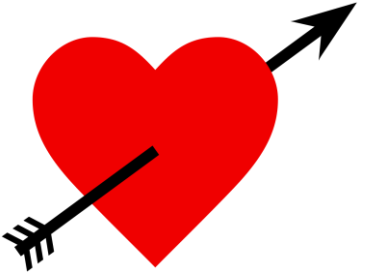

ছবিটি প্রমাণ করে– বিশ্বের মানুষ, বিশেষ করে মুসলিম জাতির ধারণা হলো প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা, স্নেহ-মমতা ও Common sense/আকল/বিবেক ইত্যাদি থাকে বুকে অবস্থিত হৃৎপিণ্ডে। কিন্তু এ ধারণা সঠিক নয়।

প্রকৃত তথ্য

প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা, স্নেহ-মমতা ও Common sense/আকল/বিবেক, বিশ্লেষণ ক্ষমতা ইত্যাদি থাকে মাথায় অবস্থিত ব্রেইনের সম্মুখ অংশে (Fore brain)।

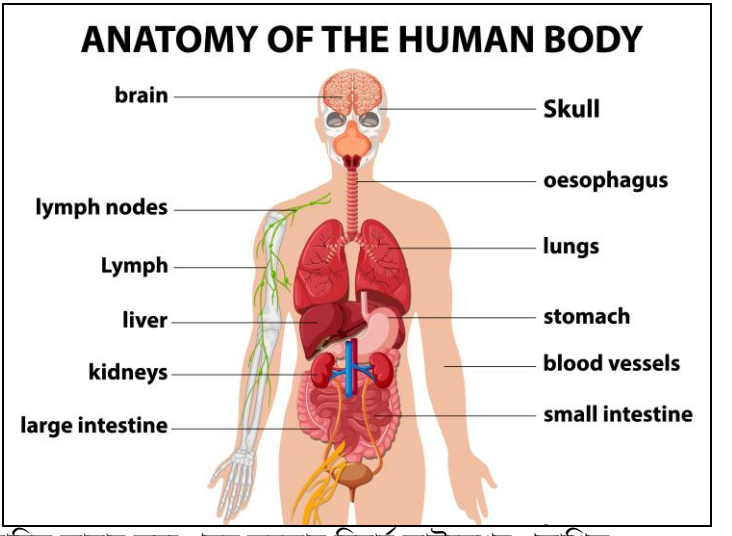

বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত–

- ❖ আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর।
- ❖ মানব শরীরে 'ক্বলব'-এর অবস্থান প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য (গবেষণা সিরিজ- ৩৬) নামের বইটি।

নমুনা-৬

বিশ্বের মানুষকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিম্নের ৪টির কোনটি?

১. উপাসনা ধরনের কাজ (প্রার্থনা, পূজা, সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদি) করা
২. ন্যায় কাজ করা ও অন্যায় কাজ থেকে দূরে থাকা
৩. কোনোটি সঠিক নয়
৪. বলা কঠিন

অধিকাংশ মানুষ উত্তর দেবে ১ নম্বরটি সঠিক। কিন্তু উত্তরটি সঠিক নয়।

প্রকৃত তথ্য

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো– ন্যায় কাজ করা ও অন্যায় কাজ থেকে দূরে থাকা। অর্থাৎ মানবাধিকার বা বান্দার হক ধরনের কাজ করা।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত–

- ❖ আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর।
- ❖ মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য (গবেষণা সিরিজ-১) নামের বইটি।

নমুনা-৭

বিশ্বের মানুষকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি থাকা সম্পর্কে নিম্নের ৪টির কোনটি সঠিক?

১. নেই
২. আছে
৩. থাকতে পারে
৪. বলা কঠিন

অধিকাংশ মানুষ উত্তর দেবে ১ নম্বরটি সঠিক। কিন্তু উত্তরটি সঠিক নয়।

প্রকৃত তথ্য

অমুসলিম পরিবারে গোপন মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত–

- ❖ আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর।
- ❖ অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে কি না? (গবেষণা সিরিজ-২৩) নামের বইটি।

খ. মুসলিম জাতির মৌলিক শিক্ষায় ঢোকানো ভুলের কিছু নমুনা

নমুনা-১

মুসলিম জাতির কাছে যদি জানতে চাওয়া হয় নিম্নের বিষয়টি সঠিক না ভুল? কুরআনের অনুবাদ করার জন্য আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের গভীর জ্ঞান থাকতে হবে। আর কুরআনের ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার জন্য আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের গভীরতম জ্ঞান থাকতে হবে।

প্রায় সকল মুসলিম উত্তর দেবে সঠিক। কিন্তু উত্তরটি সঠিক নয়।

প্রকৃত তথ্য

কুরআন আরবীতে লেখা। তাই, কুরআনের অনুবাদ করার জন্য আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের ভালো জ্ঞান থাকতে হবে। তবে কুরআনের তাফসীর করার জন্য আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের গুরুত্ব খুবই কম। কুরআনের ১ নং ও ২ নং তাফসীরকারক হলেন আল্লাহ তা'য়ালা ও রসুল স.। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালা ও রসুল স. কখনও আরবী ব্যাকরণের সাহায্যে তাফসীর করেননি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত–

- ❖ আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর।
- ❖ 'কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে ব্যাকরণ, অনুবাদ, উদাহরণ, আকল ও সাধনার গুরুত্ব' (গবেষণা সিরিজ-৩৪) নামের বইটি।

নমুনা-২

মুসলিম জাতির কাছে যদি জানতে চাওয়া হয়, কুরআনের তাফসীর করার ১নং মূলনীতি নিম্নের ৪টির কোনটি?

১. আরবী ব্যাকরণের গভীর জ্ঞান থাকা
২. হাদীসের গভীর জ্ঞান থাকা
৩. বিজ্ঞান জানা
৪. অন্যকিছু

প্রায় সকল মুসলিম উত্তর দেবে **১** নম্বরটি। কিন্তু উত্তরটি সঠিক নয়।

প্রকৃত তথ্য

কুরআনের তাফসীর করার **১** নং মূলনীতি হলো– আল কুরআনে পরস্পর বিরোধী কথা নেই বিষয়টি মনে রাখা।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত–

- ❖ আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর।
- ❖ কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা (গবেষণা সিরিজ-২৬) নামের বইটি।

নমুনা-৩

মুসলিম জাতির কাছে যদি জানতে চাওয়া হয় নিম্নের বিষয়টি সঠিক না ভুল?

- ▪ জ্ঞানের উৎস হলো– কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস।

প্রায় সকল মুসলিম উত্তর দেবে সঠিক। কিন্তু উত্তরটি ভুল।

প্রকৃত তথ্য

জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও আকল (বিবেক/Common sense)। ইজমা ও কিয়াস হলো তথ্যসূত্র।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত–

- ❖ আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর।
- ❖ ইবলিস ও তার দোসরদের ষড়যন্ত্রের কবলে জ্ঞানের ইসলামী উৎস ও নীতিমালা (গবেষণা সিরিজ-৩৮) নামের বইটি।

নমুনা-৪

মুসলিম জাতির কাছে যদি জানতে চাওয়া হয়, 'সহীহ হাদীস' বলতে নিম্নের ৪টির কোনটি বোঝায়?

১. নির্ভুল হাদীস
২. প্রায় নির্ভুল হাদীস

৩. ভুল হাদীস
৪. বলা কঠিন

প্রায় সকল মুসলিম উত্তর দেবে ১ নম্বরটি। কিন্তু উত্তরটি সঠিক নয়।

প্রকৃত তথ্য

'সহীহ হাদীস' বলতে নির্ভুল তথা বক্তব্য বিষয় (মতন) নির্ভুল হওয়া হাদীস বোঝায় না। 'সহীহ হাদীস' বলতে বোঝায় বর্ণনাধারা (সনদ) নির্ভুল হওয়া হাদীস।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত–

- ❖ আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর।
- ❖ প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি? (গবেষণা সিরিজ-১৯) নামের বইটি ।

নমুনা-৫

মুসলিম জাতির কাছে যদি জানতে চাওয়া হয়, যে ব্যক্তি নিরক্ষর তার জন্য ইসলামের একজন পণ্ডিত ব্যক্তির অন্ধ-অনুসরণ (তাকলীদ) করা নিম্নের ৪টির কোনটি?

১. নিষিদ্ধ
২. বৈধ
৩. বৈধ এবং উচিত
৪. বলা কঠিন

প্রায় সকল মুসলিম উত্তর দিবে ৩ নম্বরটি। কিন্তু উত্তরটি সঠিক নয়।

প্রকৃত তথ্য

নিজের ইসলামের জ্ঞান নেই মনে করে অন্যের অন্ধ-অনুসরণ করার অর্থ হলো আল্লাহর দেওয়া ইসলামী জ্ঞানের অপূর্ব এক উৎস (নেয়ামাত) Common sense-কে অস্বীকার করা। তাই এতে কুফরীর গুনাহ হবে।

অন্যদিকে কোনো পণ্ডিত ব্যক্তিকে নির্ভুল মনে করে অন্ধ-অনুসরণ করলে শিরকের গুনাহ হবে। কারণ, নির্ভুলতা শুধু মহান আল্লাহর গুণ।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত–

- ❖ আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর।
- ❖ অন্ধ অনুসরণ কুফরী বা শিরক নয় কি? (গবেষণা সিরিজ-২১) নামের বইটি।

নমুনা-৬

মুসলিম জাতির কাছে যদি জানতে চাওয়া হয়, ইসলামে বিজ্ঞানের গুরুত্ব সম্পর্কে নিম্নের ৪টির কোনটি সঠিক?

১. বিজ্ঞান পড়া গুনাহ
২. বিজ্ঞানের তেমন কোনো গুরুত্ব নেই
৩. বিজ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম
৪. বলা কঠিন

প্রায় সব মুসলিম উত্তর দেবে ১ বা ২ নম্বরটি। কিন্তু উভয় উত্তরই সঠিক নয়।

সঠিক উত্তর

৩ নম্বরটি। অর্থাৎ ইসলামে বিজ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম। এমনকি আল কুরআনে সুরা আলে ইমরানের ৭, ১৯০ ও ১৯১ নং আয়াত থেকে জানা যায়– কুরআন সবচেয়ে ভালো বুঝতে পারবে প্রকৃত মুসলিম বিজ্ঞানীগণ।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত–

- ❖ আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর।
- ❖ ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন? (গবেষণা সিরিজ-১৩) নামের বইটি।

নমুনা-৭

মুসলিম জাতির কাছে যদি জানতে চাওয়া হয় নিম্নের বিষয়টি সঠিক না ভুল?

- ■ 'সালাত কায়েম (প্রতিষ্ঠা) করা' বাক্যটির ব্যাখ্যা হলো– সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে নিজে আদায় করা এবং সমাজের সবাই যেন সালাতের অনুষ্ঠান সঠিকভাবে আদায় করতে পারে তার ব্যবস্থা করা।

প্রায় সকল মুসলিম উত্তর দেবে সঠিক। তবে উত্তরটি সঠিক নয়।

প্রকৃত তথ্য

'সালাত কায়েম করা' বাক্যটির প্রকৃত ব্যাখ্যা হলো– সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে, প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করা।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত–

- ❖ আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর।
- ❖ 'সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে' (গবেষণা সিরিজ-৩) নামের বইটি।

নমুনা-৮

মুসলিম জাতির কাছে যদি জানতে চাওয়া হয় নিম্নের বিষয়টি সঠিক না ভুল?

- নিষিদ্ধ কাজ করাকে গুনাহ বলে। আর গুনাহ দুই ভাগে বিভক্ত– কবীরা (বড়ো) ও সগীরা (ছোটো)

প্রায় সকল মুসলিম উত্তর দেবে সঠিক। কিন্তু উত্তরটি সঠিক নয়।

প্রকৃত তথ্য

সমানের চেয়ে কম গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর (বাধ্য-বাধকতা), অনুশোচনা এবং উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ করাকে গুনাহ বলে। অন্য কথায় নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ হওয়া না হওয়া এবং হলে তার মাত্রা নির্ভর করে তিনটি শর্তের ওপর–

- ওজর (বাধ্য-বাধকতা) ও তার মাত্রা।
- অনুশোচনা ও তার মাত্রা।
- উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ও তার মাত্রা।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত–

- ❖ আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর।
- ❖ গুনাহ সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র (গবেষণা সিরিজ-২২) নামের বইটি।

নমুনা-৯

মুসলিম জাতির কাছে যদি জানতে চাওয়া হয়, সওয়াব ও গুনাহ নিম্নের ৪টি পদ্ধতির কোনটির ভিত্তিতে মাপা হবে?

১. ভর
২. আয়তন
৩. গুরুত্ব
৪. বলা কঠিন

প্রায় সকল মুসলিম উত্তর দেবে ১ নম্বরটি। কিন্তু উত্তরটি সঠিক নয়।

প্রকৃত তথ্য

সওয়াব ও গুনাহ মাপা হবে গুরুত্বের ভিত্তিতে। সে মাপে আমলনামায় একটি কবীরা (বড়ো) গুনাহ থাকলে সকল নেকীর যোগফল শূন্য হয়ে যাবে।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত–

- ❖ আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর।
- ❖ সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র (গবেষণা সিরিজ-১৮) নামের বইটি।

নমুনা-১০

মুসলিম জাতির কাছে যদি জানতে চাওয়া হয়, মু'মিন ব্যক্তি জাহান্নামে গেলে নিম্নের ৪টি পদ্ধতির কোনটি ঘটবে?

১. চিরকাল সেখানে থাকবে
২. কিছুকাল পর বের হয়ে এসে অনন্তকালের জন্য জান্নাত পাবে
৩. কোনোটি সঠিক নয়
৪. বলা কঠিন

প্রায় সকল মুসলিম উত্তর দেবে ২ নম্বরটি। কিন্তু উত্তরটি সঠিক নয়।

প্রকৃত তথ্য

মু'মিন ব্যক্তি গরগরা আসার আগে তথা জ্ঞান লোপ পাওয়ার আগে তাওবার মাধ্যমে কবীরা গুনাহ মাফ করিয়ে না নিয়ে পরকালে গেলে তাকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত–

- ❖ আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর।
- ❖ কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি? (গবেষণা সিরিজ-২০) নামের বইটি।

নমুনা-১১

মুসলিম জাতির কাছে যদি জানতে চাওয়া হয়– বিজ্ঞানের বই পড়া আল্লাহর যিক্‌র হওয়ার ব্যাপারে নিম্নের ৪টি পদ্ধতির কোনটি সঠিক?

১. হবে না
২. অবশ্যই হবে না
৩. হবে
৪. বলা কঠিন।

প্রায় সব মুসলিম উত্তর দেবে ১ বা ২ নম্বরটি। কিন্তু উভয় উত্তরই সঠিক নয়।

সঠিক উত্তর

৩ নম্বরটি।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত–

১. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর।
২. 'যিক্‌র– প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র' (গবেষণা সিরিজ- ২৫) নামের বইটি।

শেষ কথা

সুধী পাঠকবৃন্দ! পুস্তিকায় উল্লিখিত তথ্যসমূহ জানার পর আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন যে– গভীর এক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর মূলশিক্ষায় ভুল ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। জ্ঞানের ঐ মৌলিক ভুলগুলোই মুসলিম উম্মাহর বর্তমান অধঃপতনের মূল কারণ। অন্যদিকে কুরআনে উল্লেখ থাকা জীবন সম্পর্কিত চিরসত্য মূল বিষয়গুলো অমুসলিমদের জানানোর দায়িত্ব মুসলিমদের। যেহেতু বর্তমান মুসলিমদেরই মূলশিক্ষায় অনেক ভুল আছে তাই অমুসলিমদের মধ্যে থাকা ভুল জ্ঞান শোধরানোর যোগ্যতাও তারা হারিয়ে ফেলেছে। মুসলিম ও অমুসলিম সকল দেশে আজ যে অশান্তি, অন্যায়, অবিচার ইত্যাদি দেখা যাচ্ছে তার আসল কারণ হলো জীবন পরিচালনার মূলশিক্ষায় ভুল থাকা।

মূলশিক্ষায় ষড়যন্ত্র করে ভুল ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, এ তথ্যটি প্রায় শতভাগ মুসলিমের অজানা। এটি ভাবা ও মেনে নেওয়াও কঠিন। মাদরাসায় ভর্তি হওয়া একজন ছাত্র সিলেবাস অনুযায়ী পড়াশোনা করতে বাধ্য। সিলেবাসের বইয়ের তথ্য সঠিক কি না সেটি যাচাই করা তার পক্ষে সম্ভব নয় এবং এটি তার দায়িত্বও নয়। তাই যারা মাদরাসায় পড়ে 'আলিম' হিসেবে বের হয়ে আসছেন তাদের প্রায় সবাই ঐ ভুল তথ্যগুলো সঠিক বলে জানেন এবং খালিস নিয়াতে সেগুলো অনুসরণ করেন ও সমাজে প্রচার করেন। এদিক দিয়ে আমরা যারা মাদরাসায় পড়েছি তারা জ্ঞানের দিক দিয়ে চরমভাবে প্রতারণার শিকার হওয়া ব্যক্তি।

অন্যদিকে অধিকাংশ সাধারণ মানুষ মাদরাসায় পড়া আলিমদের ইসলামের জ্ঞানী লোক হিসেবে জানে এবং তাদের কাছ থেকেই ইসলাম শেখে। তাই ঐ মৌলিক ভুল কথাগুলো ব্যাপকভাবে প্রচার ও গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে এবং পাচ্ছে।

এজন্য আমরা যারা বিষয়টি জানতে পেরেছি তাদের বিরাট দায়িত্ব হলো বিষয়টি সবাইকে বিশেষ করে আলিমদের জানানো। অন্যদিকে শত্রুরা

প্রধানত ফিক্‌হশাস্ত্র এবং মাদরাসা ও স্কুলের সিলেবাসে ভুল তথ্যগুলো ঢুকিয়ে প্রচার করেছে। তাই যারা উপরিউক্ত স্থানে আছেন তাদেরও দায়িত্ব হবে ফিক্‌হশাস্ত্রের সংস্কার করা এবং মাদরাসা ও স্কুলের সিলেবাস থেকে ভুল তথ্যগুলো বাদ দিয়ে সঠিক তথ্যগুলো স্থাপন করে দেওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা।

মহান আল্লাহ মুসলিম জাতিকে এটি করার সাহস ও ক্ষমতা দিক এ দোয়া করে এবং গঠনমূলকভাবে সকলকে ভুল ধরিয়ে দেওয়ার আবেদন করে শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ!

সমাপ্ত

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য প্রকাশনা

১. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (আরবী-বাংলা)
২. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (শুধু বাংলা)
৩. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড (আরবী-বাংলা)
৪. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড (শুধু বাংলা)
৫. শতবার্তা (পকেট কণিকা : আমাদের গবেষণা সিরিজগুলোর মূল শিক্ষাসমূহ)
৬. আল-কুরআনে বহুল ব্যবহৃত ২০০ শব্দের সংক্ষিপ্ত অভিধান
৭. কুরআনিক আরবী গ্রামার, ১ম খণ্ড
৮. সাধারণ কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা

গবেষণা সিরিজের বইসমূহ

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
২. মুহাম্মাদ স.-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বোঝার মাপকাঠি
৩. সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মু'মিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ
৫. মু'মিনের আমল কবুলের শর্ত প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৬. ইসলামী জীবন বিধানে Common Sense-এর গুরুত্ব
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?
৮. আমলের গুরুত্বভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ও তালিকা জানার সহজতম উপায়
৯. কুরআনের সাথে ওজু-গোসলের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
১০. আল কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর, না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি এবং কেন?
১২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common Sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৫. ঈমান থাকলে (একদিন না একদিন) জান্নাত পাওয়া যাবে বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা
১৬. শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা

১৮. সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্য কুফরী বা শিরক নয় কি?
২২. গুনাহ সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৩. অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে কি না
২৪. আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া কথাগুলোর প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিক্‌র প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৬. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা
২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. সবচেয়ে বড়ো গুনাহ শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?
২৯. ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালা
৩০. মুসলিম জাতি এবং বিশ্বমানবতার মূলশিক্ষায় ভুল ঢোকানোর গভীর ষড়যন্ত্র
৩১. 'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?
৩২. আল কুরআনের অর্থ (তরজমা) বা ব্যাখ্যা (তাফসীর) পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভের নীতিমালা
৩৩. প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ বের করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কি?
৩৪. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে ব্যাকরণ, অনুবাদ, উদাহরণ, আকল ও সাধনার গুরুত্ব
৩৫. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির একমাত্র হজ্জের ভাষণ যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও শিক্ষা
৩৬. মানব শরীরে 'ক্বলব'-এর অবস্থান প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৭. তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৮. ইবলিস ও তার দোসরদের ষড়যন্ত্রের কবলে জ্ঞানের ইসলামী উৎস ও নীতিমালা
৩৯. আসমানি গ্রন্থে উল্লিখিত মানবতাবিরোধী গভীর ষড়যন্ত্রের জীবন্তিকা
৪০. আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা পাওয়ার পদ্ধতি
৪১. তাকওয়া ও মুত্তাকী প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৪২. জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য
৪৩. হারাম ও হালাল খাদ্য তালিকা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের সরাসরি তথ্য

প্রাপ্তিস্থান

- **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**
  ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (৮ম তলা)
  ১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি, মগবাজার, ঢাকা।
  ফোন : ০১৯৪৪৪১১৫৬০, ০১৯৭৭৩০১৫১১, ০১৯৭৯৪৭৪৬১৭
- **অনলাইনে অর্ডার করতে :** www.shop.qrfbd.org এবং
  https://www.facebook.com/QuranResearchFoundation/
- **দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল**
  ৯৩৭, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা।
  ফোন : ০২-৯৩৩৭৫৩৪, ০২-৯৩৪৬২৬৫, ০১৭৫২৭৭০৫৩৬
- **ইউকা ক্যাম্পাস**
  বাড়ি : ১২, রোড : এভিনিউ-৮, ব্লক : এম, বনশ্রী, ঢাকা-১২১৯।
  ফোন : ০২২২৪৪০৫৮২৮, ০১৭৫৫ ৩০৯৯০৭, ০১৪০৭ ০৬৩৪৩১

এছাড়াও পাওয়া যায়–

- **রকমারি ডট কম :** www.rokomari.com
- **আহসান পাবলিকেশন্স,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার, ঢাকা, ০১৭২৮১১২২০০
- **প্রফেসর'স বুক কর্নার,** ওয়ারলেস রেলগেট, মগবাজার, ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪
- **কাটাবন বইঘর,** মসজিদ মার্কেট, কাটাবন, ০১৭১১৫৮৩৪৩১
- **আজমাইন পাবলিকেশন্স,** মসজিদ মার্কেট, কাটাবন, ০১৭৫০০৩৬৭৯৩
- **দিশারী বুক হাউস,** ইসলামীয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ০১৮২২১৫৮৪৪০
- **কিউআরএফ রাজশাহী অফিস :** হোল্ডিং নং– ১৬৮/১, ওয়ার্ড নং– ৮, সিপাইপাড়া, মেডিকেল কলেজ রোড, রাজপাড়া, রাজশাহী। ০১৭১২৭৮৬৪১১
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** সাহেব বাজার, রাজশাহী, ০১৫৫৪-৪৮৩১৯৩
- **কিউআরএফ বগুড়া অফিস :** নুর ভিলা, হাউস নং-১৯, হোল্ডিং নং-৯৯৪, ওয়ার্ড নং-১২, ঠনঠনিয়া পশ্চিমপাড়া, বগুড়া সদর, বগুড়া-৫৮০০। ০১৭১৪৫৬৬৮৯৯, ০১৭১৪৭০৯৯৮০, ১৩০০০৯০৮৬২
- **কিউআরএফ খুলনা অফিস :** ৩২/২ হাজী মহসিন রোড, খুলনা। ০১৯৭৭৩০১৫০৬, ০১৯৭৭৩০১৫০৯
- **বই ঘর,** মৌলভীবাজার, মোবাইল : ০১৭১৩৮৬৪২০৮

ব্যক্তিগত নোট